মূল্য ২০ টাকা

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১৫ # ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ # ৩ ফাল্গুন ১৪৩১

শিরোপা ফরচুন বরিশালের

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১৫ # ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ # ৩ ফাল্গুন ১৪৩১

শিরোপা ফরচুন বরিশালের ২৮

টানা দ্বিতীয়বার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফরচুন বরিশাল। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে একাদশ বিপিএল ফাইনালে চট্টগ্রাম কিংসকে হারিয়েছে তামিম ইকবালের দল। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' থিম নিয়ে সাতটি দলের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয় ঘরোয়া ক্রিকেটের বাণিজ্যিক এই আসর। সমাপ্ত হয় ৭ ফেব্রুয়ারি। নানা কারণে এবারও বিপিএল নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা হয়। তবে দর্শক উপস্থিতি যথেষ্ট ভালো হয়। খেলাও হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। সব মিলিয়ে আয়োজন ছিল জমজমাট।

সূচিপত্র

ক্রীড়া উপদেষ্টা (ফিচার)	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
মাঠেই ঘটুক আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ	৬
আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির	৮
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে 'হামজা টনিক'	১০
অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় ক্রিকেটে রাজশাহী	১২
সুলতান খান দাবায় সাকলাইন	১৩
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?	১৪
ব্যাটিং ব্যর্থতায়ই বিজয়াভিযান ব্যাহত	১৬
বাংলাদেশ : সাফল্যের পুনরাবৃত্তি	১৭
ভারত : তৃতীয় শিরোপার সন্ধানে অভিযান	১৮
নিউজিল্যান্ড : শিরোপা পুনরুদ্ধারের	১৯
পাকিস্তান : সব সম্ভবের দেশ বলে কথা	২০
আফগানিস্তান : অভিষেক আসর	২১
অস্ট্রেলিয়া : তবু অক্ষত অজিদের	২২
ইংল্যান্ড : দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরাবে	২৩
দক্ষিণ আফ্রিকা : পেরিয়ে গেছে	২৪
একনজরে সিবগাত	২৫
তারুণ্যের উৎসবে প্রাণ ফিরেছে	২৬
শিরোপা ফরচুন বরিশালের	২৮
ব্যাটে-বলে সেরা যাঁরা	৩০
শিরোনামে তামিম ইকবাল	৩২
মিরাজের 'সান্ত্বনা' পুরস্কার	৩৪
দ্বন্দ্ব-বিদ্রোহে এলোমেলো নারী ফুটবল	৩৬
টেনিস কোচের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন	৩৮
বিয়ে করলেন স্বর্ণকন্যা মাবিয়া	৩৯
টেনিসের বড় বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছেন	৪০
টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ	৪১
মাঠে দুর্দান্ত বিপিএল আর বাইরে	৪২
এ ছবি কার?	৪৩
বিপিএল : অনিয়মের নিয়ম!	৪৪
বাংলাদেশকে গৌরবময় আসনে রেখে	৪৬
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়	৪৯
কুইজমালা	৫০
হকিতে কোচের দায়িত্বে ফিরলেন	৫১
শব্দজট	৫২
ফিক্সিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ	৫৩
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৫৪
ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক	৫৬
বিপিএলে চোখ রেখে যেভাবে দল	৫৭
তারুণ্যের উৎসবে মাতানো খুলনাবাসী	৫৮
পাহাড়ি সড়কে বাইক রেস	৫৯
ভারতের শিরোপা, প্রোটিয়াদের কান্না	৬০
বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সিনার-কিজ	৬১
অন্তগামী টেনিস-রবি	৬২
ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কের	৬৪

মাঠেই ঘটুক ৬

গত আসরে মাশরাফির দলে না থাকা নাজমুল হোসেন শান্তর কাঁধে চেপেছে নেতৃত্বের ভার। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আগের বারের চেয়ে ভিন্ন। পছন্দের ফরম্যাটে দুঃসময়ের বাতাবরণে রয়েছে বাংলাদেশ। আছে প্রস্তুতির ঘাটতিও, স্বীকার করেছেন স্বয়ং প্রধান কোচ।

দ্বন্দ্ব-বিদ্রোহে ৩৬

ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের অধীনে ১৮ জন নারী ফুটবলারের কোচিং না করার সংকল্পের কারণে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা নিরসন না হওয়ায় দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে খানিকটা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। বাফুফে চেষ্টা করছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার।

১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন করেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান, তারুণ্যের উৎসব উদযাপন কমিটির প্রধান ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল
মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিষ্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

বাটলার কি পারবেন বিদ্রোহী ফুটবলারদের ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে?

প্রায় তিন দশক আগে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় ‘নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন’। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা কী করা সম্ভব হয়েছে, তার একটা পর্যালোচনা সর্বত্রই চলছে। নিঃসন্দেহে এই সময়ে নারীরা অনেক এগিয়েছেন। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। তুলনামূলকভাবে বেশি অগ্রগতি হয়েছে নারী ফুটবলে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা আন্তর্জাতিক ফুটবলে মোটামুটিভাবে ভালোই সাফল্য অর্জন করেছেন। বয়ে এনেছেন দেশের সুনাম ও সুখ্যাতি। বয়সভিত্তিক ফুটবল দিয়ে শুরু যে সাফল্যের পথচলা, তারই ধারাবাহিকতায় পরপর দুইবার সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয় করেছেন অদম্য নারীরা। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে হয়ে উঠেছেন আলোকবর্তিকা। এ কারণে জাতীয় নারী ফুটবল দলকে ২০২৫ সালের ‘একুশে পদক’ দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছে সরকার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক এই পুরস্কার অনুপ্রাণিত ও গর্বিত করার কথা নারী ফুটবলারদের। কিন্তু যখন এই পুরস্কারের মনোনয়নের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তখন নারী ফুটবলে চলছে কঠিন এক সন্ধিক্ষণ। ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলারের অধীনে প্রশিক্ষণ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ১৮ জন নারী ফুটবলার। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনই সাফজয়ী দলের। এই বিদ্রোহীদের কারও কারও ফর্ম পড়তির দিকে হলেও তাঁদের প্রয়োজনীয়তা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। আবার কেউ কেউ আছেন ফর্মের তুঙ্গে। তাঁরা অবসর নিলে নারী ফুটবলে বড় ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হবে। সেটা সহসা কাটিয়ে উঠা মোটেও সহজ হবে না। বিদ্রোহী ফুটবলাররা সম্মত না হলেও ক্যাম্পে থাকা ৩৬ জন ফুটবলারকে মাসিক বেতনের আওতায় আনা হয়েছে। এঁরাই হবেন নারী ফুটবল দলের আগামী দিনের দিশারি। যদিও বিদ্রোহীদের জন্য দুয়ার এখনো খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু বাটলারের অধীনে প্রশিক্ষণ না করার ব্যাপারে তাঁরা সংকল্পবদ্ধ। এই ক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে গেল অক্টোবরে, নেপালের কাঠমান্ডুতে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালে। শিরোপার স্বপ্ন নিয়ে খেলতে যাওয়া দলটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাকিস্তানের সঙ্গে ড্র করলে আচানকভাবে দল নির্বাচন নিয়ে কোচের বিপক্ষে অভিযোগ তোলেন দলের খেলোয়াড় মনিকা চাকমা। কোচও পাল্টা জবাব দিলে বাদানুবাদের ফলে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিষয়টি সাময়িকভাবে চাপা পড়ে।

বাটলারকে আরও দুই বছরের জন্য নারী ফুটবল দলের দায়িত্ব দেওয়ায় তা তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকে। বিদ্রোহী নারী ফুটবলাররা সংবাদ সম্মেলন করে এই কোচের অধীনে না খেলার কথা পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্যে মূলত কোচের আচরণগত সমস্যাই উত্থাপিত হয়েছে। কোচও কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেন, ‘হয় ওরা (বিদ্রোহীরা) না হয় আমি থাকব’। খেলাধুলায় শৃঙ্খলা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সঙ্গত কারণেই এটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কোচ। তবে কোচও বরাবরই অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্যের পেশাদার মেজাজের এই কোচ প্রাচ্যের গ্রাম থেকে উঠে আসা নারী ফুটবলারদের প্রতি খানিকটা নমনীয় ও কৌশলী হলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা জটিল হতো না। এ বিষয়ে গঠিত বাফুফের তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। বাটলারই কোচ হিসেবে থাকছেন, এটা নিশ্চিত করেছে বাফুফে। কোনো কিছুই হয়তো শূন্য থাকে না, এটা যেমন সত্য, তেমনিভাবে কখনো কখনো শূন্যতায় একটা অপূর্ণতার সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিতরা ফিরে না এলে নারী ফুটবলের ভবিষ্যৎ কোন দিকে বাঁক নেবে, সেটা একটা সংশয়ের কাঁটা হয়ে থাকবে। বাটলার কি পারবেন বিদ্রোহী ফুটবলারদের ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে?

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

আমাদের ক্রিকেট কোন পথে এগোচ্ছে?

বাংলাদেশ জাতীয় দল ক্রিকেট খেলছে অনেক বছর ধরে। কি ওয়ানডে, কি টেস্ট, কি টি-২০, সবগুলোর বয়স তো দেখতে দেখতে আর কম হলো না। তারপরও কিন্তু আমাদের ক্রিকেট খেলা কি সঠিক পথে এগোচ্ছে? তা এখনো প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। কেননা, ইদানিং যে ম্যাচগুলো হচ্ছে, তা দেখলেই বোঝা যায়, আমাদের ক্রিকেট খেলা কোন পথে হাঁটছে। আইসিসির সিডিউল অনুযায়ী একের পর এক সফর করেই যাচ্ছেন আমাদের খেলোয়াড়েরা। কিন্তু তেমন সাফল্যে নেই বললেই চলে। একমাত্র পাকিস্তান সফরটি ছাড়া। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাম্প্রতিক খেলাগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের কতটুকু সাফল্য আসছে। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিপক্ষে তো হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে, যা জাতিকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। সর্বশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি ম্যাচ জেতার কারণে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা থেকে আমরা বাঁচতে পেরেছিলাম বটে। তবে সিরিজটা হারতে হয়েছে আমাদের। অথচ একসময় বাংলাদেশ দল সব ফরম্যাট থেকে ওয়ানডেতে খুবই ভালো খেলতো। আজ এই ফরম্যাটেও তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবচেয়ে আমাদের বেশি কষ্ট দেয় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ হারলে। কেননা তারা আমাদের অনেক পরে ক্রিকেট খেলতে এসেছে, তারা যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশ। আবার তারা নিজ দেশে এখনো একটি ম্যাচও আয়োজন করতে পারেনি। ঠিকমতো অনুশীলন করতেও পারে না। তারপরও তাদের বিপক্ষে আমরা কেন এখনও হারবো, তা মাথায় আসে না। অথচ আমাদের ক্রিকেট খেলাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসে। দর্শকরা এদেশের দারুণভাবে ক্রিকেট দলকে সমর্থন ও বেশ উৎসাহিত করে। অতীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে, তা নিয়ে চিন্তা না করে সামনে কীভাবে এদেশের ক্রিকেট খেলাকে এগিয়ে নেওয়া যায়, তার চিন্তাভাবনা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা সাধারণ জনগণ ক্রিকেট খেলাকে খুবই পছন্দ করি। আসলে বাংলাদেশ দল ভালো খেললে মনটা খুবই ফ্রেশ লাগে আর খারাপ করলে খুবই মন খারাপ হয়ে যায়।

সাজেদা বেগম, প্রযত্নে ঃ হাজী খোরশেদ সাহেব ভিলা,
বাড়ী নং ৫৬ এ, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম-৪২০৯।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

দল নির্বাচনে আরো দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে

লিটন কুমার দাশ অসম্ভব প্রতিভাবান ওপেনিং ব্যাটসম্যান। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ফর্ম খুব ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। বিগত ১৩ ইনিংসের সর্বশেষ ৭ ইনিংসে দেখা পাননি দু'অঙ্কের রান। আর প্রথম ৬ ইনিংসের মধ্যে সর্বাধিক রান ৪৫। বাকিগুলো হলো ২২, ৩, ২৩, ৩৬ ও ২২। সর্বশেষ পঞ্চাশোর্ধ (৬৬ রান) ইনিংস খেলেছেন ২০২৩ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ভারতের পুনেতে। এই যখন অবস্থা, তখন বিপিএলে 'দুর্বার রাজশাহী' দলের বিপক্ষে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে 'ঢাকা ক্যাপিটালস' দলের হয়ে মাত্র মাত্র ৪৪ বলে করেন টি-২০ ক্যারিয়ারে ব্যক্তিগত প্রথম সেঞ্চুরি। এ অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটে ১২ জানুয়ারি। এর খানিকক্ষণ আগে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাংলাদেশ স্কোয়াড ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। ১৫ জনের তালিকায় নাম নেই সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল খান এবং 'ফর্মহীন' লিটন কুমার দাশের। লিটনকে ফর্মহীনতার দোহাই দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে ছিটকে ফেলার যে দাঁতভাঙ্গা জবাব তাৎক্ষণিক দিয়েছেন তিনি, তার কি কোন তুলনা হয়? বিপিএলকে ভাবা হচ্ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা পাবার যোগ্যতা প্রদর্শনস্থল। লিটনের দ্রুতগতির (বিপিএলের দ্বিতীয় সেরা) অপরাজিত সেঞ্চুরি কি নির্বাচকদের ভাবিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথমপর্বে শক্তিশালী প্রতিপক্ষগুলোর বিপক্ষে খেলার জন্য দল নির্বাচনের সময় অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার মিশেলে ভারসাম্য রক্ষা করাই যৌক্তিক। কেননা নিছক ফর্মহীনতার দোহাই দিয়ে অভিজ্ঞতা আর প্রতিভাকে ছেঁটে ফেলার পরিণাম ভালো হয় না। দর্শনশাস্ত্রে বলা আছে, 'অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস' আর প্রতিভাবানের অভিজ্ঞতাতো সোনায় সোহাগা।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্
প্রযত্নে: ওবায়েদ উল হক ভবন (দ্বিতীয় তলা),
বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬।

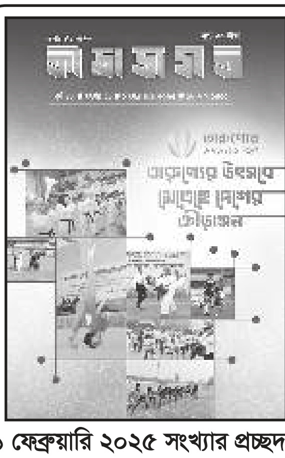

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

৪৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
তোহা বকর

অজি ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

ক্রিকেট বিশ্বের সেরা দল অজি ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কেননা কিছুদিন আগে খুবই দাপটের সঙ্গে ভারতের বিপক্ষে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রপিতে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে অজি দলটি। ভারতের এক বুমরা ছাড়া কেউ ভালো বলও করতে পারেনি অজিদের বিপক্ষে যার কারণে অজিদের ম্যাচ এবং সিরিজ জিততে অনেকটা সহজ হয়েছে এ সিরিজে। অনেক দিন পরে অজিদের স্মিথও দুটো সেঞ্চুরি করে রানে ফিরেছে। সব শেষে এ সিরিজটি জিতে অজিরা টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে পেরেছে টানা ২য় বারের মতো। আর এই বর্ডার-গাভাস্কার ট্রপিটিও দশ বছর পর পুনরুদ্ধার করতে পারলো অজিরা। সবকিছু মিলিয়ে দারুণ একটা সিরিজ উপভোগ করলাম আমরা ক্রীড়ামোদীরা। একটি উপভোগ্য সিরিজ উপহার দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি ফেবারিট টিম অজি দলকে।

মোহাম্মদ রাসেল মিয়া
প্রযত্নে-আলম মনজিল, আমতলী, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

‘ক্রীড়াজগত’ কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত অনুরোধ

দেশসেরা ক্রীড়া ম্যাগাজিন পাক্ষিক ‘ক্রীড়াজগত’-এর প্রতি আমার একটি অনুরোধ তা হলো, আর কয়েকদিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, যেটাকে এক সময় মিনি বিশ্বকাপ নামেও বলা হতো, সেই মিনি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল অংশগ্রহণ করবে। তাই এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনা বেশি। এত বড় যখন একটি আসর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাই সেটাকে কেন্দ্র করে ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকাটি এবার সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রইলো। আশা রাখি, বিগত বিশ্বকাপগুলোর মতো আকর্ষণীয় করে এবারও পত্রিকাটি ছাপানো হবে। ওয়ানডে ফরম্যাটে যেহেতু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে, সেহেতু বাংলাদেশ দলের উপর ভালো কিছু করার আশা করতেই পারে জাতি। আশা রাখি শান্ত, মিরাজরা এবার আর নিরাশ করবে না। শুভ কামনা রইলো বাংলাদেশ দলের প্রতি।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম

আলম মঞ্জিল, কালাম উল্লাহ বাড়ী, আমতলী, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২। মোবাইল নং -০১৮৯৩০৯২৯৯৯

নিগারদের হতাশাজনক ব্যাটিং ব্যর্থতা: বিশ্বকাপে সরাসরি সুযোগ হাতছাড়া

২০২২ সালে সর্বশেষ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল, যেখানে তারা ৮ দলের টুর্নামেন্টে সাত নম্বরে অবস্থান করেছিল। তবে আসন্ন ২০২৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পেতে তারা ছিল একেবারে সামনে, কিন্তু সেন্ট কিটসের বেসেটেরেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে সেই সুযোগটি একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে যদি বাংলাদেশ দল জয়লাভ করতো, তবে এটি হতো তাদের প্রথমবার ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের ইতিহাস, যা তাদের ক্রিকেটে নতুন এক মাইলফলক হতে পারতো। শুধু তাই নয়, এই জয় তাদেরকে চলতি বছরের আগস্টে অনুষ্ঠিত হওয়ার ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুবর্ণ সুযোগও এনে দিত। খুবই দুঃখজনক ভাবে বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে এ সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল এই ম্যাচে অনেক আশা নিয়ে মাঠে নামলেও তারা প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স দেখাতে ব্যার্থ হয়েছে। যদিও বোলিং বিভাগ যথেষ্ট উন্নত ছিল, কিন্তু ব্যাটিং লাইনআপের ব্যর্থতা তাদেরকে হতাশার মধ্যে ফেলেছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ব্যাটিং ব্যর্থতা, দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যেখানে তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি গুরুত্ব পাবে। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হারানোর পর দলের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশ্বকাপের দৌড়ে থাকতে হলে তাদের আরও কঠোর প্রস্তুতি ও ব্যাটিং বিভাগে স্থিতিশীলতার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে এখন নিজেদের অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সামনের টুর্নামেন্টগুলোতে আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফিরতে হবে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তারা বিশ্ব ক্রিকেটের বুকে আরও বড় অর্জন নিয়ে ফিরে আসবে।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী বছর ২০২৪

গত বছরটা ছিল আমাদের টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি বছর। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় দল টেস্ট ক্রিকেটে অভাবনীয় সাফল্য দেখাতে পেরেছিল, যা অতীতে কোন সময় দেখাতে পারেনি। ২০০০ সালে টেস্ট স্ট্যাটাস পেলেও আমাদের টেস্ট ক্রিকেটের সাফল্যগুলো প্রায়শই খুবই সাদামাটা ছিল। বড় দলগুলোর বিপক্ষে কোন সময় আহামরি সাফল্য দেখাতে পারেনি, যার জন্য হতাশ থাকতে হয়েছিল। অবশেষে ২০২৪ সালে এসে চারটি টেস্ট জিততে পেরেছে, এক বছরের ক্যালেন্ডারে। আবার তার ভিতর হিসাব করলে দেখা যায় যে, কোন প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করার লজ্জায় লজ্জিত করতে পেরেছিল টিম বাংলাদেশ। সবকিছু মিলিয়ে পরিসংখ্যান দাঁড়ায়, পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০তে টেস্ট জয় এবং বছরের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১এ টেস্ট সিরিজ ড্র। এরপর বছর শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র করে। সব মিলিয়ে ৪টি টেস্ট জিতে অন্যান্য এক রেকর্ড হয় আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসে। তার ভিতর আবার সুখবর, বাংলাদেশের টেস্ট র‍্যাংকিং-এ সাত নম্বরে উঠে আসতে পেরেছে। ভাবতেই অবাক লাগে, আমাদের দল এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তান থেকে ভালো দল। এক সময় টেস্ট ক্রিকেটের কথা বললেই কেমন যেন অচেনা এক দলকে মনে হতো টিম বাংলাদেশকে। আজ আর সেই দিন নেই। সময়ের স্রোতে সব পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টায় আছে টিম বাংলাদেশ। তবে এভাবে খেলতে থাকলে হয়তোবা সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াকে হারানো তেমন কষ্টসাধ্য হবে না। টেস্ট খেলাটা হচ্ছে ধৈর্য্যের খেলা। তাই এই ধৈর্য্যকে সামনে রেখে খেললে এ ফরম্যাটে আরও সাফল্য আসতে সময় লাগবে না আশা করা যায়। তাই বি সি বি র প্রতি অনুরোধ রইলো, যেন এ ফরম্যাটের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আর আমাদের সকল খেলোয়াড়ের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা সবসময় উজ্জ্বল পারফরম্যান্স দিয়ে দেশের সম্মান রক্ষা করতে পারেন। লাল-সবুজের পতাকাটা যেন বিশ্ব দরবারে আরও উঁচুতে তুলে ধরতে পারেন।

সম্রাট মিয়া

শোয়েব ভিলা, গ্রিনভ্যালি আবাসিক, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯।

শান্তর অধিনায়কত্বে নতুন প্রত্যাশা

নাজমুল হোসেন শান্ত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ দলে একজন নির্ভরযোগ্য মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে জায়গা পাকা করেছেন। তাঁকে অধিনায়ক নিয়োগ বিসিবির ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশ বলে জানা গেছে। বিসিবির সভাপতি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, ‘শান্তর নেতৃত্বে আমরা তরুণদের নিয়ে ভবিষ্যতের একটি শক্তিশালী দল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছি। তাঁর নেতৃত্বে দলটি সামনের প্রতিযোগিতায় চমৎকার কিছু করবে বলে আমরা আশাবাদী’। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশ দল কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। এই ম্যাচগুলোতে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং ইউনিটকে একসঙ্গে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। বিশেষ করে, পেস বোলিং বিভাগে তাসকিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমানের ওপর অনেক দায়িত্ব থাকবে। অন্যদিকে, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের অভিজ্ঞতা দলের মিডল অর্ডারে ভারসাম্য বজায় রাখবে। স্পিন বিভাগে মেহেদী মিরাজ এবং নাসুম আহমেদের উপস্থিতি প্রতিপক্ষের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। দেশব্যাপী সমর্থকদের প্রত্যাশা এবার অনেক বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেট উন্নতির ধারায় রয়েছে এবং বিশ্ব ক্রিকেটে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নাজমুল হোসেন শান্তর অধিনায়কত্বে এই দলটি কীভাবে পারফর্ম করে, তা দেখার জন্য পুরো দেশ অপেক্ষায়। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের সাফল্য বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাশেদ আহমেদ

গুলশান, ঢাকা-১২১২।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দলের অফিসিয়াল ফটোসেশন...

মাঠেই ঘটুক আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ

মো. মাহবুবুর রশিদ

'আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই যাচ্ছি।' বক্তার নাম নাজমুল হোসেন শান্ত। 'চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আপনাদের লক্ষ্য কি?' সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে আনুষ্ঠানিক ফটোসেশন ও সফরপূর্ব সংবাদ সম্মেলন পর্বে অনেক কথার ভিড়ে টুর্নামেন্টে লক্ষ্যের কথা জানতে চাইলে ছোট করে হেসে বাংলাদেশ অধিনায়কের একবাক্যে উত্তর।

এর দু'দিন আগে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে 'আপনি কি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতবে?' প্রশ্নটি শুনে যেন একটু অপ্রস্তুতই হয়ে যান ফিল সিমন্স। বাংলাদেশের প্রধান কোচ পরমুহূর্তে অবশ্য জোর দিয়েই বলেন, '(ট্রফি জেতার) বিশ্বাস না থাকলে তো আমি এই চেয়ারে (কোচের পদে) থাকতামই না। আমার মতে, কোনো টুর্নামেন্টে যাওয়ার আগে যতটা সম্ভব সেরা প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং নির্দিষ্ট দিনে নিজের সেরাটা খেলার চেষ্টা করতে হবে'।

একটা ক্রিকেট দলের প্রধান দুই স্তম্ভ কোচ ও অধিনায়ক। তাঁরা যখন শিরোপায় চোখ রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে মুখ ফুটে তা বলেও ফেলেন, তাতে স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠে দলের আত্মবিশ্বাস। কথা হলো, এতটা আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন মাঠে অনুবাদ করতে পারবে তো বাংলাদেশ? নাজমুল ও সিমন্সের পাশাপাশি মেহেদী হাসান মিরাজের কথাও একটু স্মরণ করে নেওয়া যাক। খুলনা টাইগার্সকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটে-বলে নৈপুণ্যে এবারের বিপিএলের প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার জেতা এই অলরাউন্ডার টুর্নামেন্ট চলাকালীন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সম্পর্কে বলছিলেন যে, গ্রুপ পর্বের কঠিন বৈতরণী পেরিয়ে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে উঠার ভালো সম্ভাবনা আছে এবং দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে জিততে পারলে পঞ্চাশ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে।

এ ছাড়া বিপিএলের এবারের আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলে যাওয়া ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী ওপেনার অ্যালেক্স হেলস দেশের বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার মনে হয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের ভালো সুযোগ রয়েছে। কারণ উপমহাদেশের কন্ডিশনে বাংলাদেশ ভালো করছে। আমার মনে হয় সেমিফাইনালে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশ খেলবে'। এই যে ইতিবাচক কথাবার্তা এবং প্রত্যাশার জাল বোনা, এটা বাংলাদেশ দলকে যেমন খানিকটা চাপে ফেলতে পারে, তেমনি আবার দারুণ উজ্জীবিতও করতে পারে।

মুখে যতই স্বপ্নের ফানুশ ওড়ানো হোক না কেন, বাস্তবতা কিন্তু বড়ই কঠিন। ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সবশেষ আসরে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে এবং অস্ট্রেলিয়াকে টপকে সেমিফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ যা আইসিসি টুর্নামেন্টে টাইগারদের এ যাবতকালের সেরা সাফল্য। সেখানে অবশ্য ভারতের বিপক্ষে লড়াই জমাতে না পেরে একতরফাভাবে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। মাশরাফি মর্তুজার নেতৃত্বে ওই দলে ছিলেন তামিম ইকবাল ও সাকিব আল হাসানের মতো তারকারা। ওই 'তিন পাণ্ডব' এবার নেই। বাংলাদেশ দলে সুযোগ হয়নি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লিটন দাসেরও। গত আসরে মাশরাফির দলে না থাকা নাজমুল হোসেন শান্তর কাঁধে চেপেছে নেতৃত্বের ভার। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আগের বারের চেয়ে ভিন্ন। তারচেয়ে বড় কথা আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ দুটো দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজেই হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এ বছর এখনো পঞ্চাশ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেনি লাল-সবুজ দল। গত বছর এই সংস্করণে ৯ ম্যাচ খেলে ৬ হারের বিপরীতে কেবল ৩ ম্যাচে জয় এসেছে। তার মানে পছন্দের ফরম্যাটে দুঃসময়ের বাতাবরণে রয়েছে বাংলাদেশ। আছে প্রস্তুতির ঘাটতিও, স্বীকার করেছেন স্বয়ং প্রধান কোচ

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির 'এ' গ্রুপে ভারত ও নিউজিল্যান্ড শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান খেলবে নিজেদের মাটিতে। গত আসরের দুই ফাইনালিস্টের সঙ্গে এবার বাংলাদেশ যে অপেক্ষাকৃত কঠিন গ্রুপে পড়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এসব দিকে তাকিয়েই হয়তো, মাঠের লড়াইয়ের আগে টুর্নামেন্ট নিয়ে আইসিসি রিভিউয়ে রিকি পন্টিং বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, তারা (বাংলাদেশ) চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বেশ ভুগতে চলেছে। আমার মনে হয়, অন্য দলগুলোর সঙ্গে মানের বিচার

করলে এই দলটা পিছিয়ে থাকবে। তাদের দলে কোয়ালিটির (মানসম্পন্ন খেলোয়াড়ের) কিছুটা অভাব আছে'। বাংলাদেশের চেয়ে তিনি বরং আফগানিস্তানের ভালো করার সম্ভাবনা দেখছেন। একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে দু'বার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী (২০০৬ ও ২০০৯) পন্টিংয়ের কথার তো একটা বাড়তি 'ওজন' আছে, নাকি? তবে পন্টিংয়ের মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রেক্ষিতে নাজমুল হোসেন শান্ত স্রেফ এইটুকুই বলেছেন, 'আমার কোনো মতামত নেই'।

তা না থাকুক মতামত। মাঠেই না হয় দেখিয়ে দিক বাংলাদেশ। কোচ-অধিনায়কের মুখের কথায় যেভাবে বাংলাদেশের শিরোপা-জয়ের স্বপ্ন আঁকা হচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতা আর বাস্তবতা যে কত কঠিন, সেটা তো আর কারও অজানা নয়। সুতরাং বাইশ গজেই ঘটুক আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ। সিমন্স-শান্তর মন্তব্যকে সাহসী ও ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে অন্তত এক-দুটি জয়ের আশা করাই যায়। আর যাঁরা বাঁকা চোখে দেখছেন কোচ-অধিনায়কের কথা, করছেন কঠোর সমালোচনা, কাঠছেন টিপ্পনী; তাঁদের প্রতি প্রশ্ন করাই যায় যে তবে কী 'চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের কোনো আশা নেই, আমরা কেবল অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি' এমন কিছু শুনলেই বুঝি খুশি হতেন?

বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর সূচি...

২০ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-ভারত, দুবাই স্টেডিয়াম

২৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড, রাওয়ালপিন্ডি

২৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-পাকিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি

বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ওয়ানডে ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান...

* নাজমুল হোসেন শান্ত : ম্যাচ-৪৭, ইনিংস-৪৬, অপরাজিত-৩, রান-১৪৮৮, গড়-৩৪.৬০, সর্বোচ্চ-১২২*, সেঞ্চুরি-৩, হাফ সেঞ্চুরি-৯; বোলিং ইনিংস-৬, উইকেট-১, গড়-৭৫.০০, সেরা-১/১০

* মুশফিকুর রহিম : ম্যাচ-২৭২, ইনিংস-২৫৪, অপরাজিত-৪২, রান-৭৭৯৩, গড়-৩৬.৭৫, সর্বোচ্চ-১৪৪, সেঞ্চুরি-৯, হাফ সেঞ্চুরি-৪৯, ক্যাচ-২৪২, স্ট্যাম্পিং-৫৬ (বল করেননি)

* মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ : ম্যাচ-২৩৮, ইনিংস-২০৮, অপরাজিত-৫৩, রান-৫৬৮৫, গড়-৩৬.৬৭, সর্বোচ্চ-১২৮*, সেঞ্চুরি-৪, হাফ সেঞ্চুরি-৩২; বোলিং ইনিংস-১৫৩, উইকেট-৮২, গড়-৪৬.৪৫, সেরা-৩/৪

* সৌম্য সরকার : ম্যাচ-৭৫, ইনিংস-৭০, অপরাজিত-৪, রান-২১৯৮, গড়-৩৩.৩০, সর্বোচ্চ-১৬৯, সেঞ্চুরি-৩, হাফ সেঞ্চুরি-১৩; বোলিং ইনিংস-২৭, উইকেট-১৬, গড়-৩৫.৪৩, সেরা-৩/১৮

* মেহেদী হাসান মিরাজ : ম্যাচ-১০৩, ইনিংস-৭৪, অপরাজিত-১১, রান-১৫৯৯, গড়-২৫.৩৮, সর্বোচ্চ-১১২*, সেঞ্চুরি-২, হাফ সেঞ্চুরি-৬; বোলিং ইনিংস-১০০, উইকেট-১১০, গড়-৩৬.১০, সেরা-৪/২৫

* তাওহিদ হৃদয় : ম্যাচ-৩৩, ইনিংস-২৯, অপরাজিত-৩, রান-৮৭৭, গড়-৩৩.৭৩, সর্বোচ্চ-৯৬*, সেঞ্চুরি-০, হাফ সেঞ্চুরি-৭; ১ বল করে কোনো উইকেট পাননি

* জাকের আলী অনিক : ম্যাচ-৫, ইনিংস-৫, অপরাজিত-২, রান-১৫১, গড়-৫০.৩৩, সর্বোচ্চ-৬২*, সেঞ্চুরি-০, হাফ সেঞ্চুরি-১ (বোলিং করেননি)

* তাসকিন আহমেদ : ম্যাচ-৭৭, ইনিংস-৪১, অপরাজিত-১৩, রান-২১৯, গড়-৭.৪২, সর্বোচ্চ-২১; বোলিং ইনিংস-৭৫, উইকেট-১০৯, গড়-৩০.০১, সেরা-৫/২৮

* মোস্তাফিজুর রহমান : ম্যাচ-১০৭, ইনিংস-৫২, অপরাজিত-৩১, রান-১৬৩, গড়-৭.৭৬, সর্বোচ্চ-২০; বোলিং ইনিংস-১০৬, উইকেট-১৭২, গড়-২৫.৮৮, সেরা-৬/৪৩

* নাহিদ রানা : ম্যাচ-৩, ইনিংস-১, অপরাজিত-১, রান-৪, গড়-, সর্বোচ্চ-৪*, বোলিং ইনিংস-৩, উইকেট-৪, গড়-৩১.৫০, সেরা-২/৪০

* তানজিদ হাসান তামিম : ম্যাচ-২১, ইনিংস-২০, অপরাজিত-০, রান-৪১৩, গড়-২০.৬৫, সর্বোচ্চ-৮৪, সেঞ্চুরি-০, হাফ সেঞ্চুরি-৩ (বল করেননি)

* তানজিম হাসান সাকিব : ম্যাচ-৯, ইনিংস-৫, অপরাজিত-২, রান-৯৫, গড়-৩১.৬৬, সর্বোচ্চ-৪৫; বোলিং ইনিংস-৯, উইকেট-১৩, গড়-৩১.৬১, সেরা-৩/১৪

* নাসুম আহমেদ : ম্যাচ-১৮, ইনিংস-১১, অপরাজিত-২, রান-১৮৬, গড়-২০.৬৬, সর্বোচ্চ-৪৪; বোলিং ইনিংস-১৭, উইকেট-১৬, গড়-৪১.১২. সেরা-৩/১৯

* রিশাদ হোসেন : ম্যাচ-৭, ইনিংস-৫, অপরাজিত-২, রান-৫৫, গড়-১৮.৩৩, সর্বোচ্চ-৪৮*; বোলিং ইনিংস-৭, উইকেট-৫, গড়-৬৬.৮০, সেরা-২/৬৯

* পারভেজ হোসেন ইমন : এখনো ওয়ানডে অভিষেক হয়নি

যেখানে সবার ওপরে বাংলাদেশ

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের সেরা সাফল্য বলতে গত আসরের সেমিফাইনাল খেলা। অস্ট্রেলিয়া ও ভারত দুই বার করে শিরোপা জিতেছে। তবে, এবারের টুর্নামেন্টের অন্য একটা ক্ষেত্রে সব দলের ওপরে রয়েছে বাংলাদেশের নাম! কী সেটা? অংশগ্রহণকারী ৮ দলের চূড়ান্ত স্কোয়াড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার অভিজ্ঞতা আছে- এমন ক্রিকেটারের সংখ্যায় বাংলাদেশ সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এবারের স্কোয়াডে আছেন, আগেও এই টুর্নামেন্টে খেলছেন; বাংলাদেশের এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা ৬। ২০১৭ সালে বাংলাদেশকে সেমিফাইনালে তোলা ওই দলের সদস্য ছিলেন মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সৌম্য সরকার, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। এই জায়গায় বাংলাদেশের পরই আছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। ভারতের চারজন ক্রিকেটার আগে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলেছেন- বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া ও মোহাম্মদ শামি। এর মধ্যে কোহলি ও রোহিত এবার খেলতে যাচ্ছেন তৃতীয় আসর। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ারও ৪ জনের রয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার অভিজ্ঞতা- স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও অ্যাডাম জাম্পা।

নানা নামে মাঠে গড়ানো এই টুর্নামেন্টের গত আট আসরের অন্তত একটিতে হলেও খেলেছেন, এমন তিনজন করে ক্রিকেটার আছেন এবারের চারটি দলে। নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসনের এ নিয়ে তৃতীয় ও টম ল্যাথাম ও মিচেল স্যান্টনার খেলবেন দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। পাকিস্তানেরও তিনজন আছেন, তবে তাঁদের এটি দ্বিতীয় টুর্নামেন্ট- বাবর আজম, ফখর জামান ও ফাহিম আশরাফ। তিনজন আছেন ইংল্যান্ডেরও- জো রুট ও জস বাটলার তৃতীয় এবং দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যাচ্ছেন আদিল রশিদ। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যও সংখ্যাটা সমান- ডেভিড মিলার, কাগিসো রাবাদা ও কেশব মহারাজ খেলবেন নিজেদের দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আফগানিস্তানের একজন খেলোয়াড়েরও এই আসরে খেলার অভিজ্ঞতা নেই! থাকবে কী করে, আফগানরা যে এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের ভালো করার ব্যাপারে প্রধান কোচ ফিল সিমন্স ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত দারুণ আশাবাদী

বেশিরভাগের মতে এবারের টপ ফেবারিট ভারত ও পাকিস্তান

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এপিঠ-ওপিঠ

মো. মাহবুবুর রশিদ

দল সংখ্যা ও ফরম্যাট

১৯ ফেব্রুয়ারি পর্দা উঠছে নবম চ্যাম্পিয়নস ট্রফির, ফাইনাল মাঠে গড়াবে ৯ মার্চ। আয়োজক পাকিস্তানসহ ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা ৮টি দল ২ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এবার অংশগ্রহণ করছে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপের দলগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড। উভয় গ্রুপের সেরা ২টি করে দল উঠবে সেমিফাইনালে এবং বিজয়ী দল দুটি খেলবে ফাইনালে।

হাইব্রিড মডেল

এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মূল আয়োজক পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের খেলতে যেতে অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে 'হাইব্রিড মডেল'-এ দলটির ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচের পাশাপাশি ভারত নকআউট পর্বে উঠলে সেই ম্যাচগুলোও হবে এই মাঠে। এ ছাড়া পাকিস্তানের তিন ভেন্যু হলো- করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম ও রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ৮ দলের ১৯ দিনের টুর্নামেন্টে মোট ম্যাচ ১৫টি।

এখানেও আছেন শরফুদ্দৌলা

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ১৫ জন ম্যাচ অফিশিয়ালের নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন ১২ জন। তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। এ ছাড়া ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন ৩ জন। ১২ জন আম্পায়ারের মধ্যে ৬ জন ২০১৭ সালে সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও দায়িত্বে ছিলেন। সেই টুর্নামেন্টের ফাইনালে আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্ব পালন করা ইংল্যান্ডের রিচার্ড কেটেলবরো এবারও আছেন। ২০১৭ আসর থেকে বাকি পাঁচ আম্পায়ার হলেন- ক্রিস গ্যাফানে (নিউজিল্যান্ড), কুমার ধর্মসেনা (শ্রীলঙ্কা), রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ (ইংল্যান্ড), পল রাইফেল (অস্ট্রেলিয়া) ও রড টাকার (অস্ট্রেলিয়া)। এর বাইরে বাকি ৬ আম্পায়ার হলেন- মাইকেল গফ (ইংল্যান্ড), আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক (দক্ষিণ আফ্রিকা), এহসান রাজ (পাকিস্তান), শরফুদ্দৌলা (বাংলাদেশ), অ্যালেক্স হোয়ার্ফ (ইংল্যান্ড) ও জোয়েল উইলসন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)। ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাঁরা সবাই ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। ওই বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি পরিচালনা করেন কেটেলবরো ও ইলিংওয়ার্থ। শরফুদ্দৌলা সেই বিশ্বকাপে ৫ ম্যাচ পরিচালনা করেন। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ম্যাচ পরিচালনা করা শরফুদ্দৌলা গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড বুন, শ্রীলঙ্কার রঞ্জন মাদুগালে ও জিম্বাবুয়ের অ্যান্ডি পাইক্রফট। তাঁরা সবাই আইসিসি ম্যাচ রেফারিদের এলিট প্যানেলের সদস্য। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন বুন। সেই টুর্নামেন্টে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে পাইক্রফটও ছিলেন। মাদুগালে ২০১৩ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন।

নেই সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন

টুর্নামেন্টের নাম চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। অথচ এবারের আসরে কি-না নেই সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা আটে থাকতে ব্যর্থ হওয়ায় এই প্রথম বাদ পড়েছে শ্রীলঙ্কা। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে দশ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট তালিকায় নবম (দশম নেদারল্যান্ডস) স্থানে থেকে শেষ করা লঙ্কানরা চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ২০০২ আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঘরের মাঠে। অবশ্য এককভাবে নয়, বৃষ্টির কারণে পরপর দু'দিন ফাইনাল পরিত্যক্ত হওয়ায় ভারতের সঙ্গে শিরোপা ভাগাভাগি করেছিল তারা। আর দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো গত বিশ্বকাপে (২০২৩) খেলার যোগ্যতা অর্জন করতেই ব্যর্থ হয়েছিল। ক্যারিবীয়রা এবারই প্রথম নয়, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ২০১৭ আসরেও ছিল 'দর্শক'। ২০০৪ সালে ইংল্যান্ডকে তাদেরই মাটিতে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ তার আগে-পরে আরও দু'বার রানার্সআপ (১৯৯৮ ও ২০০৬) হয়েছিল। এমন একটা দল চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পরপর দুই আসরের টিকিট কাটতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যাপারটা দুঃখজনকই।

বাংলাদেশে 'জন্ম' এবং...

আট বছরের বিরতির পর এবার পাকিস্তান ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির নবম আসর। এর আগে টুর্নামেন্ট মাঠে গড়িয়েছিল আট বার। শুরুটা হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে। ১৯৯৮ সালে তখনকার ৯টি টেস্ট খেলুড়ে দেশ নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি নকআউট মিনি বিশ্বকাপ যা সময়ের পরিক্রমায় পরিণত হয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আয়োজক হয়েও বাংলাদেশের খেলার সুযোগ মিলেনি টেস্ট স্ট্যাটাস না থাকায়। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে দক্ষিণ আফ্রিকা, যা দেশটির প্রথম বহুজাতিক শিরোপা। ২০০০ সালে ১১ দলকে নিয়ে কেনিয়ায় বসে দ্বিতীয় আসর। ফাইনালে ভারতকে পরাজিত করে শেষ হাসি

হাসে নিউজিল্যান্ড। ২০০২ সালে টুর্নামেন্টের নামকরণ করা হয় আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ১২ দলের আসরের ফাইনাল দু'দিন মাঠে গড়ালেও বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। ফলে ভারত ও শ্রীলঙ্কা উভয় দলকে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় শিরোপা। ২০০৪ সালেও দলসংখ্যা ছিল ১২, ট্রফি যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঘরে। নিজেদের আঙিনায় রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ইংল্যান্ডকে। ২০০৬ সালে ভারত প্রথমবারের মতো আয়োজক হয়। দল সংখ্যা কমিয়ে আনা হয় ১০টিতে। চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে রানার্সআপ বানিয়ে শিরোপা নিজেদের করে নেয় অস্ট্রেলিয়া। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে একমাত্র দল হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার কীর্তি গড়ে অজিরা ২০০৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে, রানার্সআপ হয় নিউজিল্যান্ড। ওই আসর থেকেই ৮টি করে দল অংশ নিচ্ছে। শুরুর পাঁচ আসর দুই বছর অন্তর অন্তর নিয়মিত হলেও এরপর তিন বছরের ব্যবধানে ষষ্ঠ এবং তারপর সপ্তম আসর মাঠে গড়ায় চার বছর পর। ২০১৩ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস পায় আয়োজনের দায়িত্ব। ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয়বারের মতো রানার্সআপ হওয়ার হতাশায় পুড়িয়ে শিরোপা জিতে নেয় ভারত। আবারো চার বছরের বিরতি এবং ২০১৭ সালের টুর্নামেন্টের স্বাগতিকও থাকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস। স্বপ্নের ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে বিজয়ীর হাসি হাসে পাকিস্তান। এবার চ্যাম্পিয়ন হবে কোন দল?

ফেবারিট কারা?

গত তিন আসরের মতো এবারও আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণ করছে বাছাই করা ওয়ানডের সেরা ৮টি দল। তা এর মধ্যে ফেবারিট কারা? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর বলা কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে, 'এখানে যে ৮টা দল আছে, সবাই চ্যাম্পিয়ন হওয়া ডিজার্ভ করে। ৮টা দলই কোয়ালিটি দল'। নাজমুল যত যাই বলুক না কেন, ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখেও গতবার সেমিফাইনাল খেলা বাংলাদেশ এবং এবারই প্রথম অংশ নিতে যাওয়া আফগানিস্তানকে হিসেবের বাইরে রাখাই যায়। বাকি ৬ দলের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া শিরোপা জিতেছে দু'বার (২০০৬ ও ২০০৯), ভারত 'দেড়'বার (২০০২ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভাগাভাগি করে এবং ২০১৩ সালে এককভাবে) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৯৮), নিউজিল্যান্ড (২০০০) ও পাকিস্তান (২০১৭) একবার করে। বড় দলগুলোর মধ্যে একমাত্র ইংল্যান্ডের কপালে ট্রফি জোটেনি, যদিও ইংলিশরা রানার্সআপ হয়েছে ২ বার (২০০৪ ও ২০১৩)।

ওয়ানডের বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসে পরপর দু'বার শিরোপাজয়ী দল। ওই হিসেবে অজিদের ফেবারিট না মেনে উপায় নেই। কিন্তু যে ভঙ্গুর দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া এবারের আসরে খেলতে গেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত মানসম্মান থাকলেই হলো! অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজেলউড ও মিচেল মার্শ ছিটকে গেছেন ইনজুরির কারণে, মার্কাস স্টয়নিস আচমকা নিয়েছেন ওয়ানডে থেকে অবসর এবং মূল পেসার মিচেল স্টার্ক একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নিজেকে স্কোয়াড থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। নিয়মিত একাদশের পাঁচ তারকাকে হারিয়ে ভঙ্গুর অজি দল স্টিভেন স্মিথের নেতৃত্বে কতটা কী করতে পারে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে প্রথমবার আম্পায়ারিং করবেন বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত

শক্তিমত্তা, সাম্প্রতিক ফর্ম ও কন্ডিশন মিলিয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে এবারের 'টপ ফেবারিট' ভারত ও পাকিস্তান। ২০১৭ সালে শেষ আসরে ইংল্যান্ডে ফাইনাল খেলেছিল দল দু'টি। স্বাগতিক হওয়ায় পাকিস্তান বাড়তি কিছু সুবিধা পাবে। আবার ভারত তাদের ম্যাচগুলো দুবাইয়ে খেলবে বলে রোহিত শর্মার হাতেও শিরোপা দেখছেন অনেকে। ইংলিশদের অনেক অপেক্ষার অবসান হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। ১৯৯৮ সালের পর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ২০০০ সালের পর নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় শিরোপা অর্জনের পথ কঠিন হলেও অসম্ভব তো নয়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচি...

১৯ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড, করাচি
২০ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ বনাম ভারত, দুবাই
২১ ফেব্রুয়ারি : আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, করাচি
২২ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড, লাহোর
২৩ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান বনাম ভারত, দুবাই
২৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড, রাওয়ালপিন্ডি
২৫ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, রাওয়ালপিন্ডি
২৬ ফেব্রুয়ারি : আফগানিস্তান বনাম ইংল্যান্ড, লাহোর
২৭ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ, রাওয়ালপিন্ডি
২৮ ফেব্রুয়ারি : আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া, লাহোর
১ মার্চ : দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড, করাচি
২ মার্চ : নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত, দুবাই
৪ মার্চ : প্রথম সেমিফাইনাল, দুবাই*
৫ মার্চ : দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, লাহোর*
৯ মার্চ : ফাইনাল, গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, লাহোর*

*** বি:দ্র:** ভারত উঠলে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে এবং ভারত ফাইনালে উঠলে ম্যাচটি দুবাইয়ে হবে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘হামজা টনিক’

রফিকুল ইসলাম

ইংলিশ লিগের ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের নতুন টনিক। তাঁকে নিয়েই স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য। আগামী ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ক্যাবরেরার শিষ্যদের এশিয়ার সবচেয়ে বড় ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার লড়াই। ২০২৭ সালে চূড়ান্ত পর্বের আসর বসবে সৌদি আরবে।

এবারের বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ খেলবে ‘সি’ গ্রুপে। প্রতিপক্ষ ভারত, সিঙ্গাপুর ও হংকং। ২৪টি দেশ ৬ গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন উঠবে চূড়ান্ত পর্বে। এই ৬ দল যোগ দেবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে যারা সরাসরি খেলা নিশ্চিত করেছে সেই দলগুলোর সঙ্গে।

এই বাছাইয়ের প্রস্তুতির জন্য জাতীয় দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা প্রাথমিকভাবে ৩৮ ফুটবলারকে ডেকেছেন। তাঁদের নিয়ে কয়েক দিন ঢাকায় অনুশীলন করে দল নিয়ে সৌদি আরব যাবেন কোচ। প্রাথমিক দলে বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলার ডাক পেয়েছেন। তবে চলতি ঘরোয়া মৌসুমে ভালো পারফরম্যান্স করেও প্রাথমিক দলে ডাক পাননি অনেকে। এ নিয়ে কোচের বিরুদ্ধে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে ফুটবলামোদীদের মধ্যে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দৌড় গ্রুপ পর্ব পর্যন্তই। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ বাছাই পর্ব টপকে পরের রাউন্ডে উঠেছিল। তার আগের বছর ঢাকায় হওয়া বাছাই পর্বে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল কাতার ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশ ডাবল লিগ পদ্ধতির চার ম্যাচের মধ্যে একটি জিতেছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে। ড্র করেছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে এবং কাতারের বিপক্ষে। গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে বাংলাদেশ উঠেছিল পরের রাউন্ডে।

গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও চীন। বাংলাদেশ সব ম্যাচ হেরে কোনো পয়েন্ট ছাড়াই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গ্রুপ পর্ব শেষ করেছিল। বাংলাদেশ উত্তর কোরিয়ার কাছে হেরেছিল ৩-২ গোলে, সিরিয়ার কাছে হেরেছিল ১-০ গোলে, ইরানের কাছে হেরছিল ৭-০ গোলে ও চীনের কাছে হেরেছিল ৬-০ গোলে।

যেভাবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে

এক সময় এশিয়ান কাপ বাছাই হতো আলাদা করে। বিগত কয়েক আসর ধরে এই বাছাই হয় বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সাথে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দলগুলো নির্ধারণ হয়ে যায়। যারা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টিকে থাকতে পারে না তাদের জন্য থাকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড। কিছু দল সরাসরি উঠে যায় চূড়ান্ত পর্বে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাউন্ডে গ্রুপে সবার নিচে থেকে সুযোগ পেয়েছে বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে খেলার।

১২ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ১১ জুন ২০২৪। এই ৮ মাসব্যাপী চলেছে বিশ্বকাপ-২০২৬ এর বাছাইয়ের এশিয়া অঞ্চলের প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ড। মালদ্বীপের বিপক্ষে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে প্রথম পর্ব দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বাছাই শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচ ছিল মালদ্বীপের মালেতে। ১-১ গোলে ড্র করে ১৬ অক্টোবর ঢাকায় মালদ্বীপকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। দুই ম্যাচ মিলে ৩-২ গোলে জিতে বাংলাদেশ উঠেছিল দ্বিতীয় পর্বে। এই পর্বে বাংলাদেশ ‘আই’ গ্রুপে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবাননের সঙ্গে।

দ্বিতীয় পর্বে কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি বাংলাদেশ। ৬ ম্যাচের একটি ড্র করে বাকি ৫টা হেরেছে। ২০ গোল খেয়ে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠাতে পেরেছে একবার। বাছাইয়ের দ্বিতীয় পর্বটা বাংলাদেশের খুবই বাজে হয়েছে। চার দলের মধ্যে সবার নিচে থেকে বিশ্বকাপ বাছাই থেকে বিদায় নিয়ে বাংলাদেশ এখন এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় পর্বে।

শুরু আর শেষটা বাংলাদেশকে রেস থেকে ছিটকে দিয়েছিল। ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭-০ গোলের হার দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেছিল হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার দল। শেষ হয়েছে গত বছর ১১ জুন কাতারের দোহায় লেবাননের বিপক্ষে ৪-০ গোলের হার দিয়ে। এই লেবাননের বিপক্ষে হোম ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্টের মুখ দেখেছিল বাংলাদেশ। এরপর ফিলিস্তিনের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ৫-০ ও ১-০ গোলে হারের পর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে ২-০ গোলে আটকে রেখে বাহবা কুড়িয়েছিলেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। কিন্তু ওই কম ব্যবধানের হারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার ভেজা ও ভারী মাঠ। শেষ ম্যাচে লেবাননের বিপক্ষে হার ৪-০ গোলের। ম্যাচটি বৈরুতের পরিবর্তে হয়েছে কাতারের দোহায়।

প্রধান আকর্ষণ হামজা চৌধুরী

২৫ মার্চ শিলংয়ের জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের প্রধান আকর্ষণ থাকবেন হামজা দেওয়ান চৌধুরী। ইংলিশ লিগের ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে নিয়েই ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রাথমিক দল। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সবচেয়ে মর্যাদার এই ম্যাচের আগে বাংলাদেশের কন্ডিশনিং ক্যাম্প হবে সৌদি আরবের তায়েবে। তবে সৌদি আরব সফরে যেতে পারবেন না হামজা চৌধুরী। সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি ঢাকায় এসে যোগ দেবেন দলের সঙ্গে। তারপর যাবেন শিলং।

কয়েক বছর ধরেই হামজা চৌধুরীকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলানোর প্রক্রিয়া শুরুর দাবি করে আসছিলেন ফুটবল ভক্তরা। হামজা আগ্রহ প্রকাশ করলে বাফুফে উদ্যোগ নেয় এবং সব প্রক্রিয়া শেষ করে পায় ফিফার

অনুমোদন। হামজা ইংল্যান্ড যুব দলে খেলার কারণে তাঁর বিষয়ে বেশি সতর্ক ছিল ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি। সবকিছু খতিয়ে দেখে ফিফা সবুজসংকেত দিলেই দূর হয় অনিশ্চয়তা। খুশির জোয়ার বয়ে যায় হামজাভক্তদের মধ্যে। অবেশেষ তাদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে চলছে।

হামজার লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হলে নতুন মাত্রা যোগ হবে বাংলাদেশের ফুটবলে। ইংলিশ লিগে খেলা এই ফুটবলারের কারণে বাংলাদেশ দলের মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বের আরও বেশি মানুষের নজর থাকবে বাংলাদেশের ফুটবলের দিকে। হামজা কবে খেলবেন, কেমন পারফরম্যান্স করছেন এসব নিয়ে হবে আলোচনা। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ভেল্যুও বেড়ে যাবে অনেক।

নতুন সংযোজন ইতালি লিগের ফুটবলার

তিন প্রবাসী ফুটবলার আগেই ছিলেন জাতীয় দলে। ডেনমার্কের জামাল ভূঁইয়া, ফিনল্যান্ডের তারিক রায়হান কাজী ও কানাডার সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানির সঙ্গে যোগ হয়েছিল ইংল্যান্ডের হামজা চৌধুরীর নাম। হ্যাভিয়ের ক্যাবরার তালিকায় নতুন প্রবাসী ফুটবলার হচ্ছেন ইতালি লিগের ফাহামেদুল ইসলাম। সিরি'এ' চতুর্থ বিভাগ লিগের ওলবিয়া কালসিও এফসিতে খেলেন ফেনীর এই তরুণ। তাঁকে নিয়ে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন ৫ প্রবাসী। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নামটি শেফিল্ড ইউনাইটেডের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হামজা দেওয়ান চৌধুরী।

এর আগেও বেশ কয়েকজন প্রবাসী ফুটবলার বাংলাদেশ দলে খেলার জন্য এসে ট্রায়াল দিয়েছিলেন। কয়েকজনের অভিষেকও হয়েছে। তবে ইতালি প্রবাসী কোনো ফুটবলার এবারই প্রথম ডাক পেলেন বাংলাদেশ দলের ক্যাম্পে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঢাকায় এসে তাঁর অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা।

সৌদিতে কন্ডিশনিং ক্যাম্প ও প্রস্তুতি ম্যাচ

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ সৌদি আরব ও কাতারের সঙ্গে। যে কোনো প্রতিযোগিতার আগে তাই বাফুফে ওই দুই দেশে জাতীয় দলকে কন্ডিশনিং ক্যাম্পের জন্য প্রেরণ করে। এবার এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশ কন্ডিশনিং ক্যাম্প করবে সৌদি আরবে। এই দেশটি এশিয়ান কাপ ২০২৭ এর আয়োজক।

ক্যাম্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ৩৮ ফুটবলারের নাম ঠিক করা হলেও মাঠের অনুশীলন শুরু হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম রাউন্ডের পর। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম রাউন্ড। তার পরই জাতীয় দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা নেমে পড়বেন অনুশীলনে।

প্রাথমিকভাবে যে সিদ্ধান্ত আছে তাতে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় ৫ দিন অনুশীলন করবে দল। তারপর ৫ মার্চ জাতীয় দলকে নিয়ে সৌদি আরব যাবেন কোচ। সবকিছু ঠিক থাকলে ফুটবল দল সৌদি আরব থেকে ফিরবে ১৭ বা ১৮ মার্চ। দুই দিনের মতো ঢাকায় অনুশীলন করে ফুটবল দলের শিলং যাওয়ার কথা আছে ২০ মার্চ। হামজা দুই-তিন আগে আসতে পারলে ঢাকায় ক্যাম্পে যোগ দেবেন। তা নাহলে তিনি সরাসরি ভারত যাবেন। সবকিছু নির্ভর করছে হামজার ক্লাবের ছাড়পত্র পাওয়ার ওপর। তবে যখনই তিনি ঢাকায় আসুন, দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সবচেয়ে বড় মুখ হামজা চৌধুরীকে বাফুফে সংবর্ধনা আয়োজন করবে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তেমন কোনো উদ্যোগও নেই বাফুফের। তবে সৌদিতে ক্যাম্প চলাকালীন সেখানকার ক্লাব দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলার ইচ্ছ আছে কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার। আবার যদি সেখানে অন্য কোনো দেশের ক্যাম্প থাকে, তাহলে সেই দেশের সঙ্গেও ম্যাচ খেলার চেষ্টা করবে বাফুফে। আগেও এমন করেছিল।

প্রাথমিক দলের ৩৮ জন

গোলরক্ষক: মিতুল মারমা (আবাহনী), সুজন হোসেন, সাকিব আল হাসান (মোহামেডান), আনিসুর রহমান জিকো, মেহেদি হাসান শ্রাবণ (বসুন্ধরা কিংস)।

রক্ষণভাগ: মুরাদ হাসান, শাকিল হোসেন, ইয়াসিন খান (আবাহনী), মেহেদি হাসান, শাকিল আহমেদ তপু, জাহিদ হাসান শান্ত (মোহামেডান), রহমত মিয়া, সুশান্ত ত্রিপুরা (ব্রাদার্স), ইসা ফয়সাল (পুলিশ এফসি), তাজ উদ্দিন (রহমতগঞ্জ), তারিক কাজী, তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন (বসুন্ধরা কিংস)।

মধ্যমাঠ : মোহাম্মদ হৃদয়, পাপন সিং (আবাহনী), সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি (পুলিশ এফসি), মো. সোহেল রানা, সোহেল রানা, চন্দন রায়, মজিবর রহমান জনি, শেখ মোরসালিন (বসুন্ধরা কিংস), জামাল ভূঁইয়া (ব্রাদার্স) ও হামজা চৌধুরী (শেফিল্ড ইউনাইটেড)।

আক্রমণভাগ : রাকিব হোসেন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাব্বি হোসেন রাহুল, রফিকুল ইসলাম (বসুন্ধরা কিংস), শাহরিয়ার ইমন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম (আবাহনী), আরিফ হোসেন (মোহামেডান), আল-আমিন (পুলিশ এফসি), পিয়াস আহমেদ নোভা (ফর্টিস এফসি), ফাহামেদুল ইসলাম (ওলিবিয়া কালসিও, ইতালি)।

গ্রুপিং

গ্রুপ 'এ' : তাজিকিস্তান, ফিলিপাইন, মালদ্বীপ, তিমুর লেস্তে।

গ্রুপ 'বি' : লেবানন, ইয়েমেন, ভুটান, ব্রুনাই।

গ্রুপ 'সি' : ভারত, হংকং, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ।

গ্রুপ 'ডি' : থাইল্যান্ড, তুর্কমেনিস্তান, চায়নিজ তাইপে, শ্রীলঙ্কা।

গ্রুপ 'ই' : সিরিয়া, আফগানিস্তান, মিয়ানমার, পাকিস্তান।

গ্রুপ 'এফ' : ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, নেপাল, লাওস।

বাংলাদেশের ম্যাচগুলো

২৫ মার্চ ২০২৫ : ভারত-বাংলাদেশ

১০ জুন ২০২৫ : বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর

৯ অক্টোবর ২০২৫ : বাংলাদেশ-হংকং

১৪ অক্টোবর ২০২৫ : হংকং-বাংলাদেশ

১৮ নভেম্বর : বাংলাদেশ-ভারত

৩১ মার্চ ২০২৬ : সিঙ্গাপুর-বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় ক্রিকেটে রাজশাহী চ্যাম্পিয়ন

মো. রেজাউল হক

শিরোপা জেতার পর ট্রফি নিয়ে রাজশাহীর খেলোয়াড়দের উল্লাস

ইয়ং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে রাজশাহী বিভাগ। চার দিনের ম্যাচের এই আসরে রানার্সআপ হয়েছে রংপুর বিভাগ। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অলআউটের আগে ২২৮ রান সংগ্রহ করে রংপুর। তোহাসিন সরকার তামিমের ব্যাট থেকে আসে সর্বাধিক ৬৭ রান, মুর্শিদ আলম সানি করেন ৫২ এবং সাব্বির ভূঁইয়া ৪৩ ও রাফাত আল রাফি ৪০ রানে আউট হন। রাজশাহীর হয়ে ফারহান সাদিক ৩২ রানে ৪টি এবং মাকনুন কবির ২১ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে ২৮৮ রানে থামে রাজশাহী অনূর্ধ্ব-১৮ দলের প্রথম ইনিংস। আহমেদ সালেকিন মুজতবা ৯৬ রানে আউট হয়ে ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি-বঞ্চিত হন। এ ছাড়া আহসান আল মুমিন ৪৭, এলমান হাবিব ৪৫ ও জিলানী ইসলাম ফারহান ৪৫ রান করেন। রংপুরের হয়ে ৬০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তৌফিক ইসলাম তিতাস, সাকলাইন মুশতাক ২ উইকেট নিতে খরচ করেন ৫১ রান। ৬০ রানে পিছিয়ে থাকা রংপুর বিভাগ দ্বিতীয় ইনিংসে সব কটি উইকেট হারিয়ে করতে পারে ২৫৩ রান। সাব্বির ভূঁইয়া ৭১, রাফাত আল রাফি ৬২ ও প্রত্যয় আলম ৪৩ রান করেন। রাজশাহীর আবদুর রহিম ৩টি এবং ২টি করে উইকেট দখল করেন নাহিদ মণ্ডল ও ফারহান সাদিক। চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য ১৯৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫২.৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে নোঙর করে রাজশাহী বিভাগ। শূন্য রানে প্রথম উইকেট পতনের পর জিলানি ইসলাম ফারহান (৬৮) ও এলমান হাবিবের (৫৩) জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় উইকেটে ১২০ রানের জুটিতে এগিয়ে যাওয়া রাজশাহী এরপর জটজলদি কয়েকটি উইকেট হারালেও ৮ নম্বরে নামা আহমেদ সালেকিন মুজতবার অপরাজিত ৩০ রানের সুবাদে জয় পেতে সমস্যায় পড়েনি। বল হাতে কোনো উইকেট না পেলেও ব্যাট হাতে ৯৬ ও হার না মানা ৩০ রানের মহামূল্যবান দুটি ইনিংসের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার জিতেন চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী বিভাগের আহমেদ সালেকিন মুজতবা।

এর আগে সেমিফাইনালে খুলনা বিভাগ অনূর্ধ্ব-১৮ দলের বিপক্ষে ২ উইকেটের নাটকীয় জয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে রাজশাহী বিভাগ। অন্য সেমিফাইনালে ঢাকা মেট্রোকে ১৪৬ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয় রংপুর অনূর্ধ্ব-১৮ দল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আয়োজনে ইয়ং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ২০২৪-২৫ মৌসুমের আসরে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল মোট ১০টি দল। 'এ' গ্রুপে ছিল রংপুর বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বিকেএসপি, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং 'বি' গ্রুপে রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা মেট্রো, সিলেট বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ। দুই গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় চারটি দল মোকাবিলা করে সেমিফাইনালে। ফাইনালসহ মোট ম্যাচ হয়েছে ২৩টি এবং টুর্নামেন্টে ভেন্যু ছিল ৪টি- বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম, রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়াম এবং কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ড।

৪১১ রান নিয়ে এবারের আসরে যুগ্মভাবে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়েছেন রংপুর বিভাগের দুই ব্যাটসম্যান তাহোসিন সরকার তামিম ও মোহাম্মদ রাফাত আল রাফি। তাহোসিন ১২ ইনিংসে সংগ্রহ করেছেন ৩৪.২৫ গড়ে ৪১১ রান, স্ট্রাইকরেট ৬৬.৬১, সর্বোচ্চ ৭৩। আর রাফাতের ৪১১ রানও ১২ ইনিংসে, গড় ৩৪.২৫, স্ট্রাইকরেট ৫১.১২, সর্বোচ্চ ৮৪। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯৬ রান (ইনিংস ১০, গড় ৪৪.০০, সর্বোচ্চ ৮৬) এসেছে রাজশাহী বিভাগের জিলানী ইসলাম ফারহানের ব্যাট থেকে। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১৬৩ রানের ইনিংস খেলেছেন খুলনা বিভাগের তূর্য সরকার এবং রাজশাহী বিভাগের এলহাম হাবিব করেছেন ১৪২ রান। বল হাতে সেরা সাফল্য পেয়েছেন আনোয়ার হোসেন। খুলনা বিভাগের এই বোলার সর্বোচ্চ ৩৫ উইকেট শিকার করেছেন ৯ ইনিংসে ১২.৫৪ গড়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯ উইকেট (ইনিংস ১১, গড় ১২.৬২) পেয়েছেন রাজশাহীর আবদুর রহিম। এক ইনিংসে ৭ উইকেট করে পেয়েছেন ৪ জন- রাজশাহীর শ্রাবণ, ঢাকা মেট্রোর রাফি সরকার, বিকেএসপির মোহাম্মদ আল সামি ও চট্টগ্রাম বিভাগের আশরাফুল ইসলাম।

ফাইনাল হেরে রানার্সআপ হয়েও খুশি রংপুর বিভাগের খেলোয়াড়রা

সুলতান খান দাবায় সাকলাইন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ

মোরসালিন আহমেদ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত দাবাড়ু মিয়া সুলতান খান আন্তর্জাতিক র‍্যাপিড দাবা টুর্নামেন্টে ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ৮ ম্যাচে ৭ জয় আর ১ ড্র নিয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সাকলাইন শিরোপা জয়ের মিশনে ফিদেমাস্টার মেহেদি হাসান পরাগ, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মাহতাব উদ্দিন আহমেদ রবিন, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. সাজিদুল হক, সানজিদা খানম মিতুল, মো. নূর মাহতাব নেহাল, ঐতিহ্য বড়ুয়া ও অনত চৌধুরীকে পরাজিত করেন। তবে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়ার সঙ্গে ড্র করেন। এদিকে ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রানারআপ লড়াই জমজমাট করে তোলেন চার দাবাড়ু। ফলে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় রানারআপ, ফিদেমাস্টার সুব্রত বিশ্বাস তৃতীয়, ফিদেমাস্টার নাইম হক চতুর্থ ও আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন পঞ্চম স্থান লাভ করেন। অপরদিকে ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম হয়েছেন যথাক্রমে আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া ও অনত চৌধুরী। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সার্বিক সহযোগিতায় ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন ৮ ফেব্রুয়ারি হাইকমিশন প্রাঙ্গণে এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। দিনব্যাপী টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এবং পাকিস্তান হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ। ৮ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, পাকিস্তান, রাশিয়া ও ইউসিসহ ৬টি দেশের ২১৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

ফাহাদ রহমান

এনামুল হোসেন রাজীব

ভিয়েতনামে পারলেন না ফাহাদ

গত বছরের মার্চে ভিয়েতনামে 'হ্যানয় গ্র্যান্ডমাস্টার্স-৩ টুর্নামেন্ট' থেকে আন্তর্জাতিকমাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার লক্ষ্যে 'প্রথম নর্ম' অর্জন করেছিলেন। শর্ত অনুযায়ী তাঁর আরও দু'টি নর্ম প্রয়োজন। 'দ্বিতীয় নর্ম' অর্জনের জন্য এবারও নতুন বছরের শুরুতে ভিয়েতনামে দু'টি টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভিসা পেতে বিলম্ব আর ফ্লাইট জটিলতায় বিলম্ব হওয়ায় 'হ্যানয় গ্র্যান্ডমাস্টার্স-১ টুর্নামেন্ট' মিস করেন। তাই তাঁকে 'হ্যানয় গ্র্যান্ডমাস্টার্স-২ টুর্নামেন্ট' দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল। কিন্তু এ টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েও শনির দশায় পড়েছিলেন। ফ্লাইট বিলম্ব হওয়ায় প্রথম রাউন্ড ধরতে পারেননি। পরে অবশ্য টুর্নামেন্টের এক ফাঁকে ম্যাচটি খেলতে হয়েছিল। সবকিছু মিলিয়ে ফাহাদ ময়দানি লড়াই ভালো করতে পারেননি। এর ফলে তাঁর পক্ষে এবার 'দ্বিতীয় নর্ম' পূরণ করে দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। গত ১০-১৫ জানুয়ারির এ টুর্নামেন্টে ফাহাদ ৯ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থানের জন্য টাই করে টাইব্রেকিংয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। তবে সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিকমাস্টার লিয়ানানগে রানিনদু দিলশান চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রবিন লিগ পদ্ধতিতে ফাহাদ ৯ ম্যাচে ২টি জয়, ৬টি ড্র ও ১টি ম্যাচ হেরে যান। নর্ম অর্জনের লক্ষ্যে ফাহাদ (২৪৩০) স্বাগতিক ভিয়েতনামের ফিদেমাস্টার দিনহ নহে কিয়েট (২৩৫৮) এবং ভারতের জানি কুশলকে (২৩১৯) পরাজিত করেন। তবে ফিলিপাইনের গ্র্যান্ডমাস্টার পল জন গোমেজ (২৪০৫), ভিয়েতনামের গ্র্যান্ডমাস্টার ত্রান তুয়ান মিন (২৪৩৭), ভিয়েতনামের গ্র্যান্ডমাস্টার নগুয়েন ভান হাই (২৩৭২), দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার লি জুন হাইয়ক (২৪৩৮), ভিয়েতনামের আন্তর্জাতিকমাস্টার দাও খোয়াং দাই (২৪১০) ও শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিকমাস্টার লিয়ানানগে রানিনদু দিলশানের (২৩৯৭) সঙ্গে ড্র করেন। অতিরিক্ত ড্রয়ের ফলেই নর্ম অর্জন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি শুধু ইন্দোনেশিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার সেতিয়াকি আজারিয়া জোদির (২৪১৭) কাছে হেরে যান। উল্লেখ্য ফাহাদ ২০১৩ সালে 'ফিদেমাস্টার' খেতাব অর্জন করেন। এরপর ২০১৯ সালে ঢাকায় এশিয়ান ৩.২ জোন দাবা টুর্নামেন্টে শিরোপা জয়ের মাধ্যমে সরাসরি 'আন্তর্জাতিকমাস্টার' খেতাব লাভ করেন। তাঁর ভবিষৎ লক্ষ্য 'গ্র্যান্ডমাস্টার' খেতাব অর্জন করা। সেই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রথম নর্ম অর্জন করেছেন। ১৮ ম্যাচে তাঁর আরো দু'টি নর্ম এবং ২৫০০ রেটিং পাওয়া সাপেক্ষে কাঙ্ক্ষিত খেতাব লাভ করবেন।

দেশান্তরি হলেন গ্র্যান্ডমাস্টার রাজিব

এক এক করে দেশের গ্র্যান্ডমাস্টাররা চৌষট্টি খোপের দাবার জমিন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। 'হারাধনের দশটি ছেলে' কাহিনির মতো দাবায়ও একই দশা হয়েছে। পাঁচ গ্র্যান্ডমাস্টারের মধ্যে গত বছরের জুলাই মাসে প্রয়াত হয়েছেন জিয়াউর রহমান। রইল বাকি চার। এই চারের মধ্যে মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব বলতে গেলে খেলা ছেড়েই দিয়েছেন। এখন রইল বাকি তিন। কিন্তু এই তিনের মধ্যে চাকরির ব্যস্ততায় সময় পান না রিফাত বিন সাত্তার। বছরে সেভাবে তাঁকে বোর্ডে দেখা যায় না। বাকি রইল দুই। এই দুইই ছিল ঘরোয়া দাবার ভরসা। কিন্তু নিয়াজ মোরশেদ খেলায় ততটা সিরিয়াস নন! বাকি রইল এক। এই একই ছিল বর্তমান সময়ে সবচেয়ে অ্যাকটিভ গ্র্যান্ডমাস্টার। কিন্তু সেই এনামুল হোসেন রাজীব দেশান্তরি হলেন পারিবারিক কারণে। তাঁর সহধর্মিণী মুনতাহা রুম্মন অর্থি ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ওপর এমফিল করতে এক বছরের জন্য লন্ডনের পোর্টসমাউথে গেছেন। সঙ্গে গেছেন রাজীবও। এখন এ গ্র্যান্ডমাস্টারকে দেশের দাবায় কতটা পাওয়া যাবে বলা মুস্কিল। এর ফলে জাতীয় দল যেমন নড়বড়ে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমননি তাঁর কাছে যেসব উদীয়মান দাবাড়ুরা প্রশিক্ষণ দিতেন, সেই সার্ভিসও পাবে না দেশ। হয়ত অনলাইনে কোচিং দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দেশের হয়ে তাঁকে বোর্ডে পাওয়া দুস্কর। তারপরও দেশের স্বার্থে, দাবার স্বার্থে সময় বের করে খেলার চেষ্টা করবেন রাজীব।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?

ওমর ফারুক রুবেল

মনোমালিন্যের শুরু গত বছরের সেপ্টেম্বরে। যার বিস্ফোরণ ঘটল ৩০ জানুয়ারি। অনেক জল গড়িয়েছে যমুনায়। কিন্তু মেয়েদের ফুটবলে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা খোদ বাফুফের কর্মকর্তারাও বুঝতে পারছেন না। সাফ জিতে যাঁরা ট্রফি নিয়ে হুডখোলা বাসে করে দেশবাসীর অভিনন্দনের জবাব দিলেন, তিন মাসের মাথায় তাঁরাই আজ অনাহূত। ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলার যেমন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন শিরোপাজয়ী সিনিয়রদের কাছ থেকে, তেমনি ঢোক গিলে ফেলেছেন অক্টোবরে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা বাফুফের কর্তা ব্যক্তিরাও। উল্টো এখন ক্যারিয়ার শঙ্কাতেই ভুগছেন দেশের সিনিয়র নারী ফুটবলাররা। সাবিনা খাতুনরা 'একুশে পদক' জিতলেও মন গলছে না বাফুফের কর্তাদের। তাই ফুটবলপ্রেমীরা ভালো কোনো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকলেও বাফুফে তাদের বিপক্ষে।

বাটলারের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ

ফুটবল দলে কোচই সর্বেসর্বা। সেটা মাঠের অনুশীলনে কিংবা খেলাতে। বিশ্বসেরা ফুটবলার নেইমার কোন বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরতে গেলেন, মেসি কখন বান্ধবী রোকজ্জু ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন– তা কি কখনো কোচকে জিজ্ঞাসা করেন? না কি তাঁরা জানতে চান? কিংবা তাঁরা কি এ নিয়ে কখনো খোটা দেন? ব্যতিক্রম ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলার। কখন মেয়েরা কফি হাউসে কফি খেতে গেলেন, কে কখন রিফ্রেশিংয়ে গেলেন, তা নিয়েও না কি খোটা দিতেন বাটলার। এটা নিয়েই তিক্ততার শুরু গুরু শিষ্যের।

শুরুটা নেপালের সাফ থেকেই

সাফে ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলারের অধীনে খেললেও সাবিনারা পরামর্শের জন্য নিয়মিত কথা বলতেন সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনের সঙ্গে। এটাই কাল হয়েছে তাদের জন্য। নতুন কোচ পিটার এটা মানতে পারছেন না। তাই তিনি সিনিয়রদের দেখতে পারেন না। পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতলেই সেমিফাইনাল, এমন ম্যাচেও তিনি একাদশে রাখেননি দলের চার সিনিয়র খেলোয়াড় কৃষ্ণারানী, মারিয়া মান্দা, মাসুরা পারভীন ও সানজিদা আক্তারদের। তবে কি দলে সিনিয়র-জুনিয়র বিভাজন তৈরি করেছেন তিনি? নেপালের হোটেল লবিতে দাঁড়িয়ে মনিকা চাকমা বলেছিলেন, 'আসলে আমাদের প্রধান কোচ (পিটার) মারিয়া, মাসুরা আপু, কৃষ্ণাদিদের পছন্দ করেন না। তাঁদের নামাবেন না তিনি। আমরা সিনিয়র খেলোয়াড়রা তাঁকে বলেছিলাম, কেন নামাচ্ছেন না? দলের জন্য তাঁদের প্রয়োজন। আমরা যদি জিততে চাই, তাহলে তাঁদের অবশ্যই দরকার। এই কথাগুলো বলেছিলাম আমরা সিনিয়র কয়েকজন। এরপরও কোচ আমাদের কথা শোনেননি'। সেখানেই শুরু দ্বন্দ্বের।

কোচের বিরুদ্ধে সাবিনাদের যত অভিযোগ

সাবিনা, সানজিদাদের এই বিদ্রোহী ফুটবলারের দল গত ৩০ জানুয়ারি ৩ পৃষ্ঠার লিখিত বিবৃতি দেন সাংবাদিকদের। তিন পৃষ্ঠার লিখিত বিবৃতিতে বডি শেমিং থেকে শুরু করে বৈষম্য, মানুষ হিসেবে ছোট করে দেখা, গালাগালি, মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা কোচের বিরুদ্ধে। ফুটবলাররা লিখেছেন, মাঠ ও মাঠের বাইরে কোচ তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, 'আমাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। দলের অভ্যন্তরে খেলোয়াড়দের মধ্যে সিনিয়র-জুনিয়রের কথা বলে বিভাজনের সৃষ্টি করেছেন। মেয়েদের পোশাক-আশাক নিয়ে কথা বলতে ছাড়েননি। বডি শেমিংও করেছেন। মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেন, বাজে মন্তব্য করেন কোচ'। শুধু তা-ই নয়, পিটার বাটলারের

বিরুদ্ধে গালিগালাজের অভিযোগও তুলেছেন ফুটবলাররা, 'পিটারের কাছ থেকে আমাদের অনেক গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। আমাদের মানসিক হয়রানি এবং উৎপীড়নের একাধিক ঘটনা ঘটিয়েছেন কোচ। তাঁর কারণে ক্যাম্পে একটি আতঙ্ক বিরাজ করছে। খেলোয়াড়রাও তাতে ভীষণ অসম্মানিত এবং হতাশার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন'।

বাফুফের নিক্তি ঝুঁকে আছে কোচের দিকেই

সাফের পর থেকেই ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলারের অধীনে আর না খেলার কথা বলে আসছেন সাবিনা খাতুনসহ সিনিয়র ফুটবলাররা। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি বাফুফে কর্তারা। বরং ইগো ধরে রাখতে মহিলা উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণের পরামর্শে এই ইংলিশ কোচের সঙ্গে আরও দুই বছরের চুক্তি করে বাফুফে। যদিও মেয়েদের সঙ্গে মেয়াদ ফুরালেও সেই চুক্তি আর করেননি কর্তারা। এ ছাড়া সাফে শিরোপা জেতার পর দেড় কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করলেও তা এখনো দেওয়া হয়নি সাবিনাদের। ৩১ জানুয়ারি বাটলারের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনুশীলন ত্যাগ করেন সাবিনা খাতুনসহ ১৮ জন সিনিয়র ফুটবলার। জেদ কম নয় কোচেরও। সেই ১৮ জনকে নিজের দেমাগ থেকেই আউট করে দেন তিনি। মানে নিজের তালিকা থেকে আগেভাগেই সাবিনাদের মাইনাস করে নতুনদের নিয়ে দল গঠন করে ফেলেন। বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়ালের অনুরোধেও অনুশীলনে যাননি সাবিনারা।

কোচের অযাচিত মন্তব্য

সাবিনাদের বিদ্রোহের পর ধৈর্যধারণ না করে একের পর এক অযাচিত মন্তব্য করে যাচ্ছেন পিটার। কখনো বলছেন, 'হয় ওরা থাকবে নয় আমি'। আবার কখনো বলছেন, 'নতুন ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্কোয়াড গড়ব'। বাফুফের শীর্ষ কর্তারা কোনো সমাধান না দিলেও এভাবেই একের পর এক মন্তব্য করে সমাধান নিজেই দিয়ে দিচ্ছেন কোচ, যা কারও কাছে কাম্য নয়।

ভবিষ্যৎ কী?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এক দুর্বিষহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সাবিনাসহ কয়েকজনের জন্য। কারণ, কঠোর অবস্থানে কোচ পিটার বাটলার ও বাফুফের কর্তারাও। কী সিদ্ধান্ত আসতে পারে সাবিনাদের জন্য? কেউ বলছেন, অধিক সিনিয়র কজন ফুটবলারকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হতে পারে। বাকিরা কি তাহলে অনুশীলনে ফিরবেন, না কি তাঁরাও ছুটিতে চলে যাবেন। কেউ বলছেন, বিদ্রোহী ১৮ জনের কারও সঙ্গেই নতুন করে চুক্তি করবে না বাফুফে। চুক্তি হবে নতুনদের সঙ্গে। ইতোমধ্যে ৩৬ জনের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এতে করে কি কোনো সমাধান হবে? না কি সিনিয়র ফুটবলার বনাম কোচ ও বাফুফে ত্রিমুখী কোন্দলে শেষ হয়ে যাবে সাফল্যের ঝুড়ি পূর্ণ করা দেশের অবারিত সম্ভাবনাময় নারী ফুটবলার। না কি আসবে কোনো সমাধান। কবে? এই দ্বন্দ্ব আর অমানিশার ঘোর কেটে রাত কবে পোহাবে?

সাবেক অ্যাথলেট আব্দুল খালেকের ইন্তেকাল

সাবেক ক্রীড়াবিদ, কোচ ও বিকেএসপির উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আব্দুল খালেক রাজধানীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। গত কয়েক বছর যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। মুন্সীগঞ্জে ১৯৫১ সালের ৭ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৯৬৭ সালে স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তাঁকে অ্যাথলেট হিসেবে দলভুক্ত করে টিঅ্যান্ডটি। ১৯৬৯ সালে ইস্ট পাকিস্তান জাতীয় অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানব হন আবদুল খালেক। ১৯৭১ সালে তিনি অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতার পর জাতীয় অ্যাথলেটিকসে সাফল্য দেখিয়ে সর্বশেষ অংশ নেন ১৯৭৭ সালে। ১৯৬৭ সাল থেকে অ্যাথলেট প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতের পাতিয়ালা থেকে অ্যাথলেটিকসে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। এরপর তিনি বিটিএমসির কোচ ও সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে ভারতের পাতিয়ালা থেকে আইএএএফ ডিপ্লোমা লাভ করেন। একই বছর কুয়েতে আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে ইরানে এশিয়ান ইনডোর ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে এবং পাকিস্তানের ইসলামাবাদে সাফ গেমসে যোগ দেন। কাবাডির পাশাপাশি ভলিবল লিগেও খেলেছেন। ১৯৮৮ সালে বিটিএমসির চাকরি ছেড়ে ১৯৮৯ সালে বিকেএসপিতে চিফ কোচ হিসেবে যোগ দেন। তিনি এক মেয়ে ও এক ছেলের জনক। ৮ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন তিনি। ভাইদের মধ্যে আবু তালেব, আবদুর রহিম নঈম, আবু বকর সিদ্দিক অ্যাথলেট ছিলেন।

ব্যাটিং ব্যর্থতায়ই বিজয়াভিযান ব্যাহত

আশরাফ উদ্দিন খান

ক্রিকেটের মনোহারিত্ব আজ দিকে দিকে স্বীকৃত। খেলাধুলা মানুষের চিত্তের খোরাক। তাই ক্রিকেটের আবেদন এখন সর্বশ্রেণির, সব বয়সী, সব ধর্ম বা বর্ণের মানুষের কাছে সমান আদরণীয়।

আমাদের আজকের আলোচনা সম্প্রতি অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বিষয়। বয়সভিত্তিক অনুষ্ঠানে আমাদের ছেলেরা বা মেয়েরা ইতিপূর্বে অনেক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বিশেষ করে ফুটবল এবং ক্রিকেটে। তাই মালয়েশিয়ার মাঠে আমাদের মেয়েরা প্রত্যাশিত একটা ফলাফল উপহার দেবে–এমন আশা সবার মধ্যেই ছিল। বিশেষ করে, প্রস্তুতি ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর এ প্রত্যাশার শিকড় ভালোভাবেই গেড়ে বসে। ক্রিকেটাঙ্গনে আমরা শীর্ষ সারির দল নই, দাবিও করি না; তবু যেহেতু বন্ধুপ্রতীম দেশের মাটিতে খেলাটির আয়োজন, তাই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সামান্য হলেও তা অস্বাভাবিক ছিল না।

ক্রিকেটের সাফল্য মূলত: নির্ভর করে সর্বদিক দিয়ে নিপুণ এবং অভ্রান্ত পারঙ্গমতা প্রদর্শনের ওপর। প্রাণীদেহের তিনটি অংশের মতোই এরও তিনটি মূল দপ্তর আছে। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং। তার সঙ্গে আছে দল চালনা, সুসংবদ্ধতা, এবং আত্মনিবেশের দিক। এর একটির ব্যত্যয় ঘটলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। একটা ভিন্নধর্মী উদাহরণ টানা যেতে পারে, ১৯২২ সালে ভাসমান বরফখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে বিশালাকার টাইটানিক, (যার ওজন ছিল ৪৬,৩০০ টন) ডুবে যায়। নির্মাতাদের ঘোষণায় এই অর্নব পোতটি ছিল অমর ও অক্ষয়। কিন্তু শিলার আঘাতে একটি অংশ দিয়ে পানি ঢুকে যায়। যার ফলে নিমজ্জিত জাহাজের ২২২৪ জন যাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭১১ জন বিশেষ ব্যবস্থায় জীবন পান। ক্রিকেটেও একটি মাত্র অংশে ফাটল ধরলে সামগ্রিকভাবেই পতন ঘটে। এমন কি একটি মাত্র ক্যাচ মিস হলে কিংবা শুধুমাত্র একটি সহজ রান আউট করতে ব্যর্থ হলেও দলের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। আজকের যুগে এ নিয়ে বেশি আলোচলা করা বাতুলতা মাত্র; কারণ, দূর দর্শনের বদান্যতায় জগতের সবশ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে ক্রীড়ানুরাগীরা অহরহই এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। ক্রিকেট মহা-অনিশ্চয়তার খেলা। তাই এর প্রতি ক্রীড়ানুরাগীদের এত অমোঘ আকর্ষণ বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে মাঝারি শক্তিধর দেশ বা দলের কাছে অধিকতর শক্তিশালীর অহরহ পরাজয় ঘটেছে। অবশ্য এটা সম্ভব হয় কমশক্তির খেলোয়াড়দের মধ্যে যদি 'ডু অর ডাই' মনোভাব বিদ্যমান থাকে।

এবারের বিশ্বকাপে প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা ছিল ষোল। এর মধ্যে এশিয়ার ছয়টি দেশ। চারটি গ্রুপে বিভক্ত অন্য দশটির মধ্যে 'ইউরোপের তিন, ওসেনিয়ার দুই, আফ্রিকার তিন, সামমোয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ অংশ নেয়। হিসাব মতে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর দেশের সংখ্যা চার-পাঁচটির বেশি ছিল না, তাই সেমিফাইনালে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা খুব অবাস্তবও ছিল না। খেলোয়াড়দের প্রচেষ্টারও কমতি দেখা যায়নি। শুধু একটি দিক ছাড়া। তবু হচ্ছে ব্যাটিং দীনতা।

আমাদের 'ডি' গ্রুপে ছিল অন্য তিনটি দেশ। অস্ট্রেলিয়া, নেপাল ও স্কটল্যান্ড। শেষের দুটি দলের অপেক্ষা আমরা নির্দিধায় বেশি শক্তিশালী। তাই দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু তিনটি খেলায়ই ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট দৈন্য চোখে পড়েছে। প্রথম খেলায় নেপাল আগে ব্যাট করে মাত্র বায়ান্ন রান করে তাঁবুতে ফিরে যায়। জয়ের জন্য প্রয়োজন তিপ্পান্ন রান। এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে কোন উইকেট হারানোর কথা নয়। কিন্তু এই পথটুকু পার হতেই আমাদের পাঁচজন মেয়েকেই বিদায় নিতে হয়। সাদিয়া (১৬) ও সুমাইয়া (১২ ছাড়া আর কেউ দশের সীমানা পার হতে পারেনি। যদি জান্নাতুল মাওয়া (১১/২) আনিসা (৬/১) ছোঁয়া (৭/১) ও নিশীথা (১৩/১) ভালো বল না ছুড়তেন তবে কী হতো তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে। তৃপ্তির কথা এই, আমাদের মেয়েরা অসাধারণ ফিল্ডিং নৈপুণ্য দেখান নেপালের পাঁচজন মেয়েকেই তাঁরা রান আউট করে বিদায় করতে সমর্থ হয়েছেন।

পরের খেলা অুস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'অধিক শক্তিশালী ক্রিকেট দেশ। হারাটা অস্বাভাবিক নং। কিন্তু শতরানের আগেই (৯১/৯) ইনিংস শেষ করার ক্ষেত্রে কিছু মাত্র গৌরবের পরিচয় ছিল না। এখানেও ছিল ব্যাটিং বিপর্যয় কিন্তু বোলিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা দারুণ নৈপুণ্য দেখান। অস্ট্রেলিয়াকে লক্ষ্যমাত্রা (৯২) পৌঁছতে তাদের আটজনকে বিদায় নিতে হয়। ছিয়াশি রানে আট উইকেটের পতন ঘটলে একপর্যায়ে ফলাফল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আমাদের 'ব্যাটস উইমেন'দের মাঝে আফিয়ার রান (২৯) ছিল কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে এ বোলিংয়ে ছোঁয়া (১৫/৩) ও জান্নাতুল মাওয়া (১৫/৩)-এর অবদান কিছুটা হলেও বাংলাদেশি দরে জন্য ছিল সান্ত্বনার উপাদান।

গ্রুপের শেষ খেলায় প্রতিপক্ষ ছিল স্কটল্যান্ড। দেশটি ইউরোপের অংশ হলেও ক্রিকেটে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী নয়। তবু এদের বিপক্ষে ১২১ রানের ঊর্ধ্বে উঠা আমাদের মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশ ওভারের খেলায় এই রান জেতার মতো নয় তবু বোলার-ফিল্ডারদের প্রচেষ্টার ফলে বিজয় এসেছে। ব্যাটিংয়ে সুমাইয়া ২৮ ও বোলিং-এ আনিশা (২৫/৪) এ দিন ভালো খেলেছেন।

দুইটি জয় পাথেয় করে আমাদের মেয়েরা দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছতে সক্ষম হন। প্রতিপক্ষ ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত আমাদের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী।

এই টুর্নামেন্টে তারা শ্রেষ্ঠ দল। এবারের আসরে চূড়ান্ত খেলায় তারা প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ (নয়) উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। কাজেই তাদের বিপক্ষে জয় পাওয়া রীতিমতো দুষ্কর। জয় হয়ওনি। বরং বরণ করতে হয়েছে বিশাল ব্যবধানে পরাজয়। এটা সম্ভব হয়েছে– অস্বাভাবিক ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণেই। আমাদের সংগৃহীত আট উইকেট হারিয়ে চৌষট্টি রানের সীমানা ভারতীয় দল মাত্র ৪৩ বলে পার হন। তারা দুই উইকেটের বিনিময়ে করেন ৬৬ রান। আমাদের সুমাইয়া (২১) এবং জান্নাতুল মাওয়া (১৪) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের সীমানা পার হতে পারেননি। এই ধরনের ব্যাটিং শক্তি নিয়ে কোনো টুর্নামেন্ট জয় করা খুব কঠিন। অবশ্য নিয়মরক্ষার শেষ খেলায় ডি,এল, মেথডে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা দর্শকদের কিছুটা সান্ত্বনার খোরাক জোগান। শেষ খেলায় দ্বীপপুঞ্জের মেয়েরা ১৩ ওভারে ছয় উইকেটে মাত্র, চুয়ান্ন রান তুলেন। এই রান তুলতে আমাদের দুই ওপেনারের ৫৩ বল খেলতে হয়। ওপেনিংয়ে ছিলেন ফাহিমা ছোঁয়া এবং জুয়াইরিয়া। এ দিন ব্যাটিংয়ে কিছুটা ভালো করলেও ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। গোটা টুর্নামেন্টের পাঁচটি খেলার মধ্যে তিনটিতে জয় এসেছে। বোলিং-ফিল্ডিংয়ে ভালো করলেও প্রথম চারটি খেলার ব্যাটিং ব্যর্থতার কালো দাগ ব্লটিং পেপারে মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে যুক্তির খাতিরে একটি কথা স্বীকার করতে হয় যে আমাদের ব্যাটস উইমেনরা মূল প্রতিযোগিতায় যতটা খারাপ করেছেন, প্রকৃত চিত্রে তারা অতটা দুর্বল নন। শেষ খেলায় এর সত্যতার পক্ষে সমর্থনই কথা বলে। প্রশ্ন জাগে, এটা কেন ঘটল। অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের কাছে হারাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই বলে ৯১/৯, এবং ৬৪/৮ রানের ইনিংসও মেনে নেওয়া যায় না। কর্মকর্তারা এবং ব্যবস্থাপকদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেও সান্ত্বনামূলক জবাব পাওয়া যাবে না। বলতে হয়, 'যা গেছে তা যাক' এবং 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়'। আজকের অনূর্ধ্ব-১৯ আগামী চার-পাঁচ বছর পর জাতীয় দলের সম্পদ হবেন।

মালয়েশিয়ার এই টুর্নামেন্ট যেন আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় হয়। যেখানে ছিদ্র আছে তার জোড়াতালি নয়, প্রয়োজনে গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করতে হবে। সামনে আরও বয়সভিত্তিক খেলা আছে। এবারের ভুল যেন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, সেই প্রত্যাশায়ই সবার।

ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থার অভিপ্রায় হচ্ছে, খেলাটিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া। ক্রমেই এর প্রসার ঘটছে। বলতে গেলে এশিয়া মহাদেশেও মেয়েদের ক্রিকেট ঢুকে পড়েছে। সবাই তো আর আফগান-তালেবান নয়, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এশিয়া তথা বিশ্বময়ী এই খেলার আনাগোনা চলবে এবং প্রসারতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই পথে আমাদেরও সামনে এগোতে হবে। নিরাশ বা পথ হারাবার কোনো সুযোগ নেই। প্রয়োজনে মেয়েদের মধ্যেও বিপিএলের মতো প্রতিযোগিতা চালু করতে হবে। বয়সভিত্তিক-ই হোক বা জাতীয় ভিত্তিতেই হোক, একে উপেক্ষা করা যাবে না। স্পন্সর কিংবা ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সাড়া না পাওয়া গেলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাই এর প্রচলন হওয়া প্রয়োজন। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে কর্তৃপক্ষ সামনে এগিয়ে যাবে বলেই আশা রাখছি।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

বাংলাদেশ : সাফল্যের পুনরাবৃত্তি কি সম্ভব হবে?

মো. মনির উদ্দিন

এখনকার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল নির্ধারিত হলে বাংলাদেশের খেলার সুযোগই থাকত না। কারণ, সবশেষ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর এই সংস্করণে ৯ নম্বরে ছিটকে পড়েছে লাল-সবুজ বাহিনী। আয়োজক পাকিস্তানসহ গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা সাতটি দল এবারের আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে 'টাইমড আউট' করার ম্যাচটি জয়ের কারণেই মূলত পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির টিকিট কেটেছে বাংলাদেশ।

এটি এমনই একটা টুর্নামেন্ট, যেটির জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে এবং যে আসরেই রচিত হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের সেরা গল্পগুলোর একটি। ২০১৭ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে আয়োজিত সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনাল খেলেছিল

বাংলাদেশের কোচ ফিল সিমন্স

টাইগাররা যা কোনো বৈশ্বিক আসরে বাংলাদেশের সেরা সাফল্য। এবার কী ওই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব হবে? বাস্তবতা জানাচ্ছে, আশা আছে তবে ভরসা নেই! একে তো পড়েছে কঠিন গ্রুপে, তারওপর ওয়ানডেতে দুঃস্বপ্নের মতো সময় কাটাচ্ছে বাংলাদেশ।

টুর্নামেন্টে 'এ' গ্রুপে পড়া বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। ভারত 'টপ' ও হট ফেবারিট! আর পাকিস্তান ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ও স্বাগতিক। সম্ভাব্যতার বিচারে এই দুই দলের মধ্যকার কোনো দলের হাতেই শিরোপা ওঠার সম্ভাবনা বেশি। তার মানে মহা অঘটন না ঘটলে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বেজে যাওয়া এক প্রকার নিশ্চিত। কোনোভাবে গত আসরের মতো যদি নিউজিল্যান্ডকে হারানো যায়, তাহলেই মিলতে পারে 'সান্ত্বনা'। আর বাংলাদেশ এই সংস্করণে রয়েছে সবচেয়ে বাজে অবস্থায়। আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ দুটি ওডিআই সিরিজ হেরে যাওয়া টাইগাররা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে রাতারাতি ঘুরে দাঁড়াবে ভাবাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না!

আশার কথা হলো, যে স্কোয়াড নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে গেছে বাংলাদেশ, ওই দলের বেশির ভাগ সদস্যই এবারের বিপিএলে ভালো খেলেছেন। যেহেতু অনেক দিন ধরে ওয়ানডের বাইরে বাংলাদেশ, তাই সাদা বলের ক্রিকেটে অনুশীলনে ঘাটতি রয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে বিপিএলের পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। ব্যাটিংয়ে ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন ও তাওহিদ হৃদয়রা দুর্দান্ত খেলেছেন। বোলিংয়ে তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিদ তামিম ও নাসুম আহমেদ ভালো নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। আর মেহেদী হাসান মিরাজ তো অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কারই জিতেছেন। ব্যাটিংয়ে ফ্লপের তালিকার শীর্ষে রয়েছে জাকের আলী অনিক ও মুশফিকুর রহিমের নাম।

*** বাংলাদেশ দল :** নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সৌম্য সরকার, তাওহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, জাকের আলী অনিক, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও পারভেজ হোসেন ইমন।

পর্দার পেছনে যিনি : ফিল সিমন্স

চন্ডিকা হাথুরুসিংহের পর বাংলাদেশের প্রধান কোচের পদে আসীন হয়েছেন ফিল সিমন্স। ৬১ বছর বয়সী এই সাবেক ক্যারিবীয় অলরাউন্ডারের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি এবারের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ২৬ টেস্ট ও ১৪৩ ওয়ানডেতে প্রতিনিধিত্ব করা সিমন্সের পরিসংখ্যান সাদামাটা হলেও কোচ হিসেবে দারুণ সমৃদ্ধ তাঁর বায়োডাটা। হারারের একটি একাডেমিতে শুরু তাঁর কোচিং ক্যারিয়ার। ২০০৪ সালে জিম্বাবুয়ের প্রধান কোচের দায়িত্ব পান। পরের বছর বরখাস্ত হওয়ার পর ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষে সিমন্স আয়ারল্যান্ডের কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন। আইরিশ-অধ্যায় শেষে একই বছরের মার্চে নিজ দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের দায়িত্ব নেন তিনি এবং পরের বছর (২০১৬) প্রথম দল হিসেবে দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ক্যারিবীয়রা। এরপর আফগানিস্তান দলের প্রথমে ব্যাটিং কোচ হওয়ার পর ২০১৭ সালে পদোন্নতি পান প্রধান কোচ হিসেবে। ২০১৯ সালে আবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচের পদে ফেরা সিমন্স ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ছেড়ে দেন। বাংলাদেশের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তাঁর সবশেষ জাতীয় দল ছিল পাপুয়া নিউগিনি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ...

* ১৯৯৮ : অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি
* ২০০০ : প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০২ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৪ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৬ : বাছাইপর্বে বিদায়
* ২০০৯ : অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি
* ২০১৩ : অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি
* ২০১৭ : সেমিফাইনালে বিদায়

*** পরিসংখ্যান :** ৫ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-১২, জয়-২, পরাজয়-৯, টাই-০, ফলহীন-১, জয়ের হার-১৮.১৮%)

ভারত ক্রিকেট দল

ভারত : তৃতীয় শিরোপার সন্ধানে অভিযান

মো.রেজাউল হক

২০১৩ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ইংল্যান্ডকে নাটকীয়ভাবে ৫ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছিল ভারত। এর আগে ফাইনাল ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ২০০২ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। ২০১৭ সালে সবশেষ আসরে পাকিস্তানের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এবার তৃতীয়বার শেষ হাসি হাসার মিশনে নামবে ভারতীয় দল। পারবে তো? ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্সআপ হওয়া ভারত গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ওপরই ভরসা রেখেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য শক্তিশালী দল সাজিয়েছে ভারত। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে দলে চোটগ্রস্থ যশপ্রীত বুমরাকে রাখা হলেও পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় অভিজ্ঞ এই পেসারের টুর্নামেন্টে খেলা নিশ্চিত নয়। উল্লেখ্য, চোটের কারণে গত দুই বছরেও বেশ ভুগেছেন ভারতীয় এই ডানহাতি পেসার। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও বুমরাহকে পায়নি ভারত। চোটের কারণে এক বছরের বেশি সময় বাইরে থাকার পর দলে ফিরেছেন ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ শামি। অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ টেস্ট থেকে রোহিত শর্মা সরে দাঁড়ানোর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা। অবশ্য তাঁকে অধিনায়ক করে দল সাজিয়ে সেসব আলোচনার ইতি টেনে দিয়েছেন ভারতের নির্বাচকরা। সহঅধিনায়ক করা হয়েছে শুবমান গিলকে। এখনো ওয়ানডে খেলেননি, দলে এমন খেলোয়াড় একজনই- যশস্বী জয়সোয়াল। তরুণ এই মারকুটে ব্যাটসম্যান টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে সামর্থ্যের ঝলক দেখিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন আগেই। দলে উইকেটকিপার আছেন দু'জন- লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্ত। অলরাউন্ডার আছেন ৪ জন। ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল ও রবীন্দ্র জাদেজা- এই ৩ জন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডারের সঙ্গে রাখা হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে। ব্যাটিং বিভাগ থাকবে যথারীতি রোহিত শর্মা ও অভিজ্ঞ বিরাট কোহলির নেতৃত্বে। থাকছেন শ্রেয়াস আইয়ারও। কুঁচকির চোট কাটিয়ে ফিরেছেন বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। অভিজ্ঞ পেসার মোহাম্মদ সিরাজের জায়গা না হলেও ডাক পেয়েছেন এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে সর্বোচ্চ ২০ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিং, যিনি গত বছর ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর জানিয়েছেন, উইকেট পড়লেও কমবে না রান তোলার গতি, লক্ষ্য ২৫০ রান। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও টি-টোয়েন্টির এই মেজাজ নিয়ে খেলতে নামবেন ভারতীয়রা।

*** ভারত দল :** রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুবমান গিল (সহ-অধিনায়ক), শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ শামি, আর্শদীপ সিং, যশস্বী জয়সোয়াল, ঋষভ পন্ত ও রবীন্দ্র জাদেজা।

পর্দার পেছনে যিনি : গৌতম গম্ভীর

গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতের প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান রাহুল দ্রাবিড় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন গৌতম গম্ভীর। বিশ্বকাপ চলাকালীন দ্রাবিড়ের বিকল্প খোঁজার কাজ শুরু করেছিল বিসিসিআই। ভারতের কোচ হতে চেয়ে গম্ভীরের সঙ্গে আবেদন করেছিলেন ডব্লু ভি রমণও। শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ওপেনার গম্ভীরের হাতেই সাড়ে তিন বছরের জন্য তিন সংস্করণে তুলে দেওয়া হয় ভারতের নতুন প্রধান কোচের গুরুভার।

৪৩ বছর বয়সী গৌতম গম্ভীর ২০২৩ সালের নভেম্বরে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগদানের আগে ২০২২ আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন গম্ভীর। মাঠের ক্রিকেটের পাঠ চুকানোর পর এটুকুই কেবল তাঁর কোচিং অভিজ্ঞতা। তবে খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছে গর্ব করার মতো ক্যারিয়ার। ভারতের হয়ে ৫৮ টেস্ট, ১৪৭ ওয়ানডে ও ৩৭ টি-টোয়েন্টি খেলা গম্ভীর ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ ওয়ানডে

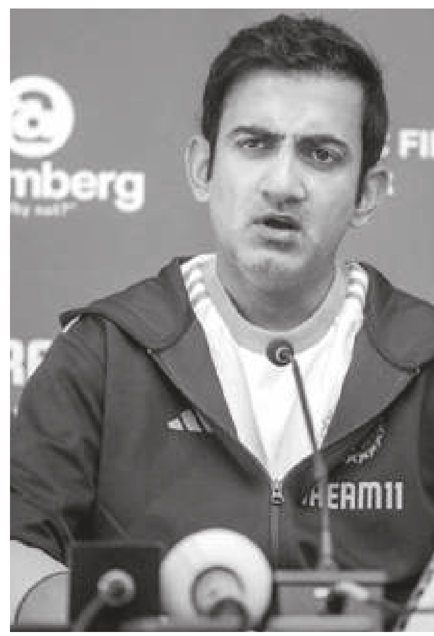

ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর

বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। দুই সংস্করণের দুই ফাইনালেই ভারতের ইনিংসে তিনি করেছিলেন সর্বোচ্চ রান। সাবেক বাঁহাতি এই ওপেনার কলকাতার অধিনায়ক হিসেবে ২০১২ ও ২০১৪ আইপিএলও জিতেছেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত...

* ১৯৯৮ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০০ : রানার্সআপ
* ২০০২ : যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন
* ২০০৪ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৬ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৯ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০১৩ : চ্যাম্পিয়ন
* ২০১৭ : রানার্সআপ

*** পরিসংখ্যান :** ৮ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-২৯, জয়-১৮, পরাজয়-৮, টাই-০, ফলহীন-৩, জয়ের হার-৬৯.২৩%)।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল

নিউজিল্যান্ড : শিরোপা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর

মো. মনির উদ্দিন

সংস্করণ যেমনই হোক না কেন, নিউজিল্যান্ডের জন্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট যেন অনন্ত আক্ষেপের অন্য নাম। ২০১৫ ও ২০১৯ সালে পরপর দুই ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের কাছে হেরে শিরোপা-বঞ্চিত কিউইরা ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ অঙ্কে আবারো অজিদের বিপক্ষে পরাজিত হয়ে টানা তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খুব কাছে গিয়ে হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অবশ্য নিউজিল্যান্ডকে একেবারে শূন্য হাতে ফেরায়নি। ২০০০ সালে কেনিয়ায় আয়োজিত আইসিসি নকআউট ট্রফির মালিকানা নিজেদের করে নেয় ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ড। ওই টুর্নামেন্টই সময়ের কালক্রমে 'আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি' নামকরণের পর ২০০৯ সালে কিউইরা ফাইনালে খেললেও রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এবার কতদূর যাবে নিউজিল্যান্ড? প্রশ্ন সহজ হলেও উত্তরটা কঠিন।

নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড

কারণ, কিউইরা বর্তমানে যেমন খুব একটা ফর্মে নেই যে তাদেরকে ফেবারিট ভাববেন কিংবা এতটাও খারাপ অবস্থায় নেই যে একেবারে বাতিলের খাতায় ফেলে দেবেন। তার মানে মোটামুটি মাঝারি অবস্থায় দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের গ্রুপে থাকা নিউজিল্যান্ডকে শেষ চারের টিকিট পেতে কঠিন পথই পাড়ি দিতে হবে।

দুই সংস্করণ মিলিয়ে টানা তিন বিশ্বকাপে তিন শিরোপার সুবাস পেতে পেতে হারানোর হতাশাতেই হয়তো, এরপর যেন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে নিউজিল্যান্ড। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্বাগতিক ভারতের কাছে হেরে যাওয়া কিউইরা গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের গন্ডিই টপকাতে পারেনি। বিশ্বকাপের পর খেলা তিনটি ওয়ানডে সিরিজের দুটিতে জয়ী হয় নিউজিল্যান্ড।

বৈশ্বিক আসরে নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয় বরাবরই চমকপ্রদভাবে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও যথারীতি দেখা গেছে অভিনবত্ব। এবারই প্রথম কোনো আইসিসি আসরে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার। কিছুদিন আগে সাদা বলের দলের নিয়মিত অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া এই স্পিন অলরাউন্ডার নিজের মুখে একে একে জানান টুর্নামেন্টে তাঁর ১৪ সঙ্গীর নাম। দলে চমক বলতে তরুণ পেসার বেন সিয়ার্সের জায়গা পাওয়া। মাস দুয়েক আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই নজরকাড়া অলরাউন্ডার ন্যাথান স্মিথও আছেন দলে। গত কয়েকটি বৈশ্বিক আসর ধরেই সামাজিক মাধ্যমে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করা হয় নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াড। এবার দেখা গেল ফাঁকা গ্যালারিতে এসে একটি চেয়ারে বসলেন স্যান্টনার। শুরু করলেন এভাবে, 'আমি মিচেল স্যান্টনার এবং পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য এটি আমাদের দল।' একেকজনের নাম ঘোষণার সঙ্গে কোনো বিশেষণ বা ছোট করে পরিচয় তুলে ধরলেন অধিনায়ক। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে সিরিজ না খেললেও অনুমিতভাবেই অভিজ্ঞ কেইন উইলিয়ামসন, ডেভন কনওয়ে ও লকি ফার্গুসনকে নিয়েই দল সাজিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

* **নিউজিল্যান্ড দল :** মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, টম ল্যাথাম, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, উইল ও'রুর্ক, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন ও উইল ইয়াং।

পর্দার পেছনে যিনি : গ্যারি স্টিড

বলা হয়ে থাকে, কোচদের নাকি নিয়োগ দেওয়াই হয় ছাঁটাই করার জন্য! তবে এই কথা একেবারেই খাটে না গ্যারি স্টিডের বেলায়। ৫৩ বছর বয়সী সাবেক এই কিউই ক্রিকেটার নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে রয়েছেন প্রায় সাড়ে ছয় বছর হয়ে গেল। মাইক হেসন চলে যাওয়ার পর ২০১৮ সালের আগস্টে প্রথমবারের মত ব্ল্যাক ক্যাপসদের 'হেড মাস্টার' হিসেবে দায়িত্ব পান স্টিড। সে যাত্রায় তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ ছিল দুই বছর যা তিন দফায় বাড়ানোর পর শেষ হবে চলতি বছরের জুনে।

নিউজিল্যান্ড পুরুষ দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে নারী দলকে কোচিং করিয়েছেন স্টিড। কাজ করেছেন নিউজিল্যান্ড হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের সাথেও। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ হিসেবে ক্যান্টারবুরিকে এনে দিয়েছিলেন অভাবনীয় সাফল্য। একসময় লর্ডস স্টেডিয়ামের মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করা গ্যারি স্টিডের ১৯৯৯ সালে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৫টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ১০৩টি, লিস্ট 'এ' ম্যাচের সংখ্যা ১০১।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ড...

* ১৯৯৮ : কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০০ : চ্যাম্পিয়ন
* ২০০২ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৪ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৬ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০৯ : রানার্সআপ
* ২০১৩ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০১৭ : গ্রুপ পর্বে বিদায়

***পরিসংখ্যান :** ৮ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-২৪, জয়-১২, পরাজয়-১০, টাই-০, ফলহীন-২, জয়ের হার-৫৪.৫৪%)।

পাকিস্তান ক্রিকেট দল

পাকিস্তান : সব সম্ভবের দেশ বলে কথা

মো. মনির উদ্দিন

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান, একইসঙ্গে আয়োজকও। যদিও 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্টের কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও। তারপরও পাকিস্তানকে এবারের আসরের 'ফেবারিট' তকমা না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। অবশ্য ২০১৭ সালের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে জেতা শিরোপা ধরে রাখা খুবই কঠিন হবে তাদের জন্য।

ক্রিকেটের এমন একটা দল পাকিস্তান, যাদের নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা শুধু কঠিন নয়; অসম্ভবও বটে! আপনি ভাববেন এক, তারা করবে আরেক। হিসেবের অঙ্ক ভুল প্রমাণ করে নিজেদের চিরায়ত 'আনপ্রেডিক্টেবল' রূপ মেলে ধরাই তো পাকদের 'ট্রেডমার্ক' চরিত্র। অন্যান্য বৈশ্বিক আসরের মতো এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে পাকিস্তান। যে দলটির কান্ডকীর্তির দিকে বিশেষ 'পাখির চোখ' করে আছেন সমর্থকরা। পাকিস্তানে গিয়ে ভারতের খেলতে আপত্তির কারণে স্বাগতিক হওয়ার শতভাগ সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না রিজওয়ান-বাবররা। তাতে কী? যে কোনো মাঠেই ব্যাট-বলের লড়াইয়ে যে কোনো কিছু করার সামর্থ্য রয়েছে তাদের।

পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে সাম্প্রতিক ফর্মটাও দারুণ যাচ্ছে পাকিস্তানের। ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেও এরপর খেলা তিনটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজই জিতে নিয়েছে তারা। গত বছরের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পরপরই জিম্বাবুয়েকে একই ব্যবধানে হারানোর পর দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদেরই মাটিতে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ করেছে পাকিস্তান। সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ঘরের মাঠের ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকদের প্রস্তুতিও হয়েছে বেশ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য সাজানো পাকিস্তান দলের অধিনায়কত্ব করবেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ১৫ সদস্যের দলে আছেন খুশদিল শাহ, উসমান খান ও ফাহিম আশরাফ। এই তিনজনই এবারের বিপিএলে দারুণ পারফর্ম করে গেছেন। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের দল থেকে ৪টি পরিবর্তন আনা হয়েছে। আবদুল্লাহ শফিক, ইরফান খান, সাইম আইয়ুব ও সুফিয়ান মুকিমের জায়গায় এসেছেন ফাহিম, ফখর, খুশদিল ও শাকিল। এর মধ্যে বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলা বাঁহাতি অলরাউন্ডার খুশদিল প্রায় ১৬ মাস পর পাকিস্তান দলে ফিরেছেন।

তবে পাকিস্তান দলে বিশেষ অন্তর্ভুক্তি ফখর জামান। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর আর পাকিস্তানের হয়ে খেলেননি। সব কিছু ছাপিয়ে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ক্ষতি সাইম আইয়ুবকে না পাওয়া। জানুয়ারিতে চোটে পড়া এই ইনফর্ম ওপেনার দশ সপ্তাহের জন্য ছিটকে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে নেই। টুর্নামেন্টে সাইমের জায়গায় ওপেন করতে পারেন বাবর আজম।

পাকিস্তান দল : মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সালমান আগা, বাবর আজম, ফখর জামান, কামরান গুলাম, সৌদ শাকিল, খুশদিল শাহ, ফাহিম আশরাফ, তাইব তাহির, আবরার আহমেদ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, হ্যারিস রউফ, মোহাম্মদ হাসনাইন ও উসমান খান।

পর্দার পেছনে যিনি : আকিব জাভেদ

কোচ অদলবদল নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটের 'নাটক' চিরায়ত। গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার জেসন গিলেস্পিকে সরিয়ে দেওয়ার পর দলটির প্রধান কোচের দায়িত্ব পান আকিব জাভেদ। ৫২ বছর বয়সী সাবেক এই পেসার একইসঙ্গে পাকিস্তানের নির্বাচক প্যানেলেও আছেন। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত পাকিস্তানের 'হট চেয়ারে' থাকছেন তিনি।

১৯৯২ সালের বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলের সদস্য আকিব জাভেদ দেশটির হয়ে প্রায় নয় বছরের (১৯৮৯-১৯৯৮) আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৬৩টি ওয়ানডেতে ১৮২ উইকেট ও ২২ টেস্টে ৫৪টি উইকেট নিয়েছেন। খেলা ছাড়ার পর প্রশিক্ষক হিসেবে শুরু করে ২০০৪ সালে পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ ছিলেন তিনি। ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলের বোলিং কোচের পদে ছিলেন জাভেদ। ২০১২ সালে ওই দায়িত্ব ছাড়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান কোচ ও বোলিং কোচের দায়িত্ব নেন। ওই সময়েই আরব আমিরাত ওয়ানডে মর্যাদা পায় এবং ২০১৫ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন

পাকিস্তানের কোচ আকিব জাভেদ

করে। ২০১৭ সাল থেকে পিএসএলের দল লাহোর কালান্দার্সের ক্রিকেট পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অধীনে ২০২২ ও ২০২৩ সালে পিএসএল জেতে লাহোর। রিজওয়ানদের 'হেড স্যার' হওয়ার আগে মাস ছয়ের শ্রীলঙ্কার পেস বোলিং কোচ ছিলেন আকিব।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তান...

* ১৯৯৮ : কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০০ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০২ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৪ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০৬ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৯ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০১৩ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০১৭ : চ্যাম্পিয়ন

***পরিসংখ্যান :** ৮ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-২৩, জয়-১১, পরাজয়-১২, টাই-০, ফলহীন-০, জয়ের হার-৪৭.৮২%)

আফগানিস্তান ক্রিকেট দল

আফগানিস্তান : অভিষেক আসর মাতানোর অপেক্ষায়

মো. মুলতানুর রহমান

স্বপ্নপূরণের আরেক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এবারই প্রথম খেলতে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার আলোচিত দলটি। বিশ্বকাপের বাইরে আইসিসির দ্বিতীয় সেরা এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার পদধূলি পড়তে যাচ্ছে রশিদ খান-মোহাম্মদ নবীদের।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত সাফল্য পাচ্ছে আফগানরা। অভিষেক চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বড় দলগুলোর মাথাব্যাথার কারণ হতেই পারে তারা। 'বি' গ্রুপে দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে আফগানিস্তান। এমনিতে কাগজে-কলমে গ্রুপের অন্য তিন দলের চেয়ে আফগানদের পিছিয়ে থাকারই কথা। কিন্তু রশিদ-নবীদের সেমিফাইনালে ওঠার দারুণ সম্ভাবনা দেখছেন শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের সাবেক স্পিডস্টার বলছিলেন, 'আফগানিস্তানের ব্যাটসম্যানরা যদি পরিপক্বতা ধরে রাখতে পারে, তাহলে তারা অপ্রত্যাশিত কিছু (অঘটন) করে ফেলতে পারে।'

এমন কিছু অবশ্য আগেও করে দেখিয়েছে দলটি। ভারতে হওয়া ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ খেলে ষষ্ঠ হয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির টিকিট কাটে আফগানিস্তান। পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসকে হারানোর কৃতিত্ব দেখায় তারা। মাঝে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯১ রানে ৭ উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের দারুণ প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করার পরও মূলত গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অপরাজিত ২০১ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংসের কাছে ৩ উইকেটে হেরে না গেলে এমনকি সেমিফাইনালে খেলতে পারতো আফগানরা। অল্পের জন্য শেষ চারের টিকিট কাটতে ব্যর্থ হলেও গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় দলটি।

ওয়ানডেতে সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্যান্স তো এক কথায় দুর্দান্ত আফগানিস্তানের। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, নিজেদের খেলা সবশেষ ৪টি সিরিজই জিতে নিয়েছে আফগানরা, যার তিনটিই শারজায়। ২০২৪ সালের মার্চে আয়ারল্যান্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারানোর পর দক্ষিণ আফ্রিকাকেও ২-১ এ ধরাশায়ী করা আফগানিস্তান এর মাস দুয়েক পর (নভেম্বরে) একই ব্যবধানে বাংলাদেশকে পরাজিত করে শারজাকে নিজেদের 'প্রিয় মাঠ' হিসেবে চিহ্নিত করে। গত ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ে সফরেও ২-০ ব্যবধানে শেষ হাসি হেসেছে আফগানরা, পরে জিতেছে টি-টোয়েন্টি সিরিজও। এমন উড়ন্ত ফর্ম নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আফগানরা প্রতিপক্ষকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে ভাবার কোনো অবকাশ নেই।

হাশমতউল্লাহ শহীদির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলবে আফগানিস্তান। ১৫ সদস্যের দলে চমক বলতে 'রহস্য স্পিনার' মুজিব-উর-রহমানের না থাকা। এ ছাড়া চোট কাটিয়ে ফিরেছেন ইব্রাহিম জাদরান। অ্যাঙ্কেলের চোটের কারণে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পর আর জাতীয় দলে খেলা হয়নি এই ওপেনারের। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এবারের বিপিএল দিয়ে ফেরা জাদরান রহমানউল্লাহ গুরবাজের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন। বিকল্প ওপেনার হিসেবে রয়েছেন তরুণ মারকুটে ব্যাটসম্যান সেদিকউল্লাহ আতাল। দলে ফেরানো হয়েছে বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার নুর আহমেদকেও। প্রায় এক বছর ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে ছিলেন তিনি।

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ইউনিস খানকে কোচিং প্যানেলে যুক্ত করেছে আফগানিস্তান। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দলটির মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার আইসিসি টুর্নামেন্টে স্বাগতিক দেশের কাউকে কোচিং স্টাফে যোগ করল আফগানিস্তান। ইতিপূর্বে ভারতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের মেন্টর হিসেবে কাজ করেন অজয় জাদেজা। এরপর গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বোলিং পরামর্শক হিসেবে ক্যারিবীয় সাবেক অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভোকে নিয়োগ দেয় আফগানরা।

আফগানিস্তান দল : হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সেদিকউল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, ইকরাম আলিখিল, গুলবদিন নাইব, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, আল্লাহ গজনফর, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ মালিক ও নাভিদ জাদরান।

পর্দার পেছনে যিনি : জোনাথন ট্রট

২০২২ সালে ১৮ মাসের জন্য আফগানিস্তানের কোচ হিসেবে এসেছিলেন জোনাথন ট্রট। এরপরেই নিজের মেয়াদের একেবারেই শেষদিকে ২০২৩ বিশ্বকাপে বাজিমাত করেন ৪৩ বছর বয়সী ইংলিশ

আফগানিস্তানের কোচ জোনাথন ট্রট

এই কোচ। গত বছর জানুয়ারিতে এক বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করে দুই পক্ষ। এরপরেই আফগানিস্তান ক্রিকেটে আসে ইতিহাসের সেরা বছর। ২০২৪ সালে প্রথমবার কোনো আইসিসি ইভেন্টে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় আফগানিস্তান। যে যাত্রায় তারা হারিয়েছিল নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলোকে। এরপরেই ওয়ানডে ফরম্যাটে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ জয় করেছে দেশটি। গত ডিসেম্বরে আরও এক বছরের জন্য আফগানিস্তানের কোচ হিসেবে মেয়াদ বাড়ান ট্রট। ইংল্যান্ডের এই সাবেক ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ২০১৮ সালে খেলা ছাড়ার পর স্বল্প মেয়াদে ইংলিশদের ব্যাটিং কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন। এ ছাড়া ইংল্যান্ড লায়ন্স ও ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্বও সামলেছেন। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিলেন স্কটল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ হিসেবে।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া : তবু অক্ষত অজিদের স্বপ্ন

মো. মুলতানুর রহমান

প্যাট কামিন্স নেই, জস হ্যাজেলউড নেই, মার্কাস স্টয়নিস নেই, মিচেল মার্শ নেই। অস্ট্রেলিয়া দলে 'নেই' এর তালিকা বেশ লম্বা। উপরোক্তদের চারজনই অস্ট্রেলিয়ার আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ঘোষিত দলে ছিলেন। অলরাউন্ডার মার্শকে আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিল ইনজুরি, এরপর সর্বনাশা চোট আচমকা 'টান' দিল অধিনায়ক কামিন্স ও পেস আক্রমণের কাণ্ডারি হ্যাজেলউডকে। ওদিকে কথা নেই, বার্তা নেই সবাইকে অবাক করে হঠাৎ ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন অলরাউন্ডার স্টয়নিস। সব মিলিয়ে বলা যায় অস্ট্রেলিয়া দলের একেবারে করুণ অবস্থা। নিয়মিত অধিনায়কসহ সেরা একাদশের চারজনকে হারিয়ে ছন্নছাড়া অজিরা অনেকটা ভাঙাচোরা দল নিয়ে পাড়ি দিয়েছে উপমহাদেশে।

তাহলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য? একেবারে হিসেবের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ভাবছেন! ভুলেও না। মনে রাখতে হবে, দলটার নাম কিন্তু অস্ট্রেলিয়া! যারা নামের ধারেও কাটে, আবার ঐতিহ্যের ভারেও কাটে। ক্রিকেট ইতিহাসের সম্ভাব্য সব শিরোপাজয়ী অজিদেরকে যেকোনো টুর্নামেন্টে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের কাতারে না রাখার বিকল্প নেই। এমনকি চার-পাঁচজন সুপারস্টার ছিটকে গেলেও যে দলটির স্বপ্ন ধূসর হওয়ার নয়। নিয়মিতদের বিকল্প হিসেবে যাঁরা অস্ট্রেলিয়ার জার্সি গায়ে খেলবেন, তাঁরাও যেকোনো সময় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন।

ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া এমনই একটা দল, যেকোনো বৈশ্বিক আসরে যাদের জন্য 'বিশেষ জায়গা' বরাদ্দ রাখতেই হয়। এই যেমন আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির কথাই ধরুন না। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়াই একমাত্র দল, যারা পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেছে। ২০০৬ সালের ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ভারতের মাটি থেকে প্রথম শিরোপা উড়িয়ে নেওয়া অজিরা তিন বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখে নিউজিল্যান্ডকে কাঁদিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার দুই শিরোপাই এসেছে রিকি পন্টিংয়ের অধিনায়কত্বে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আর একটা দলই কেবল জিতেছে একাধিক ট্রফি। ভারত ২০০২ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০১৩ সালে এককভাবে ছিনিয়ে নেয় শিরোপার মালিকানা।

ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ইনজুরিতে পড়েন প্যাট কামিন্স। যে কারণে শ্রীলঙ্কা সফরে দুই টেস্টের সিরিজে ছিলেন না অজিদের নিয়মিত অধিনায়ক। এরপর তাঁকে রেখেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। টুর্নামেন্টে খেলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে ফিট করে তুলতে পারেননি অলরাউন্ডার কামিন্স। অন্যদিকে ভারতের বিপক্ষে ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্টের পর কোমরের ইনজুরিতে পড়েন হ্যাজেলউড। পরে ওই সিরিজ থেকেই ছিটকে যান ডানহাতি এই পেসার এবং মিস করছেন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। ওদিকে ৩৫ বছর বয়সী মার্কাস স্টয়নিস ওয়ানডে থেকে অবসর নেওয়ার আর সময় পেলেন না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির গ্রুপ 'বি' তে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গী ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান।

*** অস্ট্রেলিয়া দল :** স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান এলিস, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মারনাস লাবুশেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, শন অ্যাবট, বেন ডোয়ারশিস, জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, স্পেনসার জনসন, তানভির সাংহা ও অ্যাডাম জাম্পা।

পর্দার পেছনে যিনি : অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড

চুক্তির মেয়াদ দেড় বছরেরও বেশি বাকি থাকার সময়ই গত বছরের অক্টোবরে মেয়াদ আরও দেড় বছর বাড়ানো হয়েছে অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের। ফলে ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কোচের দায়িত্বে থাকবেন ৪৩ বছর বয়সী সাবেক এই অলরাউন্ডার। ম্যাকডোনাল্ডের কোচিংয়ে ২০২৩ সালে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও শিরোপা জয় করে অস্ট্রেলিয়া। ২০২২ সালে জাস্টিন ল্যাঙ্গারের দায়িত্ব বিতর্কিতভাবে শেষ হওয়ার পর কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ম্যাকডোনাল্ডকে। চার বছরের চুক্তিতে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৬ সালের মাঝামাঝি। কিন্তু এখন মেয়াদ বাড়ানোয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরবর্তী চক্রের (২০২৫-২৭) পুরোটাতেই তাঁর কোচিংয়ে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এমনকি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানেও তিনি থাকবেন দলের দায়িত্বে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪টি টেস্ট খেললেও রঙিন পোশাকে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য হয়নি ম্যাকডোনাল্ডের। খেলা ছেড়ে কোচিং পেশায় নাম লেখানো সাবেক এই পেস অলরাউন্ডার নতুন অধ্যায় শুরু করেন ২০১৬ সালে কাউন্টি দল লেস্টারশায়ারের হয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়া...

* ১৯৯৮ : কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০০ : কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০২ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০৪ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০৬ : চ্যাম্পিয়ন
* ২০০৯ : চ্যাম্পিয়ন
* ২০১৩ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০১৭ : গ্রুপ পর্বে বিদায়

*** পরিসংখ্যান :** ৮ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-২৪, জয়-১২, পরাজয়-৮, টাই-০, ফলহীন-৪, জয়ের হার-৬০.০০%)।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল

ইংল্যান্ড : দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরাবে কি এবার?

মো. রেজাউল হক

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কখনোই শিরোপা জেতা হয়নি ইংল্যান্ডের। ২০০৪ ও ২০১৩, দুই আসরে ফাইনালে উঠলেও ক্রিকেট জনকদের চোখের সামনে থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারত। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ইংলিশরাই একমাত্র দল যারা ফাইনালে উঠলেও এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পায়নি। ২০১৭ সালে শেষ আসরে ঘরের মাঠে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। এবার কতদূর যেতে পারবে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের চারে থাকা থ্রি লায়নসরা?

২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড পরের আসরে (২০২৩) ছিটকে যায় গ্রুপ পর্ব থেকেই। অন্যদিকে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ হাসি হাসা ক্রিকেট জনকেরা পরের বার (২০২৪) ভারতের কাছে ধরাশায়ী হয়ে দিয় নেয় সেমিফাইনালে। প্রথম দল হিসেবে পরপর দুই সংস্করণের দুটি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়া ইংলিশদের এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ঘুরে দাঁড়ানোর বিকল্প নেই। 'বি' গ্রুপে ইংল্যান্ডের সঙ্গী

ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম

অন্য তিন প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান।

আনুষ্ঠানিকভাবে সূচি প্রকাশের আগে গত ডিসেম্বরেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য সবার প্রথমে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দেয় ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। দলে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে বিবেচিত হননি পেস অলরাউন্ডার ও ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। তবে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর প্রথমবার পঞ্চাশ ওভারের দলে সুযোগ পেয়েছেন সাবেক অধিনায়ক জো রুট, যিনি ভারতে বিশ্বকাপ-বিপর্যয়ের পর বাদ পড়েছিলেন। ২০২৩ সালের পর একটি ওয়ানডেও না খেলা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জস বাটলার অধিনায়ক হিসেবেই ফিরছেন পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে।

দীর্ঘ ব্যাটিং লাইনআপ, একগাদা অলরাউন্ডার, সমৃদ্ধ পেস ও স্পিন আক্রমণ- সব মিলিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একটা দলই ইংল্যান্ডের। অবশ্য তারপরও ফেবারিট 'তকমা' কপালে জুটবে কি-না সন্দেহ। জস বাটলার, ফিল সল্ট ও জো রুটকে নিয়ে টপ অর্ডারের পর হ্যারি ব্রুক, লিয়াম লিভিংস্টোন ও বেন ডাকেট মিলিয়ে শক্তিশালী ব্যাটিং। ইংল্যান্ডের আছে গতিও, মার্ক উডের সঙ্গে থাকার কথা জোফরা আর্চারের। আছেন ডানহাতি অভিজ্ঞ পেসার ব্রাইডন কার্স ও সাকিব মাহমুদ। আদিল রশিদের মতো লেগ স্পিনার যেমন টপাটপ উইকেট এনে দিতে সক্ষম, তেমনি ব্যাটিংয়ে তাঁর হাতও মন্দ নয়। এই দল নিয়ে অন্তত সেমিফাইনাল খেলার আশা করতেই পারে ইংল্যান্ড।

এদিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আফগানিস্তান ম্যাচটি বর্জনের কথা শোনা গেলেও তা করছে না ইংল্যান্ড। সম্প্রতি বোর্ডের এক বৈঠকের পর বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইসিবি চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন। আফগানিস্তানে তালেবান শাসকগোষ্ঠী নারীর অধিকার হরণ করায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দেশটির সঙ্গে ম্যাচ না খেলার বিষয়ে চাপ তৈরি হয়েছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ওপর।

ইংল্যান্ড দল : জস বাটলার (অধিনায়ক), জোফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ (উইকেটকিপার), লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, জো রুট, সাকিব মেহমুদ, ফিল সল্ট ও মার্ক উড।

পর্দার পেছনে যিনি : ব্রেন্ডন ম্যাককালাম

২০২২ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব নেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। পরবর্তী সময়ে অধিনায়ক বেন স্টোকসকে সঙ্গে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধারা বদলে দেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক। ম্যাককালাম-স্টোকস জুটির 'বাজবল' ক্রিকেট-দর্শন ক্রিকেট বিশ্বে বেশ দাপটও তৈরি করেছে। সেই দাপটের ধারা ওয়ানডেতেও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু মটের জায়গায় লাল বলের পর ইংল্যান্ডের সাদা বলের সংস্করণেও কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় ম্যাককালামকে। ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবি ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জেরে ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেন মট। ইংল্যান্ডের তিন সংস্করণের প্রধান কোচ হিসেবে ম্যাককালামের সঙ্গে চুক্তি বলবৎ থাকবে ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত। ৪৩ বছর বয়সী ব্রেন্ডন ম্যাককালাম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৬০টি ওয়ানডে, ১০১টি টেস্ট ও ৭১টি টি-টোয়েন্টি খেলার পর অবসর নিয়ে কোচিং পেশায় এসে অল্প সময়ের মধ্যেই ইংল্যান্ডের মতো বড় দলের 'বিগবস' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ইংল্যান্ড...

* ১৯৯৮ : কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০০ : কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়
* ২০০২ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৪ : রানার্সআপ
* ২০০৬ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৯ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০১৩ : রানার্সআপ
* ২০১৭ : সেমিফাইনালে বিদায়

পরিসংখ্যান : ৮ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-২৫, জয়-১৪, পরাজয়-১১, টাই-০, ফলহীন-০, জয়ের হার-৫৬.০০%)

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল

দক্ষিণ আফ্রিকা : পেরিয়ে গেছে অনেক বছর...

মো. মুলতানুর রহমান

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত আইসিসি নকআউট মিনি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সময়ের পরিক্রমায় সেই টুর্নামেন্টই এখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নামে পরিচিত। অকাল প্রয়াত হ্যান্সি ক্রনিয়ের নেতৃত্বে ঢাকার মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছিল প্রোটিয়ারা যা ক্রিকেটের বৈশ্বিক আসরে দেশটির প্রথম ও একমাত্র শিরোপা। এরপর পেরিয়ে গেছে প্রায় ২৬ বছর। দুর্ভাগা দক্ষিণ আফ্রিকা আর কোনো বড় ট্রফির দেখা পায়নি। এবার দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটাতে পারবে তো প্রোটিয়ারা?

সম্ভাব্যতার বিচারে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে কোনো টুর্নামেন্টে ঠিক 'ফেবারিট' ধরতে চান না অনেকেই। বিশেষ করে নকআউট পর্বের ম্যাচ খেলতে নামলেই যেভাবে তালগোলপাকিয়ে ফেলে তারা, তাতে শেষ বিচারে ফেবারিট তকমার প্রতি অসম্মান জানানোই যেন দলটির ঐতিহ্য। সারাবছর ক্লাশ পরীক্ষায় লেটার মার্কস তুলে নিয়ে বাহবা পাওয়া ছাত্র যদি ফাইনালে

দ.আফ্রিকার কোচ রব ওয়াল্টার

বরাবরই 'ফেল' মেরে বসে অবলীলায়, তবে তার ওপর ভরসা কেই-বা রাখবে বলুন। হৃদয়ভাঙার গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারঙ্গম প্রোটিয়াদের আপনি সম্ভাব্য শিরোপাজয়ী দলের কাতারে রাখতে পারবেন না হয়তো, তাই বলে একেবারে বাতিলের কাতারেও কিন্তু ফেলে দিতে পারবেন না। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবার ফাইনালে উঠে জিততে জিততে ভারতের বিপক্ষে মাত্র ৭ রানে হেরে শিরোপা-স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকার।

আজন্ম লালিত স্বপ্নপূরণের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে কষ্টের আগুনে পোড়ার বেদনা নিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি মিশন শুরু করবে প্রোটিয়ারা। এক্ষেত্রে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের সুখস্মৃতি নিশ্চয় প্রেরণা জোগাবে তাদের। কিন্তু সমস্যা যে ধূসর বর্তমান! ওয়ানডেতে একদমই ছন্দে নেই

দক্ষিণ আফ্রিকা। ডিসেম্বরে দলটি পাকিস্তানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে, তাও আবার ঘরের মাঠে! এর আগে যদিও বা আবুধাবিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২-১ এ সিরিজ জিতেছে, কিন্তু শারজায় আফগানিস্তানের কাছে সিরিজ হেরেছে একই ব্যবধানে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের যে দল সাজিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সেখানে রয়েছে সব মিলিয়ে পাঁচ পেসার ও তিন স্পিনার এবং সাত ব্যাটসম্যান। আনরিখ নর্কিয়া ও লুঙ্গি এনগিডিকে পেস বিভাগের অন্যতম ভরসা ধরে দল ঘোষণা করলেও শেষ অব্দি পিঠের ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন নর্কিয়া। ৩১ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলারের জন্য পঞ্চাশ ওভারের আইসিসি টুর্নামেন্ট হয়ে থাকলো আক্ষেপের আরেক নাম।

পেস বিভাগে দুই অলরাউন্ডার মার্কো ইয়ানসেন ও মুল্ডারের সঙ্গে থাকছেন কাগিসো রাবাদা ও এনগিডি। দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার মহারাজ ও তাব্রেইজ শামসির সঙ্গে প্রয়োজনে অফ স্পিনে হাত ঘোরাতে পারবেন এইডেন মার্করাম। ফেরানো হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার ভিয়ান মুল্ডারকে। কুঁচকির চোটে ওই সিরিজের আগে ছিটকে পড়া বাঁহাতি স্পিনার কেশাভ মহারাজও ফিরেছেন। ব্যাটিং লাইনআপে টেম্বা বাভুমার সঙ্গে থাকছেন এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, রাসি ফন ডার ডাসেন, হেনরিখ ক্লাসেন, টনি ডি জর্জি, রায়ান রিকেটেলন ও ত্রিস্তান স্তাবসের মতো মারকুটে ব্যাটাররা। যাঁরা টি-টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাটিং করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা দল : টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি ডি জর্জি, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাব্রেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস ও রাসি ফন ডার ডুসেন।

পর্দার পেছনে যিনি : রব ওয়াল্টার

২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর প্রধান কোচ মার্ক বাউচার সরে দাঁড়ালে দুই কোচ নীতিতে হাঁটে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের লাল বলের ক্রিকেটের দায়িত্ব দেওয়া হয় শাকরি কনরাডকে এবং সাদা বলের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পান রব ওয়াল্টার। আন্তর্জাতিক তো নয়ই এমনকি লিস্ট 'এ' কিংবা প্রথম শ্রেণিরও নয়, ৪৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটগুরুর শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। টুকটাক ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা ছাড়ার পর ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত প্রোটিয়াদের ফিল্ডিং ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে সাত বছর কোচিং করিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া দল সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টকে। গত ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর প্রোটিয়ারা ওয়াল্টারের তত্ত্বাবধানে প্রথমবার খেলতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দক্ষিণ আফ্রিকা...

* ১৯৯৮ : চ্যাম্পিয়ন
* ২০০০ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০২ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০৪ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০০৬ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০০৯ : গ্রুপ পর্বে বিদায়
* ২০১৩ : সেমিফাইনালে বিদায়
* ২০১৭ : গ্রুপ পর্বে বিদায়

***পরিসংখ্যান :** ৮ আসরে অংশগ্রহণ (ম্যাচ-২৪, জয়-১২, পরাজয়-১১, টাই-১, ফলহীন-০, জয়ের হার-৫২.০৮%)।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ টাইগ্রেসরা

মো. মাহবুবুর রশিদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরে পরবর্তী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। হতাশার মাঝে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের তবুও সান্ত্বনা ছিল একটা ম্যাচে হলেও জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারা। কিন্তু টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুঃসহ পরাজয় ছাড়া আর কিছুই জোটেনি টাইগ্রেসদের কপালে। একে একে তিনটি ম্যাচ হেরে ৩-০তে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে তারা। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো ম্যাচেই ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিংয়ে যা একটু আশা জাগিয়েছিল, কিন্তু পরের দুই ম্যাচে ব্যাটাররা ফিরে যান ব্যর্থতার বৃত্তে। অন্যদিকে বোলাররাও সেভাবে পারফর্ম করতে পারেননি।

ওয়ানডের মতো টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রত্যেকটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হয়েছে সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে। প্রথম ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভার শেষে ৩ উইকেটে ১৪৪ রান করে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল, যা এই সংস্করণে ক্যারিবীয় মেয়েদের বিপক্ষে সর্বাধিক সংগ্রহ। ৫৩ রানে অপরাজিত ছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। বাংলাদেশ অধিনায়কের ৪০ বলের ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ২টি ছক্কার মার। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এটি তাঁর অষ্টম হাফ সেঞ্চুরি। এই ফরম্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যক্তিগত সর্বাধিক ইনিংসও এটি। গত অক্টোবরে শারজায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগের সর্বাধিক ৩৯ রানও করেছিলেন নিগার। এ ছাড়া শারমিন আক্তার ৩৭ ও সোবহানা মোস্তারি ২২ রান করেন। চেরি অ্যান-ফ্রেজার, হেইলি ম্যাথুস ও অ্যাফি ফ্লেচার ১টি করে উইকেট পান। জবাবে উদ্বোধনী জুটিতে ৮.৩ ওভারে ক্যারিবীয়দের ৬৩ রান রানের দারুণ সূচনা এনে দেন কিয়ানা জোসেফ (২১ বলে ২৯) ও অধিনায়ক হেইলি ম্যাথুস (৫৪ বলে অপরাজিত ৬০)। লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন পরপর দুই ওভারে কিয়ানা ও শেমাইনে ক্যাম্পবেলকে ফিরিয়ে একটু আশা জাগালেও এরপর আর কোনো সুযোগ দেয়নি ক্যারিবীয় মেয়েরা। চারে নামা দিয়েন্দ্রা ডটিনের মাত্র ২২ বলে ৭ ছক্কায় অপরাজিত ৫১ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ১৭তম ওভারেই জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২১ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন ডটিন, ভেঙেছেন ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেরই গড়া ২২ বলের পূর্ববর্তী রেকর্ড। নারী টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষেও দ্রুততম ফিফটি এটি। ২০২০ সালে ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার আলিসা হিলি ২৬ বলে ফিফটি করে আগের রেকর্ডের মালিক ছিলেন। ওপেনার হেইলি ম্যাথুসের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ৬০ রান।

আগের ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন, দ্বিতীয় ম্যাচে যেন সেখান থেকেই শুরু করেন দিয়েন্দ্রা ডটিন। ২০ বলে ৩ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় এই অভিজ্ঞ ব্যাটারের ব্যাট থেকে আসে ৪৯ রানের আরেকটি ঝড়ো ইনিংস। ওপেনার কিয়ানা জোসেফ করেন ৩৬ বলে সর্বাধিক ৬৩। এ ছাড়া হেইলি ম্যাথুসের ২৭ ও সাবিকা গজনবীর ২৪ রানের সুবাদে ক্যারিবীয় মেয়েরা করে ৬ উইকেটে ২০১ রান। মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে কোনো দল এই প্রথম ২০০ ছাড়াল। আগেরটি ছিল ১৮৯ রানের, ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যা করেছিল অস্ট্রেলিয়ান মেয়েরা। বাংলাদেশের বোলারদের দুঃস্বপ্নের দিনে তিন লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন ৩৮ রানে ৩টি, রাবেয়া খান ২৬ রানে ২টি এবং স্বর্ণা আক্তার ২৬ রানে ১টি উইকেট শিকার করেন। রান-তাড়ায় 'টুকটুক' ব্যাটিং করে বাংলাদেশ ৯ উইকেটে সাকুল্যে তুলতে পারে ৯৫ রান। ২৫ বলে সর্বাধিক ২২ রান আসে শারমিন আক্তারের ব্যাট থেকে। স্বর্ণা আক্তার ১৬, লতা মন্ডল ১৩ ও নিগার সুলতানা ১০ ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি। ১০৬ রানে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টি-টোয়েন্টিতে রানের হিসাবে বাংলাদেশের মেয়েরা এর চেয়ে বড় ব্যবধানে হেরেছেন একবারই- ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ড সফরের প্রথম ম্যাচে ১৩২ রানে।

আনুষ্ঠানিকতার শেষ ম্যাচে ৫ উইকেটের হারে ধবলধোলাই-লজ্জায় শেষ হয় বাংলাদেশের মেয়েদের ক্যারিবীয় মিশন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জানিলিয়া গ্লাসগোর দুর্দান্ত বোলিংয়ে (৪-০-১৫-৩) বাংলাদেশ খেই হারিয়ে তোলে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৪ রান। নিগার সুলতানা করেন সর্বাধিক ৪৩ বলে ৩৩। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৫ উইকেট ও ৯ বল হাতে রেখে। এদিন অবশ্য স্বল্প পুঁজি নিয়েও ভালো লড়াই করেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। অফ স্পিনার সুলতানা খাতুন ও লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন দুই ক্যারিবীয় ওপেনারকে তুলে নেন ২৬ রানের মধ্যে। আগের দুই ম্যাচে ঝড় তোলা দিয়েন্দ্রা ডটিনও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। একপর্যায়ে টানা তিন ওভারে উইকেট হারিয়ে ক্যারিবীয় মেয়েদের স্কোর পরিণত হয় ৬১/৫-এ। তবে ষষ্ঠ উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৪৪ রানের জুটি গড়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন সাবিকা গজনবী (২৭) ও জাইদা জেমস (১৪)। এই নিয়ে টানা ৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হারলো টাইগ্রেসরা।

এক নজরে ৩ ম্যাচের ছোট-চিত্র...

* প্রথম টি-টোয়েন্টি : বাংলাদেশ ১৪৪/৩ (২০), ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪৫/২ (১৬.৫), ফল- ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- দিয়েন্দ্রা ডটিন

* দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০১/৬ (২০), বাংলাদেশ ৯৫/৯ (২০), ফল- ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল ১০৬ রানে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- কিয়ানা জোসেফ

* তৃতীয় টি-টোয়েন্টি : বাংলাদেশ ১০৪/৮ (২০), ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০৫/৫ (১৮.৩), ফল- ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল ৫ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- জানিলিয়া গ্লাসগো।

প্রথম ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করেন টাইগ্রেসদের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি

মাঠে দুর্দান্ত বিপিএল আর বাইরে অনেক সমস্যা

ইকরামউজ্জমান

চল্লিশ দিন ধরে তিনটি ভেন্যুতে সশরীরে মাঠে উপস্থিত থেকে এবং বাইরে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন বয়সের হাজার হাজার নারী ও পুরুষ দুর্দান্ত একটি টুর্নামেন্ট প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো ক্রিকেটের কাছে তাদের 'রান নামের' যে পণ্যের চাহিদা ছিল সেটি তাদের দুই হাত ভরে জোগান দেওয়া হয়েছে। আর তাই সবাই খুশি এবং সন্তুষ্ট। ২০১১-১২ থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। বিগত দিনগুলোতে দশবার মাঠে গড়ালেও এবার ১১তম আসরে (২০২৪-২৫) প্রতিটি ভেন্যুতে ধারাবাহিকতার সঙ্গে জীবন্ত উইকেটে ক্রিকেটের যে স্বাদ ক্রিকেটপ্রেমীরা পেয়েছেন, তা আর অতীতে পাননি। তাহলে কি এতগুলো বছর উইকেট তৈরিতে 'হস্তক্ষেপ' বিষয়টি স্থান পেয়েছে? মানুষের চাহিদাকে অবজ্ঞা করার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? ক্রিকেট রহস্য করতে ভালোবাসে। খেলাটির সম্পর্ক তো মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি নিবিড়। ক্রিকেটের দর্শন হলো মানুষের আনন্দ এবং সন্তুষ্টির জন্যই খেলা। ক্রিকেট একটা জীবনবোধ।

বলছি সম্প্রতি সাঙ্গ হওয়া ১১তম বিপিএল টি-টোয়েন্টি উৎসবের কথা। মাঠে অনুষ্ঠিত অসাধারণ একটি টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্টের রোমাঞ্চ আর বর্ণিল গভীরতা ছিল অনেক গাঢ়। গত ৭ ফেব্রুয়ারি মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার নারী পুরুষের হৃদ্‌পিণ্ড নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলেছে ক্রিকেট। ফাইনালে ফরচুন বরিশাল চিটাগং কিংসকে তিন উইকেটে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর আগে ২০২১-২২ সালে ফরচুন বরিশাল রানার্স-আপ হয়েছিল। খেলা শেষ এরপর পুরস্কার বিতরণী শেষ করে 'প্রেস এনক্লোজার' থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে দেখলাম হাজার হাজার নারী-পুরুষ বাড়ির দিকে ছুটছেন। তাদের চোখে মুখে এক ধরনের কৌতূহল এবং সন্তুষ্টি। খেলা যেভাবে শেষ হয়েছে এতে করে ফরচুন বরিশাল জিতেছে ঠিকই–তবে চিটাগং কিংসও জিততে পারত। এটাই ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তা। মানুষ ফাইনাল উপভোগ করেছেন–আর এখানেই ক্রিকেট জিতেছে। বিগত কোনো বছরের ফাইনালে তো উভয় দল মিলে এত রান করতে পারেনি। এবারের অভিজ্ঞতা তা ব্যতিক্রমী।

১১তম বিপিএল উৎসবের শুরু থেকেই মাঠে দর্শকের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। ঢাকার বাইরে সিলেট এবং চট্টগ্রামে যখন খেলা হয়েছে দর্শকরা ছুটে এসেছেন মাঠে। সবচেয়ে বেশি ছয় আর চারের মার উপভোগ করেছেন এবার দর্শকরা। বাউন্ডারি সীমানা কি ছোট করা হয়েছে? সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির সাক্ষী হয়েছেন দর্শকরা। সবগুলো খেলা মিলিয়ে চৌদ্দ হাজারেরও বেশি রান হয়েছে। শুধু ব্যাটাররা নয় বোলাররাও খেলা জিতিয়েছেন। ক্রিকেটে তো নিঃশ্বাসেও বিশ্বাস নেই। বড় দল দাপটের সঙ্গে (রংপুর রাইডার্স) শুরু করেও শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েছে। ২০১৭-১৮ সালে বিপিএলে রংপুর রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

ক্রিকেট দলীয় খেলা। টি-টোয়েন্টিতে একজন ব্যাটার বা বোলার এক দিন বা দুই দিন এককভাবে দলকে জেতাতে পারেন কিন্তু সব সময় পারবেন না। জিততে হলে দলের সবাইকে মাঠে পারফর্ম করতে হবে। 'টিম কম্বিনেশন' ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গড়মিল হলেই হিসেব পাল্টে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১১তম বিপিএলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির বড় বড় তারকাদের দেখা মেলেনি। কারণ হলো আমাদের বেছে নেওয়া সময়ে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত চলাকালীন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ক্রিকেট বিশ্বে বেড়েই চলেছে বিভিন্ন কারণে। আর আর্থিক বিবেচনায় এই লিগ সামর্থ্যবান ক্রিকেটারদের 'ফাস্ট চয়েজ'। এ ছাড়া ক্রিকেটারদের তো নিজ দেশের হয়ে জাতীয় অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। এতে করে অনেক ক্রিকেটারের পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। আগামীতে বিসিবিকে সময় নির্ধারণ করার বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নতুবা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিপিএলে এর আয়োজন করা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হবে না। দূরদর্শিতা আর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এবারের বিপিএলে সবচেয়ে বেশি রান এবং সবচেয়ে বেশি উইকেট 'টেকারের' তালিকা প্রকাশিত হয়েছে–উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদ্বয় যথাক্রমে মোহাম্মদ নাঈম ও তাসকিন আহমদ সবার ওপরে আছেন। এ ছাড়া ব্যাটিংয়ে পাঁচজনের তালিকায় তানজিদ হাসান (ঢাকা), তামিম ইকবাল (বরিশাল) এবং এনামুল হক (রাজশাহী)। বিদেশি একজন শুধু পাঁচজনের মধ্যে আছেন তিনি হলেন গ্রাহাম ক্লার্ক (চিটাগং)। বোলারদের মধ্যে আছেন তাসকিন আহমদ (রাজশাহী) যেটি আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া খালেদ আহমদ চিটাগং। এ ছাড়া বাকি তিনজন ফাহিম আশরাফ (বরিশাল), আফিফ জাবেদ (রংপুর) এবং খুশদিল শাহ (রংপুর) এঁরা প্রত্যেকের বিদেশি ক্রিকেটার। বিপিএলে যতবেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, আমাদের ক্রিকেটাররা ততবেশি লাভবান হবেন উৎকর্ষতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে।

মাঠের ক্রিকেট যেমন উজ্জল ছিল ঠিক তেমনি মাঠের বাইরে ক্রিকেট ছিল এবার ভীষণভাবে বিতর্কিত এবং সমালোচিত যেটি দেশের জন্য বিব্রতকর। অভিজ্ঞতার অভাব এবং সবাইকে সংস্পৃক্ত করে কাজ না করতে পারার ব্যর্থতা যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। শুরুর আগেই মাথায় রাখা উচিত ছিল এটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এখানে কোনো ধরনের হঠকারিতা 'অ্যাডভেঞ্চার' এবং 'আপনা আপনা' চলার নীতির সুযোগ নেই। হাতে হাত রেখে পুরো 'গভর্নিং বডিকে' ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। আর তা না হলে একটির পর একটি সমস্যা মোকাবিলা করতেই হবে।

দেশের ক্রিকেট বাজারটা খুব ছোট। এখানে যাকে-তাকে ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে অনুমতি দিলেই মুশকিল হবে। প্রথমেই বুঝতে হবে সামর্থ্যতা কতটুকু আছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি বাড়িয়ে বাহবা নেওয়ার বিষয় এটি নয়। আমাদের 'পারসপেকটিভ' কখনো ছয়টির বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। পাশাপাশি এদের কাছ থেকে অগ্রীম 'গ্যারান্টি মানি' নিতে হবে। 'গ্যারান্টি মানি' নিশ্চিত না হলে কাউকে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এবার বড় সমস্যা তো হয়েছে এখানেই। বোর্ড বিদেশি ক্রিকেটারদের দায়-দায়িত্ব নেবে আর দেশি খেলোয়াড়দের কি হবে? এই যে এগারোবার বিপিএল হয়েছে এর মধ্যে কয়বার কয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ব্রেক ইভেনে' থাকতে পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে কতটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিবর্তন এসেছে। বছরের পর বছর লোকসান গুনে তো ফ্র্যাঞ্চাইজিরা ক্রিকেটের সঙ্গে থাকবে না। এটি তো ক্রিকেটে সেবা করার পাশাপাশি তাদের ব্যবসা। আইপিএলের সঙ্গে তাল মেলালে চলবে না।

এখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট অনেক কথাই বলছেন। তিনি দায়ও স্বীকার করেছেন। বোর্ডের উচিত হবে এবারের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে কথা উঠেছে। বোর্ড থেকে স্বাধীন তদন্ত কমিটির কথা বলা হয়েছে। দেশি এবং বিদেশি খেলোয়াড়রা নিয়মমাফিক পারিশ্রমিক প্রদান এবং তাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই বাতাস আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চত্বরেও প্রবাহিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো তো দেশের জন্য সুখকর নয়। ক্রীড়া উপদেষ্টা স্বয়ং বিপিএলের 'শর্টকামিং' নিয়ে কথা বলেছেন। এবং এগুলোকে 'রেকটিফাই' করার জন্য বলেছেন।

এ ছবি কার-৫৯৭-এর সঠিক উত্তর
ক্রিকেটার
তামিম ইকবাল

এ ছবি কার-৫৯৭ বিজয়ী
শামীম খান
এলজিআরডি অফিস,
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, শেরপুর;

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৯৯

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। ....-সম্পাদক

ছবিটির নাম..

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা...

....

....মোবাইল...

এ ছবি কার-৫৯৭ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। রাশিদা বেগম, ৭/৮এ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হাতিরপুল, ঢাকা; ২। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৩। আব্বাস উদ্দিন, দরবেশকাটা, মকবুলাবাদ, চকোরিয়া, চট্টগ্রাম; ৪। সানজিদা আক্তার (সাজিদা) প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৬। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৭। নারগিছ আক্তার, প্রযত্নে- আজিজ খান, গ্রাম- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ৮। শামীম খান, এলজিআরডি অফিস, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, শেরপুর; ৯। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলা বাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ১০। মেহেদী হাসান মামুন, বাসা- জ/৩, ৪র্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ১১। আয়েশা আক্তার, লামচরী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১২। আবদুল কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ১৩। একেএম মুকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া; ১৪। মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ফরহাট, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, কেন্দ্রীয় কমিটি, ৭৮/এ আলকরণ ৩ নং গলি (মাজার বাড়ি) ফিরিঙ্গী বাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৫। মানজুর আরমান দীপ্র, বিকম ১ম বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি- ১/বি/১, রোড-২৯, মিরপুর-১২, পল্লবী, ঝিলপাড়, ঢাকা; ১৬। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৮। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৯। মনিশা দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ২১। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, কাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ২২। মিসেস নুরজাহান বেগম, কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ২৩। মো. আ. মালেক, শিপইয়ার্ড, খুলনা; ২৪। কামরুন নাহার শিলা, গ্রাম+ডাক- বালিজুড়ি বাজার, থানা- মাদারগঞ্জ, জেলা- জামালপুর-২০৪১ ২৫। শাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- ওবায়েদউল হক ভবন (২য় তলা) বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ২৬। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ২৭। তানজিল উল্লাহ অন্তর, ৭ম শ্রেণি ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও ঢাকা; ২৮। রূপম দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান বাই রোড, দক্ষিণ-আসকার দিঘীরপাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৯। মুক্তা রাণী, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেইন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৩০। রূবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩১। অমিত দস্তিদার মন, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আশকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগাম; ৩২। মো. রাফিউল আলম, শান্তিনগর, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, বায়েজিদ, আলমগীর সড়ক, চট্টগ্রাম; ৩৩। তপন, গণি এ ষ্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ৩৪। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- জরিনা ম্যানশন, (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনিরনগর, বন্দর, চট্টগ্রাম; ৩৫। শবনম খান, ১৬ শেরেবাংলা রোড, (সুরক্ষ ক্লিনিকের বিপরিতে) খুলনা; ৩৬। কামাল রেজা সুজা, ফুটবলার, প্রযত্নে- আলহাজ মোল্লা সামসুর রহমান, মুজগুন্নী মেইন রোড, থানা- খালিশপুর, জেলা- খুলনা;।

এ ছবি কার-৫৯৬ বিজয়ী
এম বদরুল ইসলাম বাবু

বিপিএল : অনিয়মের নিয়ম !

রফিকুল ইসলাম কামাল

বিপিএল শেষ করল তার আরেকটি আসর। এবং যথারীতি 'নিয়ম' মেনেই শেষ হয়েছে আসরটি। যদিও এই নিয়ম আসলে অনিয়মের!

বিপিএল মানে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। আর ক্রিকেটের ন্যূনতম খোঁজখবর রাখেন এমন সবাই-ই জানেন, বিপিএল মানে বিতর্ক, অনিয়ম! এবারসহ এগারোটি আসরেই প্রায় নিয়মিতভাবেই এসব অনিয়ম হয়ে আসছে।

একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে, অভাবনীয় এক সময়কে সঙ্গী করে বসেছিল বিপিএলের এবারের আসর। বদলের সুর, বদলে দেওয়ার সুর শোনা গেছে আসর শুরুর আগে। পরিবর্তনের ঢেউয়ে অতীতের সমস্ত অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ভেসে যাবে–এমনটাই ছিল প্রত্যাশিত। ক্রিকেটপ্রেমী জনমানসেও ছিল বিতর্কহীন ক্যানভাসে আঁকা পরিচ্ছন্ন একটি বিপিএলের ছবি। কিন্তু দিনশেষে যে হাড্ডিসার চিত্র বেরিয়ে এল, তাতে এবারই সবচেয়ে বাজে আয়োজন হলো কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে!

২০১২ সালে যাত্রা বিপিএলের। বিভিন্ন কারণে ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে মাঠে গড়ায়নি টুর্নামেন্টটি। এবার শেষ হয়েছে একাদশতম আসর। বিপিএল যখন শুরু হয়, তখন বৈশ্বিক ক্রিকেটে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বলতে শুধু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল ছিল। বিগব্যাশও শুধু শুরু হয়েছে তখন। এই সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই আছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এমনকি সহযোগী অনেক দেশেও নিয়মিত বসছে টি-২০'র জমকালো আসর। বিপিএলের পরে শুরু হওয়া সেই সব আসর ক্রিকেটারদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লোভনীয় পারিশ্রমিক, আয়োজনে নতুনত্ব, সম্প্রচারে প্রতিবার ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা, আয়োজকদের পেশাদারিত্ব, ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকপক্ষের আন্তরিকতা–সবমিলিয়ে ওইসব আসরগুলো নিজেদের অবস্থানকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুসংহত করেছে। বিপিএলের ক্ষেত্রেও তো এ রকমই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হলো উল্টোটা!

ভারতের ক্রিকেটের সঙ্গে অন্যদের তুলনা না করাই ভালো। আর্থিক মানদণ্ডে গোটা বিশ্বের ক্রিকেটের যে মূল্য, এক ভারতেই এরচেয়ে বেশি। আবেগ, উন্মাদনা, দর্শক–এসব ক্ষেত্রেও ভারতের ক্রিকেট যোজন যোজন ব্যবধানে এগিয়ে। তাই দেশটির তুমুল জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সঙ্গে এ রকম অন্য কোনো টুর্নামেন্টের তুলনা করাও বৃথা। আইপিএলে খেলার জন্য জাতীয় দলও ছেড়ে দেন অনেক ক্রিকেটার, এমনই এর ক্রেজ! বাংলাদেশের বিপিএল সে রকম হবে, মানে আইপিএলের পর্যায়ে থাকবে–এমন স্বপ্ন বাস্তবিকই দেখা উচিত নয়। সেই সক্ষমতা, সামর্থ্য ভারতের চেয়ে বহুগুণে ছোট এই দেশের নেই। কিন্তু আইপিএলের পরে দুনিয়ার দ্বিতীয় সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তো ছিল বিপিএলের! বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আগেকার পরিষদের কর্তাব্যক্তিরা প্রায়ই বলতেন, বিপিএল হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সেরা। আদতে এই দাবি ছিল হাস্যকর। এই দাবি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ছিল পুরোটাই, কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্রমেই ফিকে হয়েছে। কিংবা ফিকে করে দেওয়া হয়েছে!

আইপিএল বাদ। অস্ট্রেলিয়ার বিগব্যাশ, পাকিস্তানের পিএসএল এগুলো থেকেও কেন পিছিয়ে বিপিএল? ভারত বাদে তো ক্রিকেটাবেগ, ক্রিকেটপ্রেম এসবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের ব্যবধান তো বেশি না। বিপিএলের কয়েক বছর পরে, ২০১৬ সালে শুরু হওয়া পিএসএলও এখন বিপিএলকে টপকে গেছে! এবং ক্রমেই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের আবেদন বাড়ছেই। আবেদন বাড়ানো, অবস্থান দৃঢ় করার সুযোগ ছিল বিপিএলের সামনেও। কিন্তু শুরু থেকেই একের পর এক বিতর্ক, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এই টুর্নামেন্টকে অনুজ্জ্বল করে দিয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিবিতেও খোলনলচে বদল এসেছে। এবং যারা দায়িত্বে এসেছেন, তারাও সাহসের সঙ্গে বিপিএলের ১১তম আসরকে সাজানো, গোছানো, পরিচ্ছন্ন হিসেবে উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না, এমনটা বলাই যায়। কিন্তু শেষমেশ তারা বিতর্কহীন বিপিএল উপহার দিতে পারেননি। এক

দুর্বার রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার যেসব কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাতেই কালি লেপ্টে গেছে বিপিএলে। ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক না দেওয়া, ক্রিকেটারদের অনুশীলন বর্জন, বিদেশি ক্রিকেটারদের ছাড়াই ম্যাচ খেলতে নামা, হোটেল বিল পরিশোধ করতে না পারা–হেন কিছু নেই, যা করেনি দুর্বার রাজশাহী। নতুন মালিকানায় নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল তারা। কিন্তু এই দুর্বল ফ্র্যাঞ্চাইজির কারণে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে এবারের আসরকে। দেশে-বিদেশে তীব্র সমালোচনা হয়েছে বিপিএলকে ঘিরে। এমনকি ক্রিকেটারদের বৈশ্বিক সংগঠনও বিবৃতি দিয়েছে। অথচ বিপিএলের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজিরও। বিসিবির যেমন দায় আছে, তেমনি ফ্র্যাঞ্চাইজিদেরও দায়িত্ব নিতে

হবে। কিন্তু দুর্বার রাজশাহীর মতো দুর্বল, অপেশাদার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের উজ্জ্বলতাকেই কেবল কমাতে ভূমিকা রাখে।

এবার ফিক্সিং কাণ্ড নিয়েও বেশ সমালোচিত হয়েছে বিপিএল। কয়েকটি ম্যাচে যেসব দৃশ্য দেখা গেছে খালি চোখেই, তাতে ফিক্সিংয়ের দুর্গন্ধই কেবল ছড়িয়েছে। ইয়া বড় নো বল, ক্রিজের বাইরে বোলিং করে অবিশ্বাস্য ওয়াইড, ব্যাটারের আউট হওয়ার ধরন–অনেক কিছুই ছিল সন্দেহজনক। টিকিট কালোবাজারি, মাঠের অব্যবস্থাপনা এসবও বিতর্ক বাড়িয়েছে কেবল। বিপিএলের প্রাইজমানি নিয়েও কথা হয়েছে অনেক। আগে চ্যাম্পিয়নরা পেত মাত্র ১ কোটি টাকা, রানার্সআপ ৫০ লাখ। এবারের আসরে প্রাইজমানি দ্বিগুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে যথাক্রমে ২ কোটি টাকা ও ১ কোটি টাকা। কিন্তু তারপরও তো কথা থেকে যায়! এবার বিপিএলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সংগীত তারকা রাহাত ফতেহ আলী খানকে সম্মানী বাবদ ৩ কোটি টাকা ২০ লাখ টাকা দেয় বিসিবি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একজনকেই যদি এত টাকা দিতে পারেন, তবে একটা আসরের চ্যাম্পিয়ন দলকে কেন এত কম পারিশ্রমিক দেবেন! আসরকে আকর্ষণীয় করতে, তারকা ক্রিকেটারদের টানতে যেখানে প্রাইজমানি ইতিবাচক কাজ করতে পারে এবং আপনি সে পথে হাঁটছেন না, সেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এত খরচ তো অপব্যয় হিসেবে আখ্যা পাবে! এবারের আসরে কিছু হাস্যকর ভুলও দেখা গেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ মীর মুগ্ধ স্মরণে গ্যালারিতে দর্শকদের জন্য বিনামূল্যে পানির ব্যবস্থা করার বিষয়টি জানানোর জন্য বিসিবির পক্ষ থেকে যে সংবাদ সম্মেলন করা হয়, সেটির ব্যানারে লেখা ছিল '২৯ ডিসেম্বর ২০২৫'। অথচ তখনো ২০২৫ সাল শুরুই হয়নি! উদ্বোধনী ম্যাচেই একটি দলের অধিনায়ক অনুশীলনের জার্সি পরে হাজির হয়ে যান টসে! আরেকটি দলের ক্রিকেটারদের পুরোনো হেলমেট ও প্যাডে কাপড় পেঁচিয়ে খেলতে দেখা গেছে!

পটপরিবর্তনের একটা কঠিন সময়ে বিপিএলের আয়োজন নিয়ে শঙ্কা ছিল। বিসিবির নতুন নেতৃত্বের আন্তরিকতায় সেই শঙ্কা উবে যায়, মাঠে গড়ায় আসর। এবারের পিচ ছিল স্পোর্টিং। যথেষ্ট রান হয়েছে, রেকর্ডও হয়েছে। গ্যালারিতে দর্শকও ছিল ব্যাপক। এসবকিছুর জন্য ধন্যবাদ পেতেই পারে বিসিবি। তবে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো ম্লান করেছে বিপিএলকে। আশার কথা যে সংশ্লিষ্টরা বিতর্কের দায় এড়িয়ে যাননি, তাঁরা স্বীকার করেছেন। সে অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আগামী বিপিএল আয়োজনের জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের কথা ভাবছে বিসিবি, যাতে এই টুর্নামেন্টের সময়ে অন্য কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট না থাকে। বিদেশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক জটিলতা এড়াতেও ব্যবস্থা নিচ্ছে বিসিবি। বিদেশিদের পারিশ্রমিকের প্রাপ্যতা, লজিস্টিক্যাল সহায়তায় বিসিবি সরাসরি কাজ করার কথা জানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরও নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত আর্থিক প্রটোকল নিশ্চিত করতে চায় বিসিবি। ফিক্সিংয়ের বিষয়ে শক্ত অবস্থানে তারা। এবারের আসরে ফিক্সিংয়ের কালো থাবা ছিল কি না, তা বের করতে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। এর নেতৃত্বে আছেন একজন সাবেক বিচারপতি। এই কমিটি এক মাস সময় পাচ্ছে তদন্তে। এর বাইরে বিপিএলে পারিশ্রমিক সমস্যাসহ সবকিছু খতিয়ে দেখতে একটি সত্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। এখান থেকে যেসব সমস্যার কথা ওঠে আসবে, সেগুলো শোধরানের চেষ্টা থাকবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

ভুল হবে না, এরকম নয়। কিন্তু ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই ভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা নিশ্চিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিপিএল এ দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ও জমকালো আসর। দেশ-বিদেশের লাখো-কোটি চোখ এই টুর্নামেন্টের দিকে চেয়ে থাকে। এই একটি টুর্নামেন্ট দিয়েই বৈশ্বিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের সম্মান বাড়ানো যায়, সমীহ আদায় করা যায়। এজন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিকতা। ফাগুনের এই আগুনা রাঙা বসন্তে, রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের শক্তির বলে আশা প্রকাশ করা যেতেই পারে–'আসছে বছর বিপিএল হবে দ্বিগুণ জৌলসময়'।

তারুন্যের উৎসব উদযাপনের অংশ হিসেবে হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভিকারুননিসা নূন স্কুলের খেলোয়াড়দের সাথে অতিথিরা

বাংলাদেশকে গৌরবময় আসনে রেখে যেতে চাই : কামরুল

মোরসালিন আহমেদ

আন্তর্জাতিক আঙিনায় স্কোয়াশ খুবই জনপ্রিয় খেলা। তবে আমাদের দেশে সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। আমজনতার কাছে এলিট শ্রেণির খেলা হওয়ায় এখনো তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। এমনকি জেলাগুলোয় নড়বড়ে অবস্থা। বিভাগীয় শহরেও সেভাবে চর্চা নেই। জাতীয় পর্যায়ে ভর করে খেলাটি এগোচ্ছে। তারচেয়েও বড় কথা- যে ফেডারেশনের নিজস্ব কোনো কমপ্লেক্স নেই, নিজস্ব কোর্ট নেই, পরনির্ভরশীলতায় চলছে- সেখানে এ খেলার প্রচার, প্রসার আর জনপ্রিয়তা কোন পর্যায়ে, কমবেশি সবাই জানেন। তারপরও নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে খেলাটিকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন স্কোয়াশ অন্তপ্রাণ সংগঠক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) জি এম কামরুল ইসলাম। একটা সময় যে স্কোয়াশ হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেই ক্রান্তিকালে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। এ মুহূর্তে ক্রীড়াঙ্গনে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফেডারেশনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও ব্যতিক্রম কেবল স্কোয়াশে। তাঁর উপরই আস্থা রেখেছে সার্চ কমিটি। সদ্যগঠিত বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। আন্তর্জাতিক স্কোয়াশে বাংলাদেশকে গৌরবময় আসনে রেখে যেতে চান তিনি। স্কোয়াশের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: আপনি তো টেনিস খেলতেন, স্কোয়াশে এলেন কীভাবে?

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল অব. জি এম কামরুল ইসলাম: সত্তর-আশির দশকে টেনিস ও স্কোয়াশকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসারদের খেলা বলা হত। সেসময় জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়া, জেনারেল শওকত, জেনারেল মান্নাফসহ সশস্ত্র বাহিনীর অধিকাংশ সিনিয়র অফিসারই স্কোয়াশ খেলতেন। সেনা অফিসার হিসেবে আমিও টেনিসের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে স্কোয়াশ খেলতাম। বলতে পারেন, সেই সত্তর দশক থেকে স্কোয়াশের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠেছে।

প্রশ্ন: ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন কীভাবে?

কামরুল ইসলাম: ২০১৮ সালের কথা। সে সময় গলফ নিয়েই পড়ে থাকতাম। একসময় স্কোয়াশ খেলতাম, তা অনেক সিনিয়র সংগঠকরা জানতেন। উনারা একদিন আফসোস করে বলছিলেন, স্কোয়াশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যাচ্ছে। তোমার মতো কারোর হাতে পড়লে খেলাটি বেঁচে যেত। যেই কথা সেই কাজ। তখন সিনিয়র সংগঠকরা আমাকে গলফ থেকে এনে জোর করে বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে বসিয়ে দেন।

প্রশ্ন: যখন দায়িত্ব পেলেন তখন ফেডারেশনের অবস্থা কেমন ছিল?

কামরুল ইসলাম: পেছনের কাসুন্দি ঘেটে লাভ নেই। নতুন করে বলার অবকাশ নেই। সে সময় ফেডারেশনের অবস্থা কেমন ছিল, তা ক্রীড়াঙ্গনের সবাই কমবেশি জানতেন। পুরনো প্রসঙ্গ না টানাই ভালো। এ সর্ম্পকে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, দায়িত্ব পাওয়ার পর সততার সঙ্গে খেলাটিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: চলমান ক্রীড়া সংস্কারে ফেডারেশনগুলোয় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যতিক্রম কেবল স্কোয়াশ। সার্চ কমিটি আপনার উপরই আস্থা রেখেছেন- ভাবতে কেমন লাগছে?

কামরুল ইসলাম: আস্থা রাখার জন্য সার্চ কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। স্কোয়াশে আমার অর্ধ যুগ পেরিয়ে গেছে, তাই বেশি দিন থাকার ইচ্ছে ছিল না। সার্চ কমিটি জিজ্ঞেস করলে সাধারণ সম্পাদক পদে না থাকার কথা বলেছিলাম। খেলাধুলা ভালোবাসি। ক্যাডেট কলেজে (১৯৭৩ সাল) ছাত্র অবস্থায় অ্যাথলেটিকস, ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল খেলেছি। চাকরি জীবনে টেনিস, স্কোয়াশ ও গলফ খেলতাম। যেকোন খেলা বা যুব সমাজ নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার ইচ্ছে আছে আমার।

প্রশ্ন: যে ফেডারেশনের নিজস্ব ভেন্যুই নেই, সেই খেলার ভবিষ্য কী?

কামরুল ইসলাম: যেসব খেলার কোনো নিজস্ব ভেন্যু নেই, সেসব খেলায় আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভালো করা খুব কঠিন কাজ। তবে আমি হতাশ নই, আমি আশাবাদী মানুষ। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমাদের নিজস্ব স্কোয়াশ কোর্ট হবে, স্কোয়াশ কমপ্লেক্স হবে।

প্রশ্ন: কিন্তু পরনির্ভরশীলতায় আর কত দিন এভাবে চলবেন?

কামরুল ইসলাম: এখন হয়ত আমাদের স্কোয়াশ কমপ্লেক্স নেই, নিজস্ব কোর্ট নেই- অন্যের কোর্টে খেলতে হচ্ছে। তবে পরনির্ভরশীলতা দ্রুত কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছি। রাজউক থেকে নির্দিষ্ট করা বনানীর জায়গাটি বুঝে পেলে স্কোয়াশের আর দুঃখ থাকবে না। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মূল্য পরিশোধ করে জায়গাটি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। জায়গাটা পেলে দরকার হলে আমরা নিজেরাই খেলার উপযোগী অবকাঠামো করে নেব।

প্রশ্ন: নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে স্কোয়াশের মান এখন কোন পর্যায়?

কামরুল ইসলাম: এ মুহূর্তে বাংলাদেশের স্কোয়াশের মান অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে ভালো। গত ছয় বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে হাতেগোনা কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ খেলোয়াড়ের স্থানে এখন বিভিন্ন বয়সের একঝাঁক ছেলে ও মেয়ে খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বিদেশ থেকে পুরস্কার জেতা শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে পর্যাপ্তসংখ্যক কোচ তৈরি করেছি। টেকনিক্যাল কর্মকর্তা বানিয়েছি। ক্রমশঃ দেশের স্কোয়াশ বিশ্ব পরিসরে এগিয়ে চলেছে। নিজস্ব কমপ্লেক্স না থাকায় সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে চলতে হচ্ছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ ফেডারেশন আমাদের পূর্ণাঙ্গ সদস্যের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন: আগের চেয়ে মান যদি ভালোই হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক স্কোয়াশে আমাদের সম্ভাবনা কেমন দেখছেন?

কামরুল ইসলাম: স্কোয়াশ খুবই সম্ভাবনাময় একটি খেলা। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে আমাদের ছেলে ও মেয়েরা দেশ-বিদেশে নিজেদের মেলে ধরছেন। পুরস্কার জিতে সাফল্যের হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে শুরু করেছেন। এ ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে আন্তর্জাতিক আঙিনায় অনেক ভালো করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: অন্যসব খেলাধুলার মতো স্কোয়াশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে না কেন?

কামরুল ইসলাম: একটা নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সংক্ষেপে বলা যায়, একটা খেলাকে জনপ্রিয় করার জন্য যেসব উপাদান যেমন- পর্যাপ্ত খেলার স্থান, খেলার সামগ্রীর সহজলভ্যতা, সংগঠকদের চেষ্টা, পৃষ্ঠপোষকতা, ক্রীড়া সংস্কৃতি ইত্যাদি থাকা দরকার। কিন্তু এর অভাবে দেশে স্কোয়াশ খেলা যেমন জনপ্রিয় হচ্ছিল না, ঠিক তেমনি দিন দিন খেলাটি বিলুপ্তির পথে এগোচ্ছিল। খাদের কিনারা থেকে এ খেলাটিকে একটি শক্ত ভিতের উপর সবে দাঁড় করিয়েছি। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে স্কোয়াশ অবশ্যই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন: ব্যয়বহুল ও এলিট শ্রেণির খেলা বলেই কি তৃণমূল পর্যায় পৌছতে পারছে না?

কামরুল ইসলাম: আপনার পয়েন্ট কিছুটা সঠিক হলেও এর বড় কারণ হচ্ছে দেশের বিদ্যমান ক্রীড়া সংস্কৃতি। তথাকথিত এলিট খেলার তকমা দেওয়া হলেও আমাদের দেশের এলিট শ্রেণি একদমই স্কোয়াশ খেলেন না। ফলশ্রুতিতে রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, পাবনা, সুনামগঞ্জ, ফেনি, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ; বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়া আরডিএ মতো প্রতিষ্ঠান; হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ও সোনারগাঁও এর মতো পাঁচ তারকা হোটেলের স্কোয়াশ কোর্টগুলো হয় ভেঙে ফেলা হয়েছে নতুবা পারিবারিক বাসস্থান, স্টোর, জিমনেশিয়াম ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে খেলাটিকে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। কাজেই তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছতে হলে এসব সর্বনাশী ধারা ঠেকিয়ে দেশের স্কোয়াশ কোর্টগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। কেননা স্কোয়াশ এমন একটি খেলা, যেখানে খেলার সামগ্রীর মূল্য সহনীয় পর্যায় এবং খুব ছোট জায়গায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা খেলা যায়।

প্রশ্ন: খেলাটি আমজনতার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কখনো ভেবেছেন?

কামরুল ইসলাম: আমরা মনে করি যেকোন খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং ভালো করতে হলে তা আমজনতার খেলায় পরিণত করতে হবে। তাই ক্লাস রুম স্কোয়াশকে অভিনব ধারণার মাধ্যমে স্কোয়াশ খেলাকে আমজনতার খেলায় পরিণত করার চেষ্টা করেছি, উল্লেখ করার মতো সাফল্য পেয়েছি। কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা পেলে প্রচলিত প্রচেষ্টার পাশাপাশি স্কোয়াশকে আমজনতার খেলায় পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন: তাহলে প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি?

কামরুল ইসলাম: সীমিত সম্পদ ও স্বল্প সুযোগ-সুবিধার মধ্যে আমরা 'ক্লাস রুম স্কোয়াশ'; 'স্কোয়াশ ও শিক্ষা বৃত্তি'; নিয়মিত দেশি ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, প্রতিমাসে ওয়ার্কশপ ও ক্লিনিক, সাধ্যমতো মিডিয়া সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অভিনব ও মৌলিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্কোয়াশ খেলাটির প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকল্পে কাজ করছি।

প্রশ্ন: যেকোনো খেলাধুলা আয়োজনে স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই- স্কোয়াশের ক্ষেত্রে কতটা সাড়া পাচ্ছেন?

কামরুল ইসলাম: স্কোয়াশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্পন্সর বা পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে খুব একটা সাড়া পাচ্ছি না। যে কারণে ইচ্ছে-শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তারপরও আমাদের কমিটির সদস্য এবং তাদের সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে স্পন্সরশিপ আনার চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্ন: স্পন্সর যোগাড়ে যদি এ অবস্থা হয় তাহলে ফান্ডের কী অবস্থা?

কামরুল ইসলাম: উল্লেখ করার মতো আমাদের তেমন কোনো ফান্ড নেই। দিন আনতে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে আমরা অনেক ছোট ফেডারেশনের চেয়েও কম অর্থ বরাদ্দ পেয়ে থাকি। এ বছর ভ্যাট ট্যাক্স বাদে আনুমানিক ১০/১১ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। অথচ আমাদেরকে ৬/৭ জন কোচ ও স্টাফকে বেতন দিতে হয় তারচেয়ে বেশি। এমনকি এশিয়ান স্কোয়াশ ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ ফেডারেশনকে অ্যাফিলিয়েশন ফি দিতে হয় প্রায় চার লাখ টাকা। কাজেই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদসহ সরকারি পর্যায় থেকে স্কোয়াশের বাজেট বৃদ্ধি করা দরকার। বছরে এক থেকে দেড় কোটি টাকার বাজেট পেলে স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশে ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় স্কোয়াশের বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

প্রশ্ন: অর্থ সঙ্কটের পরও বছরে কী কী আয়োজন করছেন?

কামরুল ইসলাম: ২০২১ সাল থেকে একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা (ভিশন ২০২৫/স্বপ্ন যাত্রা) নিয়ে কাজ করছি। প্রতি বছর ঢাকা স্কোয়াশ অ্যাকাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় অনূর্ধ্ব- ৭, ৯ ও ১১ বালক ও বালিকা নিয়ে ৩/৪ টা এলিমেন্টট্রি সার্কিট, আইইউবির পৃষ্ঠপোষকতায় নারী লিগ, স্পন্সরের মাধ্যমে যুবসহ ৪/৫ টি জাতীয় টুর্নামেন্ট, ১/২টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট এবং কয়েকটি আঞ্চলিক (জেলা পর্যায়ের) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছি। গত বছর থেকে বছরে ২/৩টি আন্তর্জাতিক আসরে দল পাঠানোর চেষ্টা করছি। এমনকি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের নিয়ে টুর্নামেন্টও করছি।

প্রশ্ন: খেলোয়াড়দের মানোন্নয়নে কী ধরনের পরিকল্পনা নিচ্ছেন?

কামরুল ইসলাম: প্লেয়ারদের মানোন্নয়নে আমরা খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম (হালি শহর), ঢাকা অফিসার মেস, স্টাফ কলেজ (মিরপুর), এমআইএসটি (মিরপুর), শাহীন কলেজ, ইত্যাদি স্থানের সশস্ত্র বাহিনীর কোর্টে কোচ রেখে নিয়মিত অনুশীলন এবং বিদেশে থেকে কোচ এনে নিয়মিত কোচিং, ওয়ার্কশপ, ক্লিনিক ইত্যাদি পরিচালনা করছি। এছাড়া উপরোক্ত টুর্নামেন্টগুলোর মাধ্যমে খেলার মানোন্নয়ন ও মান যাচাই-বাছাই করা হয়। এমনকি নারী খেলোয়াড়দের ধরে রাখা ও খেলার মানোন্নয়নের জন্য কয়েক জনকে প্রতি মাসে 'স্কোয়াশ ও শিক্ষা বৃত্তি' দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: এ মুহূর্তে কতজন আন্তর্জাতিকমানের খেলোয়াড় রয়েছেন?

কামরুল ইসলাম: একসময় আমাদের আন্তর্জাতিক মানের ৪/৫ জন পুরুষ খেলোয়াড় থাকলেও কখনো কোনো নারী খেলোয়াড় ছিল না। তবে সেই বাধা পেরিয়ে এ মুহূর্তে বিভিন্ন বয়সের আন্তর্জাতিক মানের ১৯/২০ জন পুরুষ এবং ৬/৭ জন নারী খেলোয়াড় রয়েছেন।

প্রশ্ন: আচ্ছা, আমাদের কোচিং মান এখন কেমন?

কামরুল ইসলাম: সবকিছু বিবেচনা করলে আমাদের কোচিং মান এখনো সন্তোষজনক নয়। তবে এ থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছি। এ পর্যন্ত বেশ কিছু ভালো মানের কোচ তৈরি করেছি। দুইজন নারীসহ কয়েকজন আন্তর্জাতিক লেভেল-১ কোচ দেশে রয়েছেন। এসব কোচ নিয়েই আমরা নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় কাজ করছি।

প্রশ্ন: যাঁরা খেলা পরিচালনা করছেন, তাঁদের মানদন্ডটাই বা কোন পর্যায়ে?

কামরুল ইসলাম: কোচিং মান সন্তোষজনক না হলেও যাঁরা খেলা পরিচালনা করছেন, এক্ষেত্রে আমরা একটা সন্তোষজনক মান অর্জন করেছি। বিদেশি সাহায্য ছাড়াই ইতোমধ্যে ৬/৭টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট তাঁরা সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন।

প্রশ্ন: কোচিং স্টাফ ও টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের আপগ্রেডকরণে পরিকল্পনা নিয়েছেন কি?

কামরুল ইসলাম: কোচিং স্টাফ ও টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের আপগ্রেডকরণে প্রতিবছর নিজস্ব লোক দিয়ে রিফ্রেসার কোর্স, মৌলিক কোচিং কোর্স ইত্যাদি পরিচালনা করে আসছি। তবে বিদেশ থেকে উন্নতমানের কোচ এনে তাঁদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা থাকলেও প্রথম দুই বছর বাস্তবায়ন করা গেলেও অর্থের অভাবে গত দুই বছর সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন: এ মুহূর্তে খেলোয়াড়, কোচ ও টেকনিক্যাল

কর্মকর্তাদের মধ্যে কারা ভালো করছেন?
কামরুল ইসলাম: পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যে শহীদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, রনি দেবনাথ, শাহাদাত হোসেন, মাসুম আহমেদ, সাইমুন ইসলাম, পারভেজ ইসলাম, আমিনুল করিম, আপন ইসলাম, আজিজুল হক এবং নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন মারজান মনিকা, চাঁদনী সরকার, নাবিলা তাবাসসুম, জুঁই, মেঘনা, সিনথিয়া, মনিকা প্রমুখ। এছাড়া কোচ ও টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন রাজু, দুলাল, ফজলে ওয়ালী, সাজু প্রসাদ, সেন্টু চৌহান, আরজু প্রসাদ, হাসিব, শিয়াম, মারজান অন্যতম।

প্রশ্ন: কোন কোন অঞ্চল থেকে মূলত নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে?
কামরুল ইসলাম: ক্লাস রুম স্কোয়াশ কার্যক্রমের কারণে ঢাকার দামালকোর্ট, রজনীগন্ধা, কালশী, মিরপুর, পোস্তগোলা, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম (হালিশহর), গোপালগঞ্জ ইত্যাদি স্থান থেকে মানসম্মত হাতেগোনা স্কোয়াশ খেলোয়াড় বের হচ্ছেন। আমরা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)তে স্কোয়াশ শাখা চালু করতে পেরেছি। সেখান থেকেও ভালো খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন: সরকারি-বেসরকারিভাবে দেশে কয়টি স্কোয়াশ কোর্ট রয়েছে?
কামরুল ইসলাম: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছে দেশে কয়টি স্কোয়াশ কোর্ট রয়েছে, তা জানতে চেয়েছিলাম। তবে আমাদের তথ্য মতে প্রায় ১০০/১১০টি স্কোয়াশ কোর্ট রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এবং জেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাইরে যেসব কোর্ট আছে, তা অন্য কাজে যথা বাসস্থান, জিমনেসিয়াম, স্টোর ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: স্কোয়াশ সামগ্রীর যে মূল্য, সেক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় কীভাবে সহায়তা করছেন?
কামরুল ইসলাম: আমরা আমাদের সাধ্যমতো খেলোয়াড়দের স্কোয়াশ সরঞ্জামাদি দেওয়ার চেষ্টা করছি- যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ক্লাশ রুম স্কোয়াশকে স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটা বড় অন্তরায়। তবে অন্যান্য খেলার মতো ক্রীড়া অধিদপ্তর স্কোয়াশের র‍্যাকেটসহ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে পারে। আমরা কয়েকবার মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে তাদের অনুরোধ করেছি। কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

প্রশ্ন: আপনার সময়কালে আন্তর্জাতিক আঙিনায় সাফল্যের কথা শুনতে চাচ্ছিলাম?
কামরুল ইসলাম: আন্তর্জাতিক আঙিনায় এখনো গর্ব করার মতো সাফল্য পাইনি। ২০১৯ সালে এসএ গেমসে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হারিয়েছি। গত বছর চীনে এশিয়ান গেমস অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে স্বর্ণপদক পেয়েছি। নেপালে আন্তর্জাতিক আন্তক্লাব টুর্নামেন্টে পুরুষ ও নারী উভয় গ্রুপে রৌপ্যপদক লাভ করেছি। উল্লেখ্য প্রথমবার নারী স্কোয়াশ খেলোয়াড়রা কোনো আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণ করে এ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

প্রশ্ন: দায়িত্ব পালন শেষে স্কোয়াশটা কোথায় রেখে যেতে চান?
কামরুল ইসলাম: দায়িত্ব পাওয়ার পর স্বউদ্যোগে সুনির্দিষ্ট দশটি টার্গেট ঠিক করে কাজ শুরু করেছিলাম। এক. এসএ গেমসে পদক পুনরুদ্ধার; দুই. মানসম্মত নারী স্কোয়াশ দল; তিন. বছরে ৪ থেকে ৬টি ঘরোয়া টুর্নামেন্ট; চার. বছরে ২ থেকে ১টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট; পাঁচ. ১০ থেকে ১২ জন দেশি কোচ তৈরি; ছয়. ৪ থেকে ৫ জন আন্তর্জাতিক কোচ তৈরি; সাত. ফেডারেশন সচল; আট. মৃতপ্রায় স্কোয়াশকে জাগ্রত; নয়. প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি; দশ. প্রস্তাবিত স্কোয়াশ কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে প্রথম নয়টি টার্গেট পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু শেষ টার্গেটে এখনো পৌঁছতে পারিনি। তবে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছি। আশা করছি, শিগগিরই স্কোয়াশ কমপ্লেক্স নির্মাণ বাস্তবায়ন করতে পারব। এ মুহূর্তে স্কোয়াশের মান যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো। আমার বিশ্বাস, এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে আন্তর্জাতিক স্কোয়াশে অনেক এগিয়ে যাব। ভালো ফলাফল করব। আমি স্কোয়াশের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, মানসম্মত মানবসম্পদ সৃষ্টি, ক্লাস রুম স্কোয়াশের মাধ্যমে বিপ্লব সৃষ্টি, স্কোয়াশকে সাধারণ মানুষের খেলায় পরিণত করা- সর্বোপরি আন্তর্জাতিক স্কোয়াশে বাংলাদেশকে গৌরবময় আসনে রেখে যেতে চাই।

৭৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা সচিবালয়ে সংযুক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পরিদর্শনে আসেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রয়েছে প্রেরণা

মোস্তফা তারিক আল বান্না

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের মাটিতে শুরু হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সেরা সাফল্য একবার সেমিফাইনালে উঠা। তাই আসন্ন টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচকেই মনে করতে হবে এক একটি ফাইনাল। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনেক প্রেরণা রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ 'এ' গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। এই তিন দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ ওয়ানডেতে এর আগে কমবেশি জয়লাভ করেছে। ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ২০০২ ও ২০১৩ সালে শিরোপা জেতে এবং ২০০০ ও ২০১৭ সালে রানার্সআপ হয়। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে ৪১ বার। একটি ম্যাচে কোনো ফলাফল হয়নি। বাকি ৪০ ম্যাচে বাংলাদেশ ৮ বার জিতেছে। আর ভারত জিতেছে ৩২ বার। দুই বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত বেশি ম্যাচ জিতবে এটাই স্বাভাবিক। ভারত যেখানে ওয়ানডে খেলছে ১৯৭৫ সাল থেকে, সেখানে বাংলাদেশ অফিশিয়ালি খেলছে ১৯৯৭ সালে ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভের পর থেকে। তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো দুই দলের সবশেষ ৫ ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে ভারতের চেয়ে। এই শেষ ৫টি ওয়ানডেতে বাংলাদেশ জিতেছে ৩টিতে, আর ভারত জিতেছে ২টিতে। ২০২২ সালের ৪ ডিসেম্বর মিরপুরে বাংলাদেশ ১ উইকেটে জয়লাভ করে। একই বছরের ৭ ডিসেম্বর একই ভেন্যুতে বাংলাদেশ ৫ রানে জয়লাভ করে। একই সিরিজে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের ম্যাচে অবশ্য ২২৭ রানের ব্যবধানে ভারতের কাছে পরাজিত হয়। ২০২৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের ম্যাচে বাংলাদেশ ৬ রানে ভারতকে হারিয়ে দেয়। আর ভারতের পুনেতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচে স্বাগতিকরা ৭ উইকেটে বাংলাদেশকে পরাজিত করে। ম্যাচের ফলাফলের ব্যবধান যেটাই হোক, শেষ ৫ ম্যাচে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে, এটাই প্রেরণা হিসেবে নিতে হবে লাল-সবুজের দলটিকে। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে মোট ৩৯ বার। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানও ভারতের মতো ১৯৭৫ সাল থেকে ওয়ানডে ক্রিকেট খেলছে। ফলে অনেক অভিজ্ঞ দল পাকিস্তান স্বাভাবিকভাবেই ওয়ানডে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি জিতবে, এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান মোট ৩৪ বার জিতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। আর বাংলাদেশ জিতেছে ৫ বার। তবে সবশেষ ৫ বারের লড়াইয়ে পাকিস্তান যেখানে ৩ বার জিতেছে, সেখানে বাংলাদেশ জিতেছে ২ বার। ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশ মিরপুরে পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে। ২০১৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ৩৭ রানে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেয়। ২০১৯ সালের ৫ জুলাই লর্ডসে বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ৯৪ রানে পরাজিত করে পাকিস্তান। ২০২৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর লাহোরে এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দেয় পাকিস্তান। আর ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচে ৭ উইকেটে জয়ী হয় পাকিস্তান। যা-ই হোক, শেষ ৫ ম্যাচে ২ জয় অবশ্যই হতে পারে বাংলাদেশের প্রেরণার উৎস। ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশ বেশি ম্যাচ খেলেছে ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড মোট ৪৫ বার মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে একটি ম্যাচের ফলাফল হয়নি। বাকি ৪৪ ম্যাচের মধ্যে কিউইরা ৩৩ বার জিতলেও বাংলাদেশ ১১ বার জিতেছে। অভিজ্ঞ দল নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে খেলছে ১৯৭৫ সাল থেকে। সবশেষ ৫ ম্যাচে ৪ বারই নিউজিল্যান্ড জিতেছে। আর বাংলাদেশ জিতেছে ১ বার। তবে ব্লাকক্যাপসদের বিপক্ষে বাংলাদেশ একেবারে শেষ ম্যাচে বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। ২০২৩ সালে নিউজিল্যান্ডের নেপিয়ারে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের শেষ ওই ম্যাচটিতে বাংলাদেশ ৯ উইকেটে হারিয়ে দেয় স্বাগতিক দলকে। শুধু তাই নয়, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ ১১ জয়ের মধ্যে সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় ব্যবধানের। ম্যাচটিতে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে ৩১.৪ ওভারে মাত্র ৯৮ রানে অলআউট করে অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখিয়ে। বাংলাদেশের শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব ও সৌম্য সরকার ৩টি করে উইকেট পান। তবে সাকিব মাত্র ১৪ রানে ৩টি উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন। বাংলাদেশ মাত্র ১৫.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯৯ রান করে। দলের ইনিংসে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৫১ এবং এনামুল হক বিজয় ৩৭ রান করেন। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অনুষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে। আর সেই আসরেই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে উঠতে সক্ষম হয়। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দুই দলকে ডিঙিয়ে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয়। ইংল্যান্ড 'এ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়, আর বাংলাদেশ হয় রানার্সআপ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে সাকিব আল হাসানের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে শেষ আটে উঠে। সাকিব হন ম্যাচসেরা। ফলে সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সাফল্যও হতে পারে বাংলাদেশের জন্য আরও একটি প্রেরণা। সবমিলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের প্রেরণামূলক অনেক কিছুই রয়েছে। যার ওপর ভর করে বাংলাদেশ একটি ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। তা ছাড়া অনেক স্বল্প সময় ধরে ওয়ানডে খেললেও বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটি লড়াকু দলে পরিণত হয়েছে। ওয়ানডেতে বাংলাদেশ নতুন হলেও দুইবার বিশ্বকাপের শেষআটে উঠেছে। আর বাংলাদেশ তিন ফরম্যাটের মধ্যে ওয়ানডেতেই সবচেয়ে বেশি ভালো করেছে। বিশ্বের যেকোনো দলই ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে সমীহ করে। 'ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডকে হারাতে সক্ষম বাংলাদেশ'- শুধু এই মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতে হবে লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের। হয়তো সাকিব আল হাসান নেই দলের সঙ্গে। তারপরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সচেষ্ট হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করা অলৌকিক কোনো বিষয় নয়।

৪৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. নিউজিল্যান্ড

২. আয়ারল্যান্ড

৩. ২০২০

৪৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মনিশা দস্তিদার

এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ

কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।-সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১৫ সংখ্যা ■ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রশ্ন : আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কয়টি দেশ অংশ নেবে?

প্রশ্ন : আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কয়টি গ্রুপে খেলা হবে?

প্রশ্ন : আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কয়টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২) ....

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

৪৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। সানজিদা আক্তার (সাজিদা) প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। কামরুন নাহার শিলা, গ্রাম+ডাক- বালিজুড়ি বাজার, থানা- মাদারগঞ্জ, জেলা- জামালপুর-২০৪১ ৬। ইসমাইল হোসেন শিহাব, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর বরিশাল; ৭। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৮। এম এ মালেক, ৮৭/২, জিন্নাপাড়া, মেইন রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা; ৯। নুরজাহান বেগম, কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ১০। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, কাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ১১। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১২। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ১৩। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৫। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ি- ১/বি/১, রোড-২৯, মিরপুর-১২, পল্লবী, ঝিলপাড়, ঢাকা; ১৬। মানজুর আরমান দীপ্র, বিকম ১ম বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি- ১/বি/১, রোড-২৯, মিরপুর-১২, পল্লবী, ঝিলপাড়, ঢাকা; ১৭। মনিশা দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৮। অমিত দস্তিদার মন, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আশকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগাম; ১৯। মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ফরহাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, কেন্দ্রীয় কমিটি, ৭৮/এ আলকরণ ৩ নং গলি (মাজার বাড়ি) ফিরিঙ্গী বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২০। মো. রাফিউল আলম, শান্তিনগর, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, বায়েজিদ, আলমগীর সড়ক, চট্টগ্রাম; ২১। তপন, গণি এ ষ্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ২২। মুক্তা রাণী, বাংলাদেশ টি- স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২৩। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৪। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী লেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া; ২৫। মেহেদী হাসান মামুন, বাসা- জ/৩, ৪র্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ২৬। আবদুল কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ২৭। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলা বাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২৮। নারগিছ আক্তার, প্রযত্নে- আজিজ খান, গ্রাম- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৯। শামীম খান, এলজিআরডি অফিস, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, শেরপুর; ৩০। আয়েশা আক্তার, লামচরী, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর; ৩১। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফি স্কুল স্ট্রিট হাতিরপুল, ঢাকা; ৩২। আব্বাস উদ্দিন, দরবেশকাটা, মকবুলাবাদ, চকোরিয়া, চট্টগ্রাম; ৩৩। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৩৪। কামাল রেজা সুজা, ফুটবলার, প্রযত্নে- আলহাজ মোল্লা সামসুর রহমান, মুজগুন্নী মেইন রোড, থানা- খালিশপুর, জেলা- খুলনা; ৩৫। শবনম খান, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা;

৪৮ বর্ষ ১১ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. সালাহউদ্দিন ডলার

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

ওমর ফারুক রুবেল

জাতীয় হকি দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন একসময়ে টার্ফের তুখোড় খেলোয়াড় আ ন ম মামুন উর রশিদ

হকিতে কোচের দায়িত্বে ফিরলেন মামুন উর রশিদ

নতুন দেশ, নতুন ক্রীড়াঙ্গন। নতুনত্বের আবহে শুরু হয়েছে দেশের ক্রীড়া কার্যক্রম। সেই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ৯ বছর পর জাতীয় হকি দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন একসময়ে টার্ফের তুখোড় খেলোয়াড় আ ন ম মামুন উর রশিদ। সবশেষ ২০১৫ সালে ওয়ার্ল্ড হকি লিগে জাতীয় দলের কোচ ছিলেন মামুন। ১৭-২৭ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠেয় এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টে দলকে পরিচালনা করবেন তিনি।

মামুন ও বিপ্লবের কাঁধে জাতীয় দল

মামুন উর রশিদ সাবেক জাতীয় তারকা খেলোয়াড়। দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় কোচ হিসেবেও দারুণ সফলতা রয়েছে। মেরিনার্সকে ক্লাব ও লিগ চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন। জুনিয়র হকি দলকেও শিরোপা জিতিয়েছেন সাম্প্রতিক সময়ে। ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠেয় এএইচএফ কাপ টুর্নামেন্টে সাবেক দুই অধিনায়কের কাঁধে জাতীয় দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব বর্তাল। ৯ বছর পর জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ফিরে খুশি মামুন। সামনে এশিয়ান হকি ফেডারেশন কাপ বলে দায়িত্বটাকে খুব একটা চ্যালেঞ্জ মনে করছেন না। তবে ফেডারেশনের প্রত্যাশা পূরণ করতে চান পুরোপুরি, 'এশিয়ান হকি ফেডারেশন কাপে দায়িত্ব দিয়েছে ফেডারেশন। ফিরতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। জাতীয় দল নিয়ে কাজ করার আনন্দই আলাদা। চেষ্টা করব আগের মতোই এই টুর্নামেন্টে যেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারি।' তিনি যোগ করেন, 'ইতিবাচক দিক হচ্ছে বেশির ভাগ খেলোয়াড় অনুশীলনের মধ্যে আছেন। কুপার টেস্ট হবে। এ টেস্টের পর আমি তাদের বিপ টেস্ট নিতে চাই। তারপরই খেলোয়াড়দের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। সে আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' এএইচএফ কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে মামুন বলেন, 'আগে ওয়ার্ল্ড হকি লিগে ছিলাম, এবার এএইএফ কাপ। এই আসরে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আগেও। এবারও সেটাই লক্ষ্য।'

সহকারী কোচ বিপ্লব

মশিউর রহমান বিপ্লব ২০১৪ সালে ঢাকায় ওয়ার্ল্ড হকি লিগের প্রথম রাউন্ডে ভিডিও বিশ্লেষক হিসেবে জাতীয় দলে কাজ করেছেন। প্রয়াত পাকিস্তানি কোচ নাভিদ আলমের কোচিং স্টাফে যুক্ত ছিলেন সাবেক এ ডিফেন্ডার। মামুন উর রশিদের সঙ্গে বিপ্লবের কম্বিনেশনকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ কোচ হিসেবে মামুন উর রশিদ পরীক্ষিত। অন্যদিকে নিকট অতীতে বিকেএসপি থেকে জাতীয় দলে উঠে আসা অধিকাংশ খেলোয়াড়কে হাতের তালুর মতো চেনা মশিউর রহমান বিপ্লবের। এ প্রসঙ্গে মামুন উর রশিদ বলেন, 'বিকেএসপিতে কাজ করার সুবাদে বর্তমান সময়ের সব খেলোয়াড় সম্পর্কে তার (বিপ্লবের) ধারণা আছে। জাতীয় দলে এটা দারুণ কাজে দেবে। আশা করছি, আমরা দলকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারব।' অতীতে বয়সভিত্তিক দলের কোচ হিসেবে কাজ করলেও সিনিয়র দলকে কোচিং করানোর সুযোগ প্রথমবারের মতো পেলেন মশিউর রহমান বিপ্লব। জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ক বলেন, 'জাতীয় দলে কাজ করার ইস্যুতে আমার সংস্থা বিকেএসপি থেকে অনুমতি পেলে নিজের সেরাটা নিংড়ে দিতে চাই।'

সাক্ষাৎকার নিয়েই অভিজ্ঞ কোচ

রীতিমতো সাক্ষাৎকার নিয়ে জাতীয় হকি দলের কোচ নির্বাচিত করা হয়েছে। হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) প্রধান কোচ চূড়ান্ত বিষয়ে বলেন, 'আমরা বেশ কয়েকজন কোচের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সেই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা হয়েছে।' সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান (অব.), ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য আবু জাফর তপন, হোসেন ইমাম চৌধুরী সান্টা, সাবেক জাতীয় খেলোয়াড় জামাল হায়দারসহ আরও কয়েকজনের সমন্বয়ে একটি প্যানেল ছিল। সেই প্যানেল কোচদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর পর্যালোচনা করে মামুন উর রশিদকে বেছে নেয়।

সাক্ষাৎকার দেননি জুনিয়র দলের কোচ শুভ

জাতীয় দলের সাবেক তারকা খেলোয়াড় মওদুদুর রহমান শুভ বিকেএসপির হকি কোচ। সিনিয়র দলের কোচ নির্বাচক প্যানেলের সামনে এসে সাক্ষাৎকারে অংশ নেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে শুভ বলেন, 'আমি জুনিয়র দল নিয়ে আছি। আপাতত ওটা নিয়েই থাকতে চাই। তাই জাতীয় সিনিয়র দল নিয়ে ভাবছি না। সাক্ষাৎকারে অংশ নিইনি। যদিও জুনিয়রদের ক্যাম্প কবে শুরু হবে, তা ঠিক হয়নি।' বিকেএসপির পাশাপাশি সিনিয়র দলে ২০১৮ সালে মালয়েশিয়ান কোচ গোপীনাথানের সঙ্গে শুভ সহকারীর দায়িত্বে ছিলেন।

এএইচএফ কাপে খেলতে পারছেন না জিমি

এবার জাতীয় দল গঠন নিয়ে আগে থেকে সমালোচনা চলছে। দেশের তারকা খেলোয়াড় রাসেল মাহমুদ জিমিকে কুপার টেস্টে ডাকা হয়নি। বয়সের কারণে আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে! এএইচএফ কাপ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি খেলোয়াড়দের ফিটনেস টেস্ট। হকি ফেডারেশন অদ্ভুত নিয়মে ৩২ বছরের বেশি বয়স যাঁদের, তাঁদের এই টেস্টের জন্য ডাকেনি। সেই হিসাবে হকির তারকা খেলোয়াড় রাসেল মাহমুদ জিমি টেস্ট দেওয়ার চিঠি পাননি। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় চললেও ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত এখনো পরিবর্তন হয়নি।

আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা গত ১৬ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে সম্পন্ন হয়েছে। নক আউট পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও মহানগর হতে ২০টি কলেজ অংশগ্রহণ করে। শাহ মোহছেন আউলিয়া কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয় ও মাস্টার নজির আহমেদ কলেজ রানার্স আপ হয়। চ্যাম্পিয়ন কলেজকে ৩০ হাজার টাকা ও রানার্স আপ কলেজকে ২০ হাজার টাকাসহ ট্রফি ও মেডেল দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিসার জনাব আবদুল বারী।

আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড রেটিং দাবা টুর্নামেন্ট

চট্টগ্রাম চেস একাডেমি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী সিসিএ ৫ম বর্ষপূর্তি ও আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড রেটিং দাবা টুর্নামেন্ট গত ১৮ জানুয়ারি সম্পন্ন হয়েছে। ৬ষ্ঠ রাউন্ড শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম চেস্ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রাকিব-উল-ইসলাম সাচ্চুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ফিদে জোন ৩.২ প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাহাবুদ্দিন শামিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিজেকেএস কাউন্সিলর, সাইফুল আলম খান, উইলো ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপল নাসিমা পারভীন। ৮০ জন রেটেড দাবাড়ুসহ দেশ-বিদেশের ১২৬ দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

শব্দজট-৬২০

সা	বি	না		অ্যা		ঋ	তু	
ই		জ		মে		তু		
ফ		মু		লি		প		তা
হা		ল		য়া		র্ণা		বি
সা	না		রু			চা		থ
ন			মা		হ	ক		আ
	রু	প	না	চা	ক	মা		উ
ফি							দি	য়া
ফা	রু	ক	আ	হ	মে	দ		ল

শব্দজট-৬২০ বিজয়ী
জাহিদুল ইসলাম, ৩য় বর্ষ
ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, টাঙ্গাইল
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল;

শব্দজট-৬২০ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬২০ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। শবনম খান, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। সানজিদা আক্তার (সাজিদা) প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ৬। কামরুন নাহার শিলা, গ্রাম+ডাক- বালিজুড়ি বাজার, থানা- মাদারগঞ্জ, জেলা- জামালপুর-২০৪১ ৭। রোজিনা ইব্রাহিম শ্রিপ্রা, প্রযত্নে- ওবায়েদ-উল-হক, ভবন ২য় তলা, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ৮। মো. আব্দুল মালেক, ৮৭/২, জিন্নাপাড়া, মেইন রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা; ৯। নুরজাহান বেগম, কামাল উদ্দিন লেন, কাদের খান রোড, খুলনা; ১০। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ৪৫/১, কাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ১১। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১২। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৩। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৫। মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ফরহাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, কেন্দ্রীয় কমিটি, ৭৮/এ আলকরণ ৩ নং গলি (মাজার বাড়ি) ফিরিঙ্গী বাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৬। মো. রাফিউল আলম, শান্তিনগর, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, বায়েজিদ, আলমগীর সড়ক, চট্টগ্রাম; ১৭। তপন, গঞ্জি এ ষ্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ১৮। জাহিদুল ইসলাম, ৩য় বর্ষ, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল; ১৯। দাউদ ইসলাম, মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ;

শব্দজট ৬১৯ বিজয়ী
মো. জাকির উল্লাহ পাতা

শব্দজট-৬২২

১								২
							৩	
		৪			৫			
			৬					
		৭						
	৮							

নাম..

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট ৬২২-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি :

১। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলার অনুমতি পাওয়া ইংল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলার । ৩। বিপিএল ১১তম আসরের সিলেট স্ট্রাইকার্স দলের দেশি ক্রিকেটার এর নামের প্রথম অংশ। ৪। এবারের বিপিএল আসরের সিলেট স্ট্রাইকার্স দলের দেশি ক্রিকেটার। ৬। বিপিএল ১১তম আসরের সিলেট স্ট্রাইকার্স দলের বিদেশি ক্রিকেটার যিনি যুক্তরাষ্ট্রের অলরাউন্ডার। ৭। ২০২৪ সালের ফিফার বর্ষসেরা নারী কোচ। ৮। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটসম্যান।

সূত্রঃ উপর-নিচ :

১। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ। ২। ২০২৪ সালের ফিফার বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার । ৪। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক। ৫। বিপিএল ১১তম আসরের ঢাকা ক্যাপিটালস দলের দেশি ক্রিকেটার।

মোঃ আব্বাস উদ্দিন, গ্রামঃ দরবেশকাটা, পোস্টঃ মকবুলাবাদ, থানাঃ চকরিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার, ফোনঃ ০১৫৫৬-৫৮৩৩৬৬

২০। মেহেদী হাসান মামুন, বাসা- জ/৩, ৪র্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ২১। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। আয়েশা আক্তার, গ্রাম- লামচরী, পোস্ট- কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ২৩। রূপম দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই রোড, দক্ষিণ আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৪। অমিত দস্তিদার, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আশকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগাম; ২৫। শ্রী মুক্তা রাণী, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেইন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২৬। মনিশা দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৭। আ: কাদের সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থান+জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৮। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফি স্কুল স্টিট হাতিরপুল, ঢাকা; ২৯। আব্বাস উদ্দিন, দরবেশকাটা, মকবুলাবাদ, চকোরিয়া, চট্টগ্রাম; ৩০। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ৩১। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলা বাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা।

বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক ক্রিকেটার সোহেলী আক্তারকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি

ফিক্সিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ বাংলাদেশের সোহেলী

মো. মুলতানুর রহমান

বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটার সোহেলি আক্তারকে ফিক্সিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে পাঁচ বছর নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ও শাস্তি মেনে নিয়েছেন সোহেলি।

৩৬ বছর বয়সী সোহেলী বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২২ সালের অক্টোবরে। লম্বা সময় খেলায় না থেকেও এক নারী ক্রিকেটারের মাধ্যমে চালিয়েছেন ফিক্সিংয়ের চেষ্টা। আইসিসি জানিয়েছে, সোহেলীর এক ভাই (কাজিন) বাজি ধরেছিলেন বাজিকরের সঙ্গে। এই বাজিকর অসাধু কাজটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন সোহেলীর মাধ্যমে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত মেয়েদের ২০২৩ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দলের কোনো এক ক্রিকেটারকে মুঠোফোনের ম্যাসেঞ্জারে ফিক্সিংয়ের বার্তা পাঠান সোহেলী। সেই ক্রিকেটারকে পেস বলের বিপক্ষে 'হিট উইকেট' হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। দুর্নীতির জন্য বিনিময় হিসেবে সেই ক্রিকেটারকে দেখানো হয় ২০ লাখ টাকার প্রলোভন। এমনকি প্রয়োজন হলে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। ওই ক্রিকেটার অবশ্য অসাধু পথে পা না দিয়ে আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে (এসিইউ) দ্রুতই জানান। দুই বছর আগে এই ঘটনায় সোহেলী এবং ওই নারী ক্রিকেটারের কথোপকথনের অডিও ছড়িয়ে পড়লে দেশের ক্রিকেটে হইচই পড়ে যায়।

সোহেলী আইসিসির দুর্নীতি দমন নীতির পাঁচটি ধারা লঙ্ঘন করেছেন। সব কটিই ম্যাচ বা স্পট ফিক্সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ২.১.১ ধারা অনুসারে সোহেলী ম্যাচ বা স্পট ফিক্সিং করতে অন্যজনকে প্ররোচিত করেছেন। ২.১.৩ ধারা অনুসারে তিনি ফিক্সিংয়ে উৎসাহিত করার জন্য ঘুষ বা পুরস্কার নিয়েছেন কিংবা দিতে চেয়েছেন। ২.১.৪ ধারা অনুসারে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাউকে ম্যাচ কিংবা স্পট ফিক্সিং করতে প্রলুব্ধ করেছেন। ২.৪.৪ ধারা অনুসারে সোহেলী ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পাওয়ার কথা আইসিসিকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ২.৪.৭ ধারা অনুসারে তিনি এসিইউর তদন্তে বাধা দিয়েছেন বা সহায়তা করতে দেরি করেছেন।

তদন্তের কাজে দেরি করানো, প্রমাণ নষ্টের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পাঁচটি বিধি লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সোহেলী। তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে সোহেলীর নিষেধাজ্ঞার শাস্তি কার্যকর শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সোহেলী তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদমাধ্যমে মুখ না খুললেও বিসিবির নারী বিভাগের প্রধান ও পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, 'আইসিসি রায় দিয়েছে। সে মেনে নিয়েছে। সেটা কার্যকর হবে। এখানে বিসিবির কিছু করার নেই। এসব ক্ষেত্রে আইসিসির মতো আমাদেরও জিরো টলারেন্স নীতি'।

উল্লেখ্য অফস্পিনার সোহেলী আক্তার বাংলাদেশ নারী দলের হয়ে ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ২ ওয়ানডে এবং ১৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। টি-টোয়েন্টিতে উইকেট নিয়েছেন ৮টি এবং ওয়ানডেতে ৩টি। পাশপাশি টি-টোয়েন্টিতে ৩ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ৬ রান, ওয়ানডেতে ১ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে রানের খাতা খুলতে পারেননি। প্রায় দুই বছর ধরে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দূরে আছেন সোহেলী।

আশরাফুল, সাকিব ও নাসিরের পর সোহেলী

মোহাম্মদ আশরাফুলের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে বিপিএলে ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ ওঠে। তখন বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রথম সুপারস্টার এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেন এবং জাতির কাছে ক্ষমা চান। পরে আশরাফুলকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে পাঁচ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। আশরাফুল সেই নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ২০১৮ সালে সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরলেও আগের সেই জায়গায় ফিরতে পারেননি। বছর পাঁচেক ক্রিকেট চালিয়ে এখন কোচিংয়ে যুক্ত হওয়া আশরাফুল সর্বশেষ বিপিএলে তিনি রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন।

এরপর সাকিব আল হাসান। ২০১৮ সালে দীপক আগারওয়াল নামের এক বুকির কাছ থেকে তিনবার প্রস্তাব পেয়েও যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে জানাননি তিনি। সাকিব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন আগারওয়াল তাঁর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে জুয়ার কাজে তা ব্যবহার করবেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী দল এসিইউকে যথ াসময়ে না জানানো ছিল তাঁর অপরাধ। সাকিব নিজ থেকে সব দায় মেনে নিয়ে তদন্তের সময় সর্বোচ্চ সহযোগিতা করায় তিনি এক বছরের নিষেধাজ্ঞা পান। ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরেও সাকিবের ক্যারিয়ারের শেষটা মসৃণ হয়নি।

অনেক আগেই জাতীয় দলের বাইরে চলে গেছেন একসময়ের জনপ্রিয় ক্রিকেটার নাসির হোসেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইসিসি দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি টি-টেন লিগে ২০২১ সালের আসরের ম্যাচে দুর্নীতির চেষ্টা করা হলেও সেটি ব্যাহত হয়-এমনটিই জানিয়েছিল আইসিসি। নাসিরসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলেও তাঁদের মধ্যে একমাত্র নাসিরই ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। গত বছরের জানুয়ারিতে শুধু নাসিরকে নিষিদ্ধ করার কথা জানায় আইসিসি। শাস্তির শর্ত পূরণ করতে পারলে আগামী ৭ এপ্রিল ক্রিকেটে নাসির ফিরতে পারবেন বলে জানায় আইসিসি। ফিক্সিং-কান্ডে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা পাওয়াদের তালিকায় বাংলাদেশের চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে এবার যোগ হলো সোহেলী আক্তারের নাম।

সোহেলীর আগে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া বাংলাদেশের অন্য তিন ক্রিকেটার হলেন মোহাম্মদ আশরাফুল, সাকিব আল হাসান ও নাসির হোসেন

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৭
ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭
দৈনিক আজাদ ৭ জুন ১৯৬৭
ঢাকা মোহামেডান=৭ ঢাকা পুলিশ এসি-০
(মুসা-৩, রসুল বক্স-২, গফুর-১, শামসু-১)

মুসার হ্যাট্রিক লাভ
লীগের একতরফা খেলায় পুলিশ দলের বিরুদ্ধে মোহামেডানের জয়লাভ।

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের এক তরফা খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৭-০ গোলে পুলিশ এসি দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড় মুসা পর পর তিনটি গোল করিয়া মৌসুমের প্রথম নিজস্ব হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য যে ইহা মৌসুমের চতুর্থ হ্যাট্রিক। ইহার পূর্বে ফায়ার সার্ভিস দলের সরফুদ্দিন, পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের সুজা ও আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের শিবলী হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইহা পঞ্চম খেলায় চতুর্থ বিজয়। একটি খেলা ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। পক্ষান্তরে পুলিশ এসি দলের সপ্তম খেলায় চতুর্থ পরাজয়। পুলিশ দল দুইটি খেলায় জয়লাভ করে ও একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। খেলা শুরু হইতেই শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলাটিকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আয়ত্তে লইয়া আসেন। খেলার ১১ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের রাইট আউট প্রতাপের একটি পাস রসুল বক্সের পা ঘুরিয়া গফুরের নিকট আসিলে হাফ গফুর দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। খেলার কুড়ি মিনিটের সময় মোহামেডান দলের গফুর একটি বল সম্মুখে ঠেলিয়া দিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু উহা হইতে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতির চার মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা পর পর দুইটি গোল করেন (৪-০)। বিরতির পর দীর্ঘ কুড়ি মিনিট মোহামেডান স্পোর্টিং দলের মুসাকে দিয়া হ্যাট্রিক করাইবার জন্য পুরাভাগের অপরাপর খেলোয়াড়েরা মুসার জন্য বহু বল জোগান দেন। মুসার ব্যর্থতার দরুন মোহামেডান দল বহু গোল করিবার সুযোগ নষ্ট করে। দ্বিতীয়ার্ধের কুড়ি মিনিটের সময় মুসা আকস্মিক একটি বল পাইয়া বাম পা দ্বারা আরও একটি গোল করিয়া নিজস্ব হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন (৫-০)। খেলার শেষ মুহূর্তে বিজয়ী দলের লেফট হাফ রসুল বক্স স্বীয় দলের পক্ষে আরও ২টি গোল করেন (৭-০)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নবী, জহির, তোরাব আলী, পিন্টু, রসুল বক্স, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শাসসু, হাফিজ, মুসা।
পুলিশ এসি : মালাকার, মোহাম্মদ আলী, কায়েস, আখতার, নুরু, ফজলু, এরশাদ, হরিনারায়ণ, হাফিজ, সাত্তার, গফুর।
রেফারি : সুন্না রশিদ।

দৈনিক আজাদ ৮ জুন ১৯৬৭
ইপিআইডিসি-৯ ইপিজি প্রেস-১
(গাজী-৩, হাশেম-২, আসলাম-২, প্রতুল-১, জামান-১) (এরশাদ)

স্টেডিয়ামে মৌসুমের সর্বাধিক গোলদান
প্রেস দলে বিরুদ্ধে ইপিআইডিসির ৯-১ গোলে জয়লাভ।

শক্তিশালী ইপিআইডিসি দল গতকাল বুধবার ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের উত্তেজনাবিহীন একতরফা খেলায় ৯-১ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। চলতি মৌসুমে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে ইহাই সর্বাধিকসংখ্যক গোল দান। ইপিআইডিসি দলের সমঝোতাপূর্ণ খেলা প্রেস দলের খেলোয়াড়দের পর্যুদস্ত করিয়া রাখে। বিগত দিনের খেলোয়াড় খালেক কে প্রেস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলিতে দেখিয়া ক্রীড়ামোদি মহল বিস্মিত হন। তাহার বর্তমান যোগ্যতা ও শারীরিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে কয়েক বছর পূর্বেই তাহার খেলার জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করা উচিত ছিল। হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া ইপিআইডিসি দল বিপক্ষ দলের গেলমুখে প্রথম পর পর আক্রমণধারা রচনা করেন। খেলার ১২ মিনিটের সময় প্রেস দলের গোলমুখে একটি জটলা হইতে ইপিআডিসির লেফট ইন হাশেম দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ২৬ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন হাশেম বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াদের চমৎকারভাবে ডজ দিয়া দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। পরবর্তী দুই মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের লেফট আউট গাজী কর্নার সীমানা হইতে বাম পা দিয়া সরাসরি একটি শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলে গোলরক্ষকে পরাভূত করেন (৩-০)। বিরতি পর্যন্ত ইপিআডিসি দল তিন গোলে অগ্রগামী থাকে। বিরতির তিন মিনিট পূর্ব ইপিআইডিসি দলে রাইট ইন প্রতুল সেন্টার ফরোয়ার্ডের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া পরবর্তী গোলটি করেন (৪-০)। দ্বিতীয়ার্ধের আট মিনিটের সময় বিজয়ী দলের লেফট আউট গাজী, আরও একটি গোল করেন (৫-০)। পরবর্তী মিনিটেই রাইট আউট জামান দর্শনীয় এক শটের সাহায্যে প্রেস দলের গোলরক্ষককে পরাজিত করেন (৬-০)। বিরতির ১৩ মিনিট পর ইপিআসিসি দরের রাইট হাফ লাল মোহাম্মদের একটি লব হইতে লেফট আউট গাজী দিনের সপ্তম গোলটি করেন (৭-০)। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইপিআইডিসি দলের স্টপার গফুর নিষিদ্ধ সীমানায় একটি বল হাত দিয়া আটকাইয়া দিলে প্রেস দল একটি পেনালটি শটের সুযোগ লাভ করে। প্রেস দলের লেফট ব্যাক এরশাদ পেনালটি শট হইতে একটি গোল পরিশোধ করেন (৭-১)। খেলা শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলাম স্বীয় দলের পক্ষে আরও দুটি গোল করেন (৯-১)।

ইপআডিসি: হাকিম, আমিন, গফুর, সাইফুদ্দিন, লাল মোহাম্মদ, আলী হাফিজ, এস জামান, প্রতুল, আসলাম, হাশেম, গাজী।
ইপিজি প্রেস: দিলীপ, আজব আলী, উষাণ, এরশাদ, জিল্লু, রাজ্জাক, ভানু, সুভাষ, খালেক, নিমাই, সামাদ।

দৈনিক আজাদ ৯ জুন ১৯৬৭
রহমতগঞ্জ এমএফএস-২ ওয়ারী ক্লাব-২
(নাজির, শাহজাহান) (নিশীথ-২)
ওয়ারী ও রহমতগঞ্জের মধ্যে পয়েন্ট বণ্টন।

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল বৃহস্পতিবার ওয়ারী ক্লাব ও রহমতগঞ্জ দলে মধ্যে অনুষ্ঠিত স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় উভয় দল পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছে। প্রথমার্ধে রহমতগঞ্জ দল এক গোলে অগ্রগামী থাকে। মধ্যমানের উভয় দলের মধ্যে খেলাটি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল বলিয়া ক্রীড়ামোদিদের ধারণা। খেলোয়াড়দের মধ্যে বলের সুষ্ঠু আদান-প্রদান না থাকায় এবং আক্রমণ রচনা উদ্দেশ্যবিহীন হওয়ায় খেলাটি প্রাণবন্ত হয় নাই। ওয়ারী ক্লাবের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে মোহাম্মদ হোসেন ও নজরের খেলায় দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। খেলার উপযোগী মাঠে উভয় দল আক্রমণ ও পালটা আক্রমণ করিয়া খেলা শুরু করে। খেলার এগারো মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলে লেফট আউট নয়া গোলমুখে একটি বল পাইয়া গোলে শট করিতে ব্যর্থ হন। উনিশ মিনিটের সময় ওয়ারী দলের লেফট আউটের একটি চমৎকার লব রাইট ইন ভুট্টু হেড করিতে ব্যার্থ হন। পরবর্তী মিনিটেই রহমতগঞ্জ দলের নাজির শাহজাহানের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। বিরতির দুই মিনিট পূর্বে ওয়ারী ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিথীথ গোল পরিশোধের একটি সহজ সুযোগ হারান। বিরতির পর ওয়ারী দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা অপেক্ষকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ রাইট ইন ভুট্টুর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া বিপক্ষ দলে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ডজ দিয়া গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলায় সমতা আনেন (১-১)। ৯ মিনিটের সময় ওয়ারী লেফট ইন জামিলের একটি তীব্র শট বারে লাগিয়া ফেরত আসে এবং পরে নিথীথ বলটি গোলে প্রবেশ করান (২-১)। দ্বিতীয়ার্ধের সাতাশ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের সুযোগসন্ধানী রাইট ইন শাহজাহান স্বীয় দলে সেন্টার ফরোয়ার্ডের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া তীব্র এক শটের সাহায্যে ওয়ারী দলের গোলরক্ষক তপনকে পরাভূত করিয়া খেলায় সমতা আনেন (২-২)। খেলা শেষ হইবার তিন মিনিট পূর্বে ওয়ারী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথের একটি দর্শনীয় হাফভলি শট রহমতগঞ্জ দলে গোল রক্ষক অনাথ রক্ষা করেন।

রহমতগঞ্জ এমএফএস: অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, কায়কোবাদ, নাজির, শাহজাহান, বেলাল, গফুর, নয়া।
ওয়ারী ক্লাব: তপন, এইচ খান, মোহাম্মদ হোসেন, ইকবাল, নজর, বেলাল, টি চৌধুরী, ভুট্টু, নিশীথ, জামিল, মাহমুদ।
রেফারী : ইসা খান।

ফায়ার সার্ভিস ও সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের খেলা অমীমাংসিত
ফায়ার সার্ভিস- ০ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের গতকাল অপর খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করিয়াছে। উভয় দলের পুরোভাগের খেলোয়াড় দের ব্যর্থতার দরুন খেলাটি অমীমাংসিত থাকে।
ফায়ার সার্ভিস : মোতালেব, ইলয়াস, আইনুল, জলিল, আবুল, সামাদ, মুনির, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, ওহাব।
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী: বাচ্চু, ইসহাক, সিরাজ, এনতাজ, রফিক, নুরু, মোশাররফ, ইলিয়াস, শাহজামাল, আজিজ, শাহাজউদ্দিন।
রেফারী: মীল কবির উদ্দিন।

দৈনিক আজাদ ১০ জুন ১৯৬৭
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১
আজাদ স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ওয়ান্ডারার্সের জয়লাভ।
ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ২-১ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্ধে উভয় পক্ষ একটি করিয়া গোল দেয়। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব গতকাল অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করায় এবং দ্বিতীয়ার্ধে পুরো ভাগের খেলোয়াড়দের সমঝোতা বজায় থাকায় খেলায় জয়লাভ করা সম্ভবপর হয়। সেন্টার ফরোয়ার্ড ওয়াসী যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিয়া খেলেন। তবে তিনি যদি সহযোগী খেলোয়াড়দের মতো মাঠের সর্বত্র চষিয়া না বেড়ান তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও উন্নত খেলা তিনি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। আনসারের ঝটিকা আক্রমণ বিপক্ষ দলের ভীতির কারণ স্বরূপ ছিল। রক্ষণভাগে আসলাম, নবী বক্স, মুসা, নির্ভরতার পরিচয় দেন। পাক্ষান্তরে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়েরা দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলেন। মাঠ পিচ্ছিল থাকায় খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক খেলা প্রদর্শনে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়।
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব: সান্টু, আফাজ, নবী বক্স, আসলাম, রিয়াজ, জিয়া, ইসমাইল, আনসার, ওয়াসী, আলাউদ্দিন, তসলিম।
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব: আমান, আহমেদ, মোবাশ্বের, নুরুদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, মানিক, আবুল হোসেন, দেবু, শিবলী, আইয়ুব, মিন্টু সরকার।
রেফারী: মোহাম্মদ আলী।

রেলওয়ে দলের জয়লাভ
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২ ঢাকা পুলিশ এসি-০
আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২-০ গোলে পুলিশ এসি দলকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুটি পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান ১১ জুন ১৯৬৭
ঢাকা মোহামেডান-১ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(হাফিজউদ্দিন)
ভিক্টোরিয়া এক গোলে পরাজিত
উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় মোহামেডান দলের জয়লাভ।
গতকাল শনিবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ঢাকা মোহামেডান দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে।
এবার ফুটবল লীগে ভিক্টোরিয়া এই প্রথম পরাজয় বরণ করল। বিজয়ী দলের পক্ষে একমাত্র গোল করেন লেফট ইন হাফিজ উদ্দিন। জয়লাভের জন্য উভয় দল সমানতালে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করে। খেলায় সর্বক্ষণ মাঠে উত্তেজনা বজায় থাকে। ভিক্টোরিয়া দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়গণ গতকাল যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে মোহামেডান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বার বার প্রতিহত করে। ভিক্টোরিয়া দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ইউনুস গতকাল ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ইউনুস একটি মারাত্মক আক্রমণও করতে পারেনি। খেলোয়াড় প্রথমার্ধে কোনো গোল হয় নাই।

দৈনিক পাকিস্তান ১৩ জুন ১৯৬৭
ফায়ার সার্ভিস-০ ইপিজি প্রেস-০
গোল রক্ষকদের দৃঢ়তায় খেলা অমীমাংসিত
ফায়ার সার্ভিস ও ইপিজি প্রেস দলের গোলরক্ষকদের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার ফলে গতকাল সোমবার ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। খেলার শেষার্ধে উভয় দল গোল দেওয়ার জন্য তীব্র গতিতে আক্রমণ শুরু করলেও গোলরক্ষকগণ অত্যান্ত প্রশংসনীয়ভাবে বারবার নিশ্চিত গোলের বল ধরে ফেলেন। খেলার প্রথমার্ধে কোনো দলই গা লাগিয়ে না খেলায় কোনো রূপ আকর্ষণ থাকে নাই। পিচ্ছিল মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়গণ বারবার আছাড় খেয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন। স্বল্পসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে গতকাল খেলা শুরু হয়। ২২ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট ইন ও হাব প্রেস দলের গোল বারের খুব নিকট থেকে ব্যাক ভলি কিক করেন, অল্পের জন্য বলটি বারের সামান্য উঁচু দিয়ে চলে যায়। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে অপেক্ষাকৃতভাবে উভয় দল উন্ন ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় মাঠে উত্তেজনা সঞ্চার হয়। এই সময় এক দিকে প্রেস অপর দিকে ফায়ার সার্ভিস দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়গণ গোল দেওয়ার বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে। ফায়ার সার্ভিস দলের গোলরক্ষক সিতাংসু ও প্রেস দলের গোলরক্ষক দিলিপ চমৎকার খেলে প্রতিপক্ষের গোল দানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিরে সময় প্রেস দলের লেফট হাফ রাজ্জাক ফায়ার সার্ভিস দলের গোলরক্ষক সিতাংশুকে কড়া চার্জ করলে সিতাংশু আহত হন। রেফারী কবির উদ্দিন রাজ্জাককে সতর্ক করে দেন। প্রায় এক মিনিট পর সিতাংশু উঠে রাজ্জাককে আক্রমণ করতে গেলে উভয় দলে খেলোয়াড়দের হস্তক্ষেপে তিনি থেমে যান। দুই মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট ব্যাক দিপু প্রেস দলের জনৈক খেলোয়াড়কে ফাউল করলে রেফারী তাকেও সতর্ক করে দেন। এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস দলের আইনুল কে অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহারের জন্য রেফারী তাকেও সতর্ক করে দেন। খেলার শেষ দিকে মাঠে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে। খেলা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে কিছু বৃষ্টি হয়।
ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, মুজিবর, আইনুল, জলিল, দিপু, আশরাফ, মুসলিম, সরফুদ্দিন, কালাম, ওহাব, আমান।
ইপিজি প্রেস: দিলিপ, এরশাদ, উষাণ, নওয়াব আলী, জিল্লু, রাজ্জাক, ভানু, সামাদ, লুলু, নিমাই, সামাদ (ছোট)।
রেফারী: মীর কবির উদ্দিন।

দৈনিক আজাদ ১৪ জুন ১৯৬৭
রহমতগঞ্জ এমএফএস- ৩ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(শাহজাহান, গফুর, বেলাল)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে রহমতগঞ্জের জয়লাভ।
অপেক্ষকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করিয়া রহমতগঞ্জ এমএফএস দল গতকাল মঙ্গলবার স্টেডিয়ামের স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। রহমতগঞ্জ দলের খেলোয়াড়রা আর একটু তৎপর হইলে আরও অধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করিতে পারিত। ঐতিহ্যবাহী আজাদ স্পোর্টিং দলের খেলা চলতি মৌসুমে ক্রমশ: খারাপ হইতেছে। তাহাদের গতকালের খেলা খুব নিম্নমানের হয়। দল নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক গোলের অগ্রগামী থাকে। বিরতির তিন মিনিটি পূর্বে রহমতগঞ্জ দলের লেফট ইন গফুরের একটি লব হইতে রাইট ইন শাহজাহান দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রহমতগঞ্জ দলের লেফট আউট লেফট ইন গফুরকে একটি বল দিলে গফুর উহা হইতে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করে (২-০)। দ্বিতীয়ার্ধের পঁচিশ মিনিট পর বিজয়ী দলের লেফট আউট নয়াব একটি তীব্য শট আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের গোলরক্ষকের গায়ে লাগিয়া সম্মুখে আগাইয়া আসে। ঐ সময় সেন্টার ফরোয়ার্ড বেলাল দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া বলটি হইতে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)।
রহমতগঞ্জ এমএফএস: অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, নাজির, কায়কোবাদ, শাহজাহান, বেলাল, গফুর, নয়া।
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব: আমান, সিরাজ, মোবাশ্বের, নুরুদ্দিন, গিয়াস, মানিক, আবুল, নাসিম, শিবলী, আইয়ুব, নজরুল।
রেফারী: নূর হোসেন।

(চলবে)

ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব চিন্তা

ইকরামউজ্জমান

নতুন সময়ে নতুন ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে সবার আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তা চেতনা একই রকম নয়। কৃতিত্ববাদিতার ক্রীড়াঙ্গনে হঠাৎ করে ধাক্কা–আর এই ধাক্কা সামনে ক্রীড়াঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে–এটাই স্বাভাবিক। আর তাই যে ক্রীড়াঙ্গনে জবাবদিহি শৃঙ্খলা এবং সুশাসন ছিল না, তা রাতারাতি প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে না।

ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টি অনেক সময় নিজেদের অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এদের কাছে প্রতিষ্ঠানের নীতি এবং আদর্শের কোনো মূল্য নেই। খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, কোচ কারও অধিকার নেই খেলা বা প্রতিষ্ঠানকে জিম্মি করে রাখার–এই কথাগুলো বারবার বলা হলেও 'প্র্যাকটিসে' এর উল্টোটি সব সময় লক্ষণীয় হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা, শৃঙ্খলা এবং আদর্শের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য আর ঐক্যমত তো একটা বেশ বড় ও জটিল বিষয়।

জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান পরিবর্তনের জন্য। এই অভ্যুত্থান মানুষের মধ্যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। মানুষ ভাবছে রাষ্ট্রীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও পরিবর্তন সম্ভব, যদি সবাই মনেপ্রাণে পরিবর্তন চান। পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতা, গতিশীলতা ও পরিবর্তন আনার জিদ। মানুষ পুরোনো ব্যবস্থা কিংবা পুরোনো সঙ্গ ছেদ ঘটিয়ে নতুন শুরু করতে চাচ্ছে। চাচ্ছে ক্রীড়াঙ্গনে রূপান্তর। আর এটি অবশ্যই বড় চ্যালেঞ্জ। এর জন্য বুঝতে হবে ক্রীড়াঙ্গনকে, বুঝতে হবে সংস্কৃতিকে। ক্রীড়াঙ্গনে হঠকারিতা ও বাগাড়ম্বরের সুযোগ নেই। সুযোগ নেই পুরোনো খেলা নতুন করে শুরু করার। পুরোনো খেলায় সীমাবদ্ধ থেকেই আমরা পিছিয়ে আছি।

আমরা যখন ক্রীড়াঙ্গনের কথা বলি, তখন কিন্তু গতানুগতিক নয়, আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবি। ভাবি ক্রীড়াঙ্গনে সুস্থ জীবনবোধ, মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির বিষয়টি। ক্রীড়াঙ্গন দীর্ঘ সময় ধরে আদর্শ শূন্যতা বিরাজ করছে। দেশের ক্রীড়াঙ্গন নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়ে উদাসীন। ক্রীড়াঙ্গন পক্ষপাতদুষ্ট সহজাত ঔদার্য ও সহিষ্ণুতা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বিভাজন আর বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ থেকে ক্রীড়াঙ্গনকে মুক্ত করা ছাড়া উপায় নেই। ক্রীড়াঙ্গনে সংকট উত্তরণ জরুরি কথাটা বলা যত্ত সহজ, তবে বিষয়টি কিন্তু বাস্তবে বাস্তবায়িত করাটা এত সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। মানুষকে জাগিয়ে তোলা। প্রয়োজন হবে ক্রীড়াঙ্গনভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন। আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সম্প্রতি বলেছেন, ক্রীড়াঙ্গনের সব সমস্যার সমাধান এক সঙ্গে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য ধৈর্য ধরতে হবে, পরিবর্তন আসবে কিছুটা সময় লাগবে। তারুণ্যের শক্তি প্রমাণ করেছে পরিবর্তন অবশ্যই সম্ভব।

স্বাধীনতার পর শূন্য থেকে ক্রীড়াঙ্গনকে পূর্ণ করার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আশা নিয়ে। একটি জাতির রূপান্তর এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রীড়াঙ্গনে প্রত্যাশার যে রূপান্তর ঘটেছিল, তা উপলব্ধি করা হয়নি। স্বাধীনতাত্তোর ক্রীড়াঙ্গনে চাহিদার কথা বলা হলেও তা সংশ্লিষ্ট মহলকে ভাবাতে পারেনি। ক্রীড়াঙ্গনে মানুষের ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাদের চিন্তা ও মননকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রধান স্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ছাড়া তো লক্ষ্য সাধন সম্ভব নয়।

যত কথাই বলা হোক না কেন গত ৫৩ বছরে কিন্তু ক্রীড়াঙ্গনে অর্জন নেহাত কম নয়। বিভিন্ন খেলায় ভালো করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। ক্রীড়াঙ্গনের অর্জন শুধু ব্যক্তি বা সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে হবে না, এটি বিবেচিত হতে হবে রাষ্ট্রীয় 'পারসপেকটিভে'। ক্রীড়াঙ্গনের কর্মযজ্ঞ ও সাফল্যের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন থেকে মানুষ ফিরেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা, ক্রীড়া কাঠামোর অভাব এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে ক্রীড়াঙ্গন থেকে জাতির প্রত্যাশা ছিল আরও অনেক বেশি, সেটি পূরণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কথা বলতেই হবে। পেশাদারি তো সাফল্যের অন্যতম উপাদান।

প্রথম থেকেই ক্রীড়াঙ্গনের বেশ কিছু মৌলিক দিক নিয়ে ভাবা হয়নি। ভাবা হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। আর এরই খেসারত জাতি দিয়ে চলেছে। ক্রীড়াঙ্গনের জীবন আর সচেতনতার অভাবে ঐক্যমত অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে সবক্ষেত্রে ঐক্যমত অর্জন সম্ভবও নয় এবং ঝুঁকিপূর্ণও বটে।

বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশটি বিরাট জনসম্পদের অধিকারী (গড় বয়স ২৭) হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অলিম্পিক থেকে পদক জয় তো দূরের কথা, হিটের ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য বিব্রতকর হলেও গা সওয়া হয়ে গেছে। বিগত বছরগুলোতে যখন যে সরকার ক্ষমতায় ছিল, সে সরকারের প্রধান থেকে শুরু করে ক্রীড়াঙ্গন সংশ্লিষ্ট মহলের সবাই অনেক আশ্বাসের কথা শুনিয়েছেন। এসবই ছিল সময় পার করার জন্য। গত ৫৩ বছরেও ক্রীড়াঙ্গন উপযোগী ক্রীড়ানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ভাবা যায়! বারবার বলা হয়েছে ক্রীড়ানীতি প্রণয়নের জন্য সময় দরকার। বারবার সময় চাওয়া হয়েছে। চাইলে কিন্তু এত বছরে ক্রীড়ানীতি প্রণয়ন করা যেত।

প্রথম থেকেই দেশের ক্রীড়াঙ্গন এবং খেলাধুলার চর্চার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির আগ্রহ এবং উৎসাহ কম। অথচ তাদের ভূমিকা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় 'গাইডেন্স' হতে পারত আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বড় পাথেয়। ক্রীড়া সাংবাদিকরা তো নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের ভূমিকা পালন করতে পারবেন। তাঁদের সে সুযোগও নেই। ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব চিন্তা। ক্রীড়াঙ্গনের জীবনে চিন্তার ও বিচার বিবেচনার অভাব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে। এতে করেই ক্রীড়াঙ্গনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। ক্রীড়াঙ্গনে মানবসম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। এই বিষয় নিয়ে দেশের বাইরে সেমিনারেও কথা উঠেছে। বলা হয়েছে মানব উন্নয়ন শুধু শুধু বর্তমানের নয়, মানব উন্নয়ন ভবিষ্যতের। দেশে জেগে ওঠা তরুণেরা হচ্ছে সেই ভবিষ্যৎ। সংগঠিত তরুণরা পারবে না–এমন কিছু নেই। ওদের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ওদের ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনের নীতিনির্ধারকদের উচিত তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রত্যাশা, তাদের সম্ভাবনা, তাদের সামর্থ্যকে কাজে লাগানো।

ক্রীড়াঙ্গনে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার দিনের অবসান দরকার। প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে হবে, সামনে থাকতে হবে। সংস্কারকে ভয় পেলে চলবে না। যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে–সেই পথ ধরেই হাঁটতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে তারুণ্য শক্তিকে আলিঙ্গন করার এটাই সময়। এটাই সময় বৈষম্যহীন সাম্যের ক্রীড়াঙ্গন গড়ার।

বিপিএলে চোখ রেখে যেভাবে দল গঠন করা সম্ভব

মোস্তফা তারিক আল বান্না

সদ্যসমাপ্ত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন খুলনা টাইগার্স দলের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ। পুরো আসরে বাংলাদেশের আরও অনেকেই অসাধারণ পারফর্ম করেছেন। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ জাতীয় টি-টোয়েন্টি দল গঠনে বিসিবির নির্বাচকরা এবারের বিপিএলের ফলাফল থেকে অনেক সহযোগিতা নিতে পারবেন। মানে, বিপিএলে খেলোয়াড়দের ব্যাটিং, বোলিং, অলরাউন্ড নৈপুণ্য পরখ করে দল গোছানোর কাজটা অনেক দূর এগিয়ে রাখতে পারেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) এটা করে থাকে আইপিএলে খেলোয়াড়দের পারফর্ম দেখে। ফলে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত শিরোপা জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ যদি বিপিএল থেকে সহযোগিতা নেয়, তাহলে এশিয়া কাপ কিংবা বিশ্বকাপে বাংলাদেশ শিরোপা না জিতলেও ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয়। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খুব খারাপ খেলেনি। বাংলাদেশ 'ডি' গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে সুপার এইটে উঠেছিল। ওই পর্বে বাংলাদেশ অবশ্য তিন ম্যাচেই পরাজিত হয়। আরও ভালো দল হলে হয়তো সেমিফাইনালের আশা করতে পারত। এবারের বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের মোহাম্মাদ নাইম শেখ ১৪ ম্যাচে ১টি সেঞ্চুরি ও ৩টি হাফ সেঞ্চুরিসহ ৫১১ রান করেন। ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইক রেটে ৪২.৫৮ গড়ে ওই রান করেনম, যা এবারের বিপিএলে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান। ঢাকা ক্যাপিট্যালসের তানজিদ হাসান তামিম দ্বিতীয় সর্বাধিক ৪৮৫ রান করেন একটি সেঞ্চুরি ও ৪টি হাফ সেঞ্চুরিসহ। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৪১.৩৯, গড় ৪৪.০৯। ফরচুন বরিশালের তামিম ইকবাল ১৪ ম্যাচে ১২৯.০৬ স্ট্রাইক রেটে ৩৭.৫৪ গড়ে ৪১৩ রান করেন। দুরন্ত রাজশাহীর এনামুল হক বিজয় ১২ ম্যাচে একটি সেঞ্চুরিসহ ৩৯২ রান করেন। এ ছাড়া, সিলেট স্ট্রাইকার্সের জাকির হাসান ৩৮৯, ঢাকার লিটন দাস ১১ ম্যাচে ৩৬৮, খুলনার মেহেদি হাসান মিরাজ ১৪ ম্যাচে ৩৫৫, চিটাগং কিংসের শামীম হোসেন পাটোয়ারি ১৫ ম্যাচে ৩৫২, চিটাগংয়ের পারভেজ হোসেন ইমন ১৩ ম্যাচে ৩৩৮, রাজশাহীর ইয়াসির আলি ১২ ম্যাচে ৩৩৬, খুলনার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ১৪ ম্যাচে ৩১৬ এবং বরিশালের তাওহিদ হৃদয় ১৪ ম্যাচে ৩১২ রান করেন। এই তালিকা থেকেই জাতীয় দলের জন্য ৬/৭ জন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার সহজেই বাছাই করা সম্ভব। আর সেটা হবে পারফেক্ট বিচার। রাজশাহীর তাসকিন আহমেদ ১২ ম্যাচ থেকে সর্বাধিক ২৫টি উইকেট পেয়েছেন। চিটাগং কিংসের খালেদ আহমেদ ১৪ ম্যাচে ২০টি উইকেট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন পাকিস্তানের ফাহিম আশরাফ ও আকিফ জাবেদের সঙ্গে যৌথভাবে। এ ছাড়া, বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে খুলনার আবু হায়দার রনি ১০ ম্যাচে ১৭টি, চিটাগংয়ের শরিফুল ইসলাম ১৪ ম্যাচে ১৭টি, সিলেটের তানজিম হাসান সাকিব ৯ ম্যাচে ১৬টি, চিটাগংয়ের আলিস আল ইসলাম ১৩ ম্যাচে ১৫টি, খুলনার হাসান মাহমুদ ১৩ ম্যাচে ১৪টি, খুলনার নাসুম আহমেদ

১২ ম্যাচে ১৩টি, ঢাকার মোস্তাফিজুর রহমান ১২ ম্যাচে ১৩টি, মেহেদি হামান মিরাজ ১৪ ম্যাচে ১৩টি এবং রংপুর রাইডার্সের মোহাম্মাদ সাইফউদ্দিন ১২ ম্যাচে ১২টি উইকেট লাভ করেন। এই তালিকা থেকে সহজেই ৪/৫ জন বিশেষজ্ঞ পেস ও স্পিন বোলার বাছাই করা যেতে পারে। আর ৩/৪ জন ভালো অলরাউন্ডার বাছাই করতে হবে। এবারের বিপিএলে মিরাজ তো সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন চমৎকার অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এ ছাড়া অলরাউন্ডার হিসেবে বরিশালের মাহমুদউল্লাহ, রংপুরের সাইফউদ্দিন, বরিশালের রিশাদ হোসেন, চিটাগংয়ের আলিস আল ইসলাম, রংপুরের মেহেদি হাসানের নাম বাছাই তালিকায় বিবেচনা করা যেতে পারে। এইভাবে ব্যাটার, বোলার ও অলরাউন্ডারের তালিকা করে ১৫ সদস্যের দল বেশ সহজেই তৈরি করা যায়। আর সেখান থেকে ম্যাচের একাদশও ভালোভাবেই গঠন করা সম্ভব প্রতিপক্ষের শক্তি যাচাই করে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেট নির্বাচকেরা এভাবে দল গঠন করেন না। তা করলে তামিম ইকবালকে টানা ৫ বছর টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে রাখতেন না তারা। জাতীয় দল কীভাবে গড়তে হবে মনে হয়, সেটারই একটা গাইডলাইন দেওয়া দরকার নির্বাচকদের জন্য। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান-প্রতিটি দলই যেকোনো বড় আসরের আগে দল গঠন নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান, যাচাই-বাছাই করে থাকে। একমাত্র বাংলাদেশ দল গঠন হয়ে থাকে চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করে। অর্থাৎ 'অমুককে বাদ দেওয়া যাবে না, অমুককে দলে নেওয়াই যাবে না'- এই হিসেবে। ফলে বাংলাদেশ জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া এক হিসেবে যেমন কঠিন, আরেক হিসেবে খুবই সহজ। যেখানে পেশাদারিত্ব দেখা যায় না খুব একটা। ফলে ক্রিকেটে সম্ভাবনাময় দেশ হয়েও বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অথচ, এই বাংলাদেশই দুইবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের শেষ আটে উঠেছে, সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেমিফাইনালে খেলেছে। আমরা পারি, আমাদের যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু আমরা পেছনে পড়ে আছি।

আনওয়ার আহমেদ মুন

ঢেউয়ের কলতান, হেইয়োরে হেইয়ো আর সারিবদ্ধ বৈঠার ছলাত ছলাত শব্দে উত্তাল খুলনার শান্ত রূপসা নদী। উৎসবমুখর পরিবেশে এ নৌকা বাইচ উপভোগ করতে রূপসার দুই তীরে হাজার হাজার দর্শনার্থী জড়ো হন। তারা তীরবর্তী ভবনের ছাদ, বিভিন্ন ঘাট এবং নৌযানের ওপর বসে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। প্রায় তিন বছর পর খুলনায় ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপনের অংশ হিসেবে ৫ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) দুপুরে খুলনার রূপসা নদীতে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা বিভাগীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা রূপসা নদীর এক নম্বর কাস্টমস ঘাট থেকে খানজাহান আলী সেতু পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

তারুণ্যের উৎসবে মাতলো খুলনাবাসী

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব বলেন, নৌকা বাইচ গ্রাম বাংলার একটি ঐতিহ্য। এরই ধারাবাহিকতায় উৎসবমুখর পরিবেশে খুলনাবাসীকে নির্মল বিনোদন উপভোগের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে তারুণ্যের উৎসবের অংশ। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে আমরা তারুণ্যের উৎসব উদযাপন করছি। আমরা চাচ্ছি তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন করে বাংলাদেশটাকে সাজাতে, যেখানে সহযোগিতার নীতি প্রচার করা হবে। একে অপরের কাজে আমরা সহযোগিতা করবো এবং তারুণ্যের শক্তিকে প্রকাশ ঘটিয়ে নতুন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। এ সময় নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রধান অতিথি বলেন, আপনারা যারা নৌকা বাইচে অংশগ্রহণ করবেন, আপনাদের সুশৃঙ্খল অংশগ্রহণের মাধ্যমে আজকের এই উৎসবটি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকারের সভাপতিত্বে নৌকা বাইচ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) সুরাইয়া আক্তার জাহান, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মো. রেজাউল হক, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার ও খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা নৌকা বাইচের দশটি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কয়রার সুন্দরবন টাইগার্স নামক নৌকা বাইচ দল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে যথাক্রমে জয় মা কালী ও মোবাইল বাছাড়ী নৌকা বাইচ দল। প্রথম স্থান অর্জনকারী দলকে ৭৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ৫০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।

এ সময় বাইচ নির্বিঘ্ন করতে নদীতে জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা টহল দেয়। এর আগে, নৌকা বাইচ উপলক্ষ্যে ওই দিন সকাল ১১টায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগরীর শহীদ হাদিস পার্ক থেকে শুরু হয়ে এক নম্বর কাস্টমস ঘাটে গিয়ে শেষ হয়।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) উদ্বোধন করেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার। উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি মো. রেজাউল হক, প্রাথমিক শিক্ষার উপপরিচালক ড. মো. শফিকুল ইসলাম ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপ পরিচালক আবুল হোসেন হাওলাদার

বাইক রেসে অংশগ্রহণকারীরা

পাহাড়ি সড়কে বাইক রেস

সাদিকুর রহমান সাকী

উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছেন বাইকাররা। পাথুরে দুর্গম পথে তাঁদের বাইকের ছুটেচলা দেখতে ভিড় করেছেন অনেকে। প্রতিযোগী কিংবা দর্শক উভয়ের জন্য এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা। পাথুরে জনপদ হিসেবে পরিচিত জাফলংয়ে এ রকমই এক ব্যতিক্রমী আয়োজন করে 'মোটো ম্যাডনেস বিডি'। নামে মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতা হলেও এর সেগমেন্টগুলো ছিল অসাধারণ। মূল প্রতিযোগিতা ছিল দুই সেগমেন্টে বিভক্ত, ডার্ট বাইক রেসিং এবং কমিউটার বাইক রেসিং। আমাদের দেশের বাইকারদের কাছে কমিউটার বাইক রেসিং পরিচিত এবং তাতে তাঁরা অভিজ্ঞ। কিন্তু ডার্ট বাইক রেসিংটা একেবারেই নতুন। তাই বাইকারদের সেই অভিজ্ঞতাটা দিতেই ব্যতিক্রমী এই আয়োজন করে বাংলাদেশ বাইকিং কমিউনিটি।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি সিলেটের জাফলংয়ে মোটরসাইকেল রেসারের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় এই ব্যতিক্রমী অফ-রোড ট্রেক ট্রেইল প্রতিযোগিতা মোটো ম্যাডনেস বিডি ২০২৫। বাংলাদেশ বাইকিং কমিউনিটির আয়োজনে ও দেশি বাইকার-এর পার্টনারশিপে দিনব্যাপী এই ট্রেক ট্রেইলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ৭৫ জন রেসার অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজনের মূল প্রতিযোগিতা দুই সেগমেন্টে বিভক্ত ছিল, ডার্ট বাইক রেসিং এবং কমিউটার বাইক রেসিং। নির্ধারিত ট্রেই ট্রেলে প্রত্যেক রেসার একে একে কমিপট করেন এবং সবচেয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ট্রেক কমপিট করা রেসার বিজয়ী হন। কনটেস্ট শেষে ডার্ট বাইক সেগমেন্টে ১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জন এবং কমিউটার বাইক সেগমেন্টে ৬০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১২ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ব্যতিক্রমী এই আয়োজনটি অসাধারণ উল্লেখ করে রেসাররা বলেন, এটা তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আয়োজনে অংশ নিলেও এটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বিশেষ করে ডার্ট বাইক রেসিং নিয়ে এমন মন্তব্য তাঁদের। এমন আয়োজন যেন এখন থেকে প্রতিবছর হয়, সেই দাবি জানান তারা।

মোটো ম্যাডনস বিডির আয়োজক এইচআর হাসিব বলেন, 'একজন রেসার যাতে মহাসড়কে নয়, বরং নির্ধারিত ট্রেকে রেস করেন, এই বিষয়টি আমরা প্রমোট করছি। আমাদের দেশে এখন একজন আন্তর্জাতিক মোটরকার রেসার আছেন অভীক আনোয়ার। আমরা বিশ্বাস করি, একদিন এখান থেকে মোটরসাইকেল রেসাররা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন'।

ঢাকা থেকে আগত বাইকার আবদুল্লাহ ইশতিয়াক বলেন, আমরা প্রায়ই দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ করি, কিন্তু এর আগে কখনোই ডার্ট রেসিং অনুশীলন করিনি। এটি আমাদের জন্য প্রথমবার। আমি বিশ্বাস করি, এই বিভাগ খেলাধুলায় স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য, যাতে আমরা একদিন আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারি। বাংলাদেশে কাওয়াসাকির প্রধান রেসার এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আবু সাঈদ বলেন, 'এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ ও নতুন দিগন্তের উন্মোচন। বাংলাদেশে রেসিংয়ের ধারণা ধীরে ধীরে বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। এই পাথুরে ট্রেইলগুলো অফ-রোড ট্রেক রেসিংয়ের জন্য উপযুক্ত। আমি বিশ্বাস করি, আমরা একদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিযোগিতা করব'।

রেসিংয়ের মূল ইভেন্ট ছাড়াও রয়্যাল এনফিল্ড, সিএফ মোটরস ও ইয়ামাহা এর সৌজন্যে বিভিন্ন মোটরসাইকেলে টেস্ট ড্রাইভের সুবিধা রাখা হয়, যেখানে কয়েক শ মোটরসাইকেলপ্রেমী নিজেদের পছন্দের বাইক চালিয়ে দেখার সুযোগ পান।

তারুণ্যের উৎসব জুনিয়র (অ-১৯) বালক ও বালিকা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে সাবেক খেলোয়াড় রুমানা আহমেদ, নাসরিন আলম, মরিয়ম তারেক, ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেনসহ অন্যরা

ভারতের শিরোপা, প্রোটিয়াদের কান্না

মো. মনির উদ্দিন

সিনিয়রদের হোক কিংবা জুনিয়রদের, ছেলেদের হোক অথবা মেয়েদের; ক্রিকেটের এক একটি বিশ্বকাপ মানেই যেন দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য স্বপ্নভঙ্গের অন্য নাম! যার সর্বশেষ উদাহরণ নারী অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত এবারের আসরে একের পর এক ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে গিয়েছিল প্রোটিয়া মেয়েরা। তারপর দেখা মিলল সেই পুরোনো ট্র্যাজেডির! চিরায়ত 'চোকার্স' স্বভাবটা মেলে ধরে মাত্র ৮২ রানে অলআউট হয়ে ভারতের কাছে ৯ উইকেটে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। আরও একবার হতাশা আর কান্না সঙ্গী হলো দক্ষিণ আফ্রিকার। এত কাছে গিয়ে সুবাস পেতে পেতেও ছোঁয়া হলো না শিরোপা!

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারত

প্রোটিয়ারা গত এক বছরেই হারিয়েছে ২টি আইসিসি বিশ্বকাপ। ২০২৪ সালের জুনে যুগ্মভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমবার ওঠে রোহিত শর্মার ভারতের বিপক্ষে জিততে জিততে মাত্র ৭ রানে হেরে বসে এইডেন মার্করামের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা। ডেভিড মিলার, হেইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজদের কান্নারত চেহারার দৃশ্য চাইলেই কি মুছে ফেলা সম্ভব? এরপর অক্টোবরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাঠে গড়ানো নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে টানা দ্বিতীয়বার পা রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু না, হলো না। ৩২ রানে ম্যাচ জিতে প্রোটিয়া মেয়েদের দুঃস্বপ্নের সাগরে ভাসিয়ে শিরোপা-উৎসবে মেতে ওঠে নিউজিল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল। ক্রিকেট-বিধাতার কী এক খেয়ালি ইচ্ছা যে আর যা-ই হোক অন্তত দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বকাপ জিততে দেবে না! ওহ-হো কথাটায় একটু বোধহয় ভুল হলো। ক্রিকেটের সব স্তরের আসর বিবেচনায় নিলে প্রোটিয়ারা একটা বিশ্বকাপ অবশ্য জিতেছে। ২০১৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জয় করেছে এর আগে দুবার রানার্সআপ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দল গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা হারিয়েছিল যাদের কাছে, সেই ভারতই এবার প্রোটিয়া মেয়েদের চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে নারী অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রায় একতরফা ফাইনালে ৯ উইকেটে জিতে শিরোপা অক্ষুণ্ন রেখেছে ভারতীয় মেয়েরা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের অধিনায়ক কায়লা রেনেকে। কিন্তু তার সিদ্ধান্তের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারেননি দলের ব্যাটাররা। ভারতের বোলিং আক্রমণের কোনো জবাবই দিতে পারলেন না প্রোটিয়া মেয়েরা। কুয়ালালামপুরের বাইশ গজে প্রথম থেকেই অস্বস্তিতে ছিলেন তাঁরা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত সেই চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন ছয়ে ব্যাট করতে নামা মাইকে ভ্যান ভুরস্ট। ১৮ বলে ২৩ রান করেন তিনি। এ ছাড়া দুই অঙ্কের রান পেয়েছেন ওপেনার জিমা বোথা (১৪ বলে ১৬), পাঁচ নম্বরে নামা কারাবো মিসো (২৬ বলে ১০) এবং সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামা ফা কলিং (২০ বলে ১৫)। ভারতের সফলতম বোলার গোঙ্গাদি তৃষা ১৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৬ রানে ২ উইকেট পারুনিকা সিসোদিয়ার। ৯ রান খরচ করে ২ উইকেট আয়ুষী শুক্লার। এ ছাড়া ২৩ রানে ২ উইকেট বৈষ্ণবী শর্মার। ৮৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুধু ওপেনার জি কমলীনির (৮) উইকেট হারিয়েই জয় নিশ্চিত করে ভারত। অন্য ওপেনার তৃষা গোঙ্গাদি ৩৩ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। তিন নম্বরে নামা সনিকা চালকে অপরাজিত থাকেন ২২ বলে ২৬ রান করে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে এক মাত্র উইকেটটি নেন অধিনায়ক কায়লা রেনেকে। ব্যাট হাতে ৪৪ রান ও বল হাতে ১৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের তৃষা গোঙ্গাদি প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল এবং ৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩০৯ রান ও ৭ উইকেট নেওয়ার সুবাদে টুর্নামেন্টসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতে নেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হয়েছে নারীদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দুবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল ভারতের মেয়েরা। ২০২৭ সালে পরবর্তী প্রতিযোগিতার যুগ্ম আয়োজক বাংলাদেশ এবং নেপাল। সেবার ২০ দেশ খেলবে ছোটদের এই বিশ্বকাপে।

খন্দকার ফজলে সোবহান জাতীয় পেয়ার ডুপ্লিকেট ব্রিজ

শেষ হলো খন্দকার ফজলে সোবহান জাতীয় ডুপ্লিকেট পেয়ার ব্রিজ প্রতিযোগিতা। মহাখালীর রাওয়া ক্লাবের ঈগল চত্বরে সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের পরিচালনায় ২৪টি পেয়ার নিয়ে অনুষ্ঠিত ২য় জাতীয় ডুপ্লিকেট পেয়ার ব্রিজ প্রতিযোগিতা। বাছাই খেলায় প্রথম ১৪ পেয়ার নিয়ে দুই রাউন্ড খেলার পর সাত পেয়ারকে আর্থিক পুরস্কার ও প্রথম ৩ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। বাছাই খেলায় প্রথম ১৪ পেয়ার নিয়ে দুই রাউন্ড খেলার পর সাত পেয়ারকে আর্থিক পুরস্কার ও প্রথম তিনজনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। বাছাই খেলায় বাদ পড়া বাকি ১০ পেয়ার নিয়ে সিলভার প্লেট থ্রি কোয়ার্টার হাওয়েল মুভমেন্ট প্রতিযোগিতায় এক রাউন্ড খেলা শেষে প্রথম তিন জনকে নগদ টাকা সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি খন্দকার ফারুক সোবহান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল ইসলাম তপু। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন গোল্ডেন প্লেট মশিউর রহমান সুমন ও রাশেদুল আহসান নাইম, আরিফুর রহমান রাজীব ও কামরুজ্জামান সোহাগ, প্রান্ত সরকার ও হাসান, বিশ্বজিত ও রাশেদুল হাসান রিপন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সৈয়দ সুজা উদ্দিন, এসকে আমিন ও নাজমুল হাসান কিরণ। সিলভার প্লেট পুরস্কার পেয়েছেন এহসান ও শহীদ, ফারুক হোসেন খান ও সায়েদুর রহমান, মিজানুর রহমান ও এরশাদ উল্লাহ। থ্রি কোয়ার্টার হাওয়েল মুভমেন্ট খেলাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের ডাইরেক্টর আখতার হোসেন ইফতি এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন এহতেশামুল হক।

ফারুক হোসেন খান

বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সিনার-কিজ

আনওয়ার আহমেদ মুন

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এককে টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জিতলেন নাম্বার ওয়ান টেনিস তারকা ইয়ানিক সিনার। ২৩ বছর এই ইতালিয়ান রড লেভার অ্যারেনায় রোমাঞ্চকর ফাইনালে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে জার্মানির আলেকজান্ডার জেভরেভকে পরাজিত করে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা ধরে রাখলেন। এই নিয়ে ক্যারিয়ারে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতলেন ইতালির টেনিস তারকা সিনার। এরমধ্যেই দুই বারই অস্ট্রেলিয়া ওপেন। এর আগে ২০২৪ সালে মেদভেদেভকে হারিয়ে জিতেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এছাড়া গতবছর ২০২৪ সালে ইউএস ওপেনও জিতেছিলেন সিনার।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শিরোপার মাধ্যমে নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে নিকোলা পিয়েট্রানগেলিকে ছাড়িয়ে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের গর্বিত মালিক হলেন সিনার। একইসাথে আন্দ্রে আগাসী, রজার ফেদেরার ও নোভাক জকোভিচের পর চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে এই শতকে মেলবোর্ন পার্কে শিরোপা ধরে রাখার কৃতিত্ব দেখালেন সিনার। ক্যারিয়ারের ১৯তম শিরোপা জয়ে সিনার ছিলেন অবিচল। এনিয়ে টানা ২১ ম্যাচে তিনি অপরাজিত রয়েছেন। সিনার যেখানে একের পর এক কৃতিত্ব দেখিয়ে নিজের শীর্ষস্থান আরো মজবুত করেছেন বিপরীতে জার্মান জেভরেভের বিষয়টি ছিল দারুণ হতাশার। শীর্ষসারির সেরা খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও এখনো তার ঝুলিতে জমা হয়নি কোন গ্র্যান্ড স্ল্যামের শিরোপা। এনিয়ে ক্যারিয়ারে তৃতীয়বার কোন স্ল্যাম ফাইনালে পরাজিত হলেন জেভরেভ।

নয়া রানি ম্যাডিসন কিজ

মেলবোর্ন পার্কে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারলেন না আ্যারিনা সাবালেঙ্কা। গত দু'বছরের পর এবারেও ফাইনালে পৌঁছে হিঙ্গিসের টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের নজির ছোঁয়ার হাতছানি ছিল সাবালেঙ্কার সামনে। ১৯৯৭-৯৯ শেষবার এই কীর্তি গড়েছিলেন হিঙ্গিস। কিন্তু দ্বিতীয় মহিলা টেনিস প্লেয়ার হিসেবে সাবালেঙ্কাকে সেই নজির থেকে বঞ্চিত করলেন প্রতিযোগিতার ১৯তম বাছাই কিজ। বেলারুশ কন্যাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নয়া রানি হলেন আমেরিকান ম্যাডিসন কিজ। মহিলা এককের ফাইনালে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়নকে ৬-৩, ২-৬, ৭-৫ সেটে হারালেন কিজ। সেই সঙ্গে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ পেলেন এ মার্কিন তারকা। দু'ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ের তুল্যমুল্য লড়াইয়ের পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মুকুট উঠলো কিজের মাথায়।

২০১৫ ফ্লাভিয়া পেনেত্তার পর সবচেয়ে বেশি বয়সে (সার্বিকভাবে চতুর্থ) গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির গড়লেন এ মার্কিন-কন্যা। দশ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ৩৩ বছর বয়সে খেতাব জিতেছিলেন ইতালির পেনেত্তার। কিজ জিতলেন ২৯ বছর বয়সে। ২০০৯ সাল থেকে পেশাদার টেনিস খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন কিজে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ১৯তম বাছাই হলেও ডব্লিউটিএ র‍্যাংকিংয়ে কিজ বিশ্বের ১৪ নম্বর খেলোয়াড়। সেই কিজের আগে একবারই কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠতে পেরেছিলেন। সেটি ২০১৭ সালের ইউএস ওপেনে। ঘরের মাঠে স্বদেশি স্লোন স্টিভেন্সের কাছে হেরে গিয়েছিলেন কিজ। সেমিফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই, ফাইনালে শীর্ষ বাছাই শিকার- ২০০৫ সালের পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শীর্ষ দুই বাছাইকে হারানোর কীর্তি গড়লেন কিস।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সর্বশেষ ১০ বারের বিজয়ী

পুরুষ	নারী
২০২৫ : ইয়ানিক সিনার (ইতালি)	২০২৫ : ম্যাডিসন কিস (যুক্তরাষ্ট্র)
২০২৪ : ইয়ানিক সিনার (ইতালি)	২০২৪ : আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ)
২০২৩ : নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	২০২৩ : আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ)
২০২২ : রাফায়েল নাদাল (স্পেন)	২০২২ : এ্যাশলে বার্টি (অস্ট্রেলিয়া)
২০২১ : নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	২০২১ : নাওমি ওমাকা (জাপান)
২০২০ : নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	২০২০ : সোফিয়া কেনিন (যুক্তরাষ্ট্র)
২০১৯ : নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	২০১৯ : নাওমি ওসাকা (জাপান)
২০১৮ : রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড)	২০১৮ : ক্যারোলিন ওজনিয়াকি (ডেনমার্ক)
২০১৭ : রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড)	২০১৭ : সেরেনা উইলিয়ামস (যুক্তরাষ্ট্র)
২০১৬ : নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)	২০১৬ : অ্যাঞ্জেলিক কারবার (জার্মানি)

আর যদি কোনো ট্রফি না-ও জিততে পারেন, তবু ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জয়ের বিশ্ব রেকর্ড নোভাক জোকোভিচকে নিশ্চিতভাবেই ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখবে

অস্তগামী টেনিস-রবি...

মো. মুলতানুর রহমান

রেকর্ড তাঁর নিত্যসঙ্গী। র‍্যাকেট হাতে কোর্টে নামবেন আর একের পর এক রেকর্ড গড়বেন, এ যেন নোভাক জোকোভিচের জন্য ডালভাত! সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়, ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসের ট্রফি কিংবা হাজার মাস্টার্স, কোনো রেকর্ডে নেই তাঁর নাম? সবচেয়ে বেশি সপ্তাহ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকার রজার ফেদেরারের রেকর্ডটিও ভেঙে দিয়েছেন এই সার্বিয়ান টেনিস তারকা। জোকোভিচের রেকর্ডের মুকুটে সবশেষ সংযোজন গ্র্যান্ড স্লাম এককে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি নিজের করে নেওয়া। ৪২৯টি ম্যাচ খেলে এত দিন এই রেকর্ডটির মালিক ছিলেন রজার ফেদেরার। এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পর্তুগালের অবাছাই খেলোয়াড় জাইমে ফারিয়ার বিপক্ষে কোর্টে নেমেই সাবেক সুইস সুপারস্টারকে পেছনে ফেলে ৪৩০টি ম্যাচ খেলার নতুন রেকর্ড গড়ে শীর্ষে নাম লেখান

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের অবিসংবাদিত চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচ চোটের কারণে এবার কি-না সেমিফাইনাল থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন

জোকোভিচ।

প্রিয় গ্রাউন্ডে এক ম্যাচ যাচ্ছিলেন শিরোপার

একের পর জিতে এগিয়ে কাঙ্ক্ষিত দিকে।

কিন্তু সেমিফাইনালে ছন্দপতন! ষষ্ঠ হার্ডলসটা আর পেরোতে পারলেন না জোকোভিচ। সার্বিয়ান তারকাকে আসলে পারতে দিল না ইনজুরি। মাংসপেশির যে চোট তাঁর সঙ্গী হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। ওই চোট নিয়েই শেষ আটে কার্লোস আলকারাজের বাধা পেরিয়েছিলেন ৩-১ সেটে জিতে। সেদিন প্রথম সেটে ইনজুরি টাইমআউট নিয়ে উরুতে টেপ পেঁচিয়ে আবার খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালে জার্মানির আলেক্সান্দার জভেরেভের বিপক্ষে উৎরাতে ব্যর্থ হলেন। অবশ্য চোট নিয়েও প্রথম সেটে দারুণ লড়াই করেছেন। টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হওয়া সেটটি হারেন ৭-৬ গেমে। এক ঘণ্টা ২১ মিনিটের সেই সেটের পর আর চালিয়ে যেতে পারেননি খেলা। ইনজুরির কাছে আত্মসমর্পণ করে নেটের কাছে গিয়ে জভেরেভকে অভিনন্দন জানিয়ে 'ক্ষান্ত' দেন জোকোভিচ। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার চোটে পড়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ২০০৯ সালে অ্যান্ডি রডিকের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে এভাবে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। জমজমাট একটা লড়াই দেখার আশা নিয়ে আসা দর্শকরা কোর্ট ছাড়ার সময় হতাশায় দুয়োধ্বনি পর্যন্ত দিয়েছেন জোকোভিচকে। জভেরেভ অবশ্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি সবাইকে অনুরোধ করব, চোট পেয়ে কোনো খেলোয়াড় বেরিয়ে যাওয়ার সময় কেউ যেন দুয়ো না দেয়। নোভাক ২০ বছর ধরে এই খেলার জন্য অনেক কিছু করেছে। এটা তাঁর প্রাপ্য নয়।'

নোভাক জোকোভিচ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারিনা ছাড়ার সময় প্রশ্নটা উঠলোই, এটাই শেষ নয় তো? অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আর কী দেখা যাবে সর্বকালের অন্যতম সেরা এই টেনিস তারকাকে? ভবিষ্যৎ নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তরটা জোকোভিচ দিয়েছেন দার্শনিকের ভাষায়, 'সুযোগ আছে কি-না, কে জানে! আমরা তো কেউ ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না।'

মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম গড়ালো না। ইতিমধ্যেই জীবনের ৩৭টি বসন্ত পার করে আসা জোকোভিচ ৩৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন আসছে ২২ মে। তিনি যেমন টেনিসের তরে জীবন সঁপে দিয়েছেন, তেমনি টেনিসও তাঁকে দু'হাত ভরে উজাড় করে দিয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড় যে কীর্তি তা হলো টেনিস ইতিহাসের উন্মুক্ত যুগে পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে সবচেয়ে বেশি ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম একক জয়ের বিশ্ব রেকর্ড অর্জন। এর মধ্যে সর্বাধিক ১০টি শিরোপা জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে (২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬,

টেনিসের জীবন্ত কিংবদন্তি সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ

২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২৩)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ বার শেষ হাসি হেসেছেন উইম্বলডনে (২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২২) এবং ৪টি ইউএস ওপেন (২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩) ও ৩টি ফ্রেঞ্চ ওপেনের (২০১৬, ২০২১, ২০২৩) ট্রফি রয়েছে তাঁর শোকেসে। এবার আর মাত্র দুটি হার্ডলস পেরুতে পারলে মাথার উপর উঁচিয়ে ধরতেন আরেকটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা। তাহলে গ্র্যান্ড স্লাম একক ক্যারিয়ারে ২৫তম শিরোপা জিতে বসতেন মার্গারেট কোর্টের পাশে। হয়ে যেতেন নারী-পুরুষ মিলিয়ে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জয়ের বিশ্ব রেকর্ডটির যৌথ মালিক!

এবার হয়নি, তাতে কী? সামনে তো সময় পড়ে রয়েছেই। কিন্তু আবার কবে যে শিরোপা জিতবেন জোকোভিচ, তার কি কোনো ঠিকঠিকানা আছে? একটি, দুটি নয়; এই নিয়ে টানা সপ্তম গ্র্যান্ড স্লাম থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হলো তাঁকে। সবশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইউএস ওপেন টেনিসের ট্রফি তুলে ধরেছিলেন মাথার ওপর। তারপর থেকে চলছে শিরোপা-খরা। এর মধ্যে অবশ্য গত বছরের আগস্টে জিতেছিলেন আকাঙ্ক্ষিত অলিম্পিকের সোনা। সেই ২০০৮ বেইজিং থেকে শুরু। তারপর লন্ডন ২০১২, রিও ২০১৬ ও টোকিও ২০২১। টানা চার অলিম্পিকে ফিরেছিলেন আক্ষেপ নিয়ে। প্রাপ্তি বলতে ছিল মোটে একটি ব্রোঞ্জ, ২০০৮ আসরে। এরপর আরও তিনবার হেরেছেন সেমি-ফাইনালে। অতঃপর পঞ্চমবার চেষ্টায় সাফল্য ধরা দেয় হাতে। ২১ বছর বয়সে মিশন শুরু করে দীর্ঘ ১৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গতবার প্যারিসে ফাইনালে চোট নিয়ে নেমেও স্পেনের কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে জোকোভিচ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সি খেলোয়াড় হিসেবে টেনিসের স্বর্ণপদক গলায় ঝোলানোর রেকর্ড গড়েন।

সুবাদে নতুন এক কীর্তিতে উঠে যায় জোকোভিচের নাম। চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সঙ্গে অলিম্পিক সোনা জয়কে টেনিসে বলা হয় ক্যারিয়ার 'গোল্ডেন স্লাম'। টেনিস ইতিহাসের মাত্র পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে এই চক্রপূরণ করেছেন সার্বিয়ান তারকা। জোকোভিচের আগে ওই অর্জনের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া অন্য চারজন হলেন- জার্মানির স্টেফিগ্রাফ, যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রে আগাসী ও সেরেনা উইলিয়ামস এবং স্পেনের রাফায়েল নাদাল।

বয়সটা অনুকূলে নয়। তার উপর যোগ হয়েছে ইনজুরি। ২০২৪ সালে জিততে পারেননি কোনো গ্র্যান্ড স্লাম। আচ্ছা, নোভাক জোকোভিচের পক্ষ্যে কী ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জেতা সম্ভব হবে? সব ধরণের প্রতিযোগিতামূলক টেনিস মিলিয়ে ইতোমধ্যে তাঁর শোকেসে জমা হয়েছে ৯৯টি ট্রফি যা উন্মুক্ত যুগে তৃতীয় সর্বোচ্চ শিরোপা জয়ের রেকর্ড। আর মাত্র একটি হলেই পূর্ণ হবে অন্যরকম সেঞ্চুরি। জোকোভিচ সেরা সময়টা যে পেছনে ফেলে এসেছেন তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তাঁর দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনের রাফায়েল নাদাল ৩৮ বছর বয়সে পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন গত বছরের নভেম্বরে। এদিকে জোকোভিচও রয়েছেন বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সায়াহ্নবেলায়। আহা, নতুন শতাব্দীর টেনিসের কিংবদন্তিরাও একে একে মধ্যাহ্নের তেজদীপ্ততা হারিয়ে গোধূলীলগ্নের আবছায়ায় মিলিয়ে যেতে বসেছেন...।

ঢাকা আন্তর্জাতিক ম্যারাথন

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

ঢাকা আন্তর্জাতিক ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে থেকে ১০ হাজারের অধিক দৌড়বিদ অংশ নেন। এবারের আসরের ফুল ম্যারাথনের পুরুষ বিভাগে মো. আল-আমিন এবং মহিলা বিভাগে পাপিয়া খাতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ঢাকার কুড়িল বিশ্বরোড থেকে ৩০০ ফিটে গত ৮ ফেব্রুয়ারি রূপ নিয়েছিল দৌড়বিদদের পদচারণায়। ভোর রাতে এসে প্রতিযোগীরা সকাল থেকে শুরু হওয়া এই দৌড় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়েছেন। ১০ হাজার ১২৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৯ হাজার ৭৬০ জন পুরুষ ও ৭৬৭ জন নারী দৌড়বিদ অংশ নেন।

প্রতিযোগিতার হাফ ম্যারাথনে (২১.০৯৭ কিলোমিটার) পুরুষ বিভাগে মো. আশিক আহমেদ এবং মহিলা বিভাগে রিঙ্কি বিশ্বাস প্রথমস্থান লাভ করেছেন। ১০ কিলোমিটার দৌড়ে বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা সেরা হয়েছেন, তাঁরা হলেন সাধারণ বিভাগ: (পুরুষ) এম সোয়ান, (মহিলা) প্রিয়া আক্তার। প্রথমবার অংশগ্রহণকারী: (পুরুষ) মো. তুহিন আল মামুন, (মহিলা) মোসা. সুমাইয়া আখতার এবং ভেটেরান বিভাগ: (পুরুষ) জসিম উদ্দিন আহমেদ, (মহিলা) ইরি লি কৈকি সেরা হয়েছেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) সভাপতি ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এবারের ম্যারাথনে ১০টি দেশ থেকে একাধিক প্রতিযোগীসহ ম্যারাথনে প্রতিনিধিত্ব করেন। এবারের ম্যারাথনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'রান ফর ইউনিটি, রান ফর হিউম্যানিটি', যা একতা, বন্ধুত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা বহন করে।

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জেলা মৌলভীবাজার। সিলেট বিভাগের এই জেলার বয়স চার দশকের একটু বেশি। এই সময়ের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গনে রয়েছে অনেক অবদান। খেলোয়াড় তৈরি ও খেলাধুলা আয়োজনে নিরলসভাবে কাজ করছেন জেলার নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ।

হাল আমলে ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও দেশের আপামর জনসাধারণের প্রিয় খেলা ফুটবল। মৌলভীবাজারের ফুটবল বলতেই যেন মো. তনজু খান। সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ হয়েও হানিফ মো. খানের কণ্ঠে (নিয়াজ) তনুজর প্রশংসা, 'তনজু ভাই তার জীবনের প্রায় পুরোটাই মৌলভীবাজারের ফুটবলের জন্য দিয়েছেন। এত নিবেদিতপ্রাণ মানুষ মৌলভীবাজার তো বটেই পুরো দেশেই খুব কম রয়েছে। নিজের গাটের পয়সা খরচ করে খেলোয়াড়দের দিয়েছেন দিনের পর দিন। খেলা আয়োজন করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের জেলা ফুটবলে তনজু ভাই অনেক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।'

তনজু এখনো ফুটবলের সঙ্গে সক্রিয় রয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবল নিয়ে ভালো কাজ করছেন জামান আহমেদ। বিকেএসপির সাবেক শিক্ষার্থী ঢাকায় বিভিন্ন স্তরে খেলেছেন। এক যুগের বেশি সময় মৌলভীবাজারের ফুটবল শেখাচ্ছেন বাচ্চাদের। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া, মামুনুল ইসলামদের সঙ্গে এখন এএফসি এ লাইসেন্স করছেন। মৌলভীবাজারের ফুটবল নিয়ে জামানের স্বপ্ন অনেক বড়, 'মৌলভীবাজার থেকে সুফিল, মাসুক মিয়া জনি জাতীয় দলে খেলছে। বিকেএসপিতে মৌলভীবাজারের শিক্ষার্থী বাড়ছে। আমার হাতে গড়া কয়েকজন ইতোমধ্যে জুনিয়র দলেও রয়েছে। আশা করছি সামনের দিনগুলোতে মৌলভীবাজার থেকে সিনিয়র দলে আরও অনেকে জায়গা পাবে।'

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল জায়গাটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ। সেই শ্রীমঙ্গল থেকে উঠে এসেছেন জাতীয় দলের দুই ফুটবলার মাহবুবুর রহমান সুফিল ও মাসুক মিয়া জনি। জাতীয় দলে এক সময় নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার মাসুক মিয়া জনি বলেন, 'শ্রীমঙ্গল ফুটবল একাডেমী থেকে আমার ও সুফিলের ফুটবলের যাত্রা শুরু। একরাম রানা ভাইসহ আরও কয়েকজন রয়েছেন যাঁরা জেলার ফুটবলে নিরলসভাবে কাজ করছেন। আমরা এখনো রানিং ফুটবলার হলেও জেলার ফুটবল এবং ক্রীড়াঙ্গনে যতটুকু পারি সময় দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করি।' ২০০৮ সাল থেকে ফুটবল জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাইরে। জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন হলেও মৌলভীবাজারের ফুটবল লিগ অনিয়মিত। এ জন্য সাম্প্রতিক সময়ে মৌলভীবাজার থেকে ভালো মানের ফুটবলার উঠে আসছে না বলে ধারণা জনির, 'গত কয়েক বছর আমাদের জেলায় নিয়মিত লিগ হয়নি। খেলা না হলে তো আর খেলোয়াড় আসবে না।'

ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটের চর্চাও অনেক মৌলভীবাজারে। স্পিডস্টার এবাদত হোসেন,

জামান আহমেদ

মোঃ তনুজ খান

আবুল হোসেন রাজু মৌলভীবাজারের কৃতি ক্রীড়াবিদ। বতমানে অ-১৯ দলে রয়েছে মৌলভীবাজারের একাধিক ক্রিকেটার। মৌলভীবাজারের ক্রিকেট নিয়ে এক যুগের বেশি সময় কাজ করছেন হানিফ খান নিয়াজ। বিসিবি তাকে সিলেট বিভাগীয় ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছে সেটাও বছর সাতেক। মৌলভীবাজার ক্রিকেট দলের দায়িত্বে এক দশকের বেশি সময়। বয়সভিত্তিক পর্যায়ে কাজ করা এই ক্রিকেট সংগঠক বলেন, 'অ-১৪ পর্যায়ে আমাদের সাফল্য যথেষ্ট ভালোই। জাতীয় পর্যায়ে অর্জন রয়েছে। আমাদের একটি ক্রিকেট একাডেমী রয়েছে। এই জেলার তরুণদের মধ্যে ক্রিকেট শেখার আগ্রহ রয়েছে অনেক।'

মৌলভীবাজার ব্রাদার্সের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন হানিফ খান নিয়াজ। এই ব্রাদার্স থেকেই ক্রিকেটার এবাদতের যাত্রা শুরু। এবাদতের জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়াঙ্গনে আবির্ভাব ভলিবলের মাধ্যমে। এরপর সেখান থেকে ক্রিকেটার বনে যাওয়ার গল্প বললেন নিয়াজ, 'রবি পেসার হান্ট একটি কর্মসূচি চালু করে। সেই সময় মৌলভীবাজারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোরে বল করেছিল এবাদত। এর পর থেকে সে পেসার হিসেবে আলোচনায় আসে।'

মোঃ হানিফ খান (নিয়াজ)

ফুটবল, ক্রিকেটের বাইরে জাতীয় খেলা কাবাডিতে মৌলভীবাজারের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। কাবাডিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব আছে জেলাটির। মৌলভীবাজারে ইনডোরে কাবাডি খেলা হয়। শীত মৌসুমে ব্যাডমিন্টনের চলও অনেক মৌলভীবাজারে।

অন্য জেলার মতো মৌলভীবাজারেও পৃষ্ঠপোষকতার সংকট অনেক। জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব কোনো আয় নেই। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সামান্য অনুদানই ভরসা। তাই নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের খেলোয়াড় তৈরির পাশাপাশি আর্থিক দিক নিয়েও দৌড়ঝাপ করতে হয়,' আসলে অর্থ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আমরা তরুণদের খেলার দিকে যেমন উদ্বুদ্ধ করি তেমনি খেলার জন্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়' বলেন জামান ও নিয়াজ।

মৌলভীবাজারে চার বছর ক্রীড়া অফিসার হিসেবে কাজ করছেন মো. মাজহারুল ইসলাম মজিদ। তিনি মৌলভীবাজারের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে সামগ্রিকভাবে বলেন, 'মৌলভীবাজারে একটি জেলা স্টেডিয়াম রয়েছে। আরেকটি সরকারি স্কুলের মাঠ রয়েছে সেখানে খেলাধুলা আয়োজন হয়। গ্যালারি না থাকায় দর্শকদের সমস্যা হয়। অবকাঠামো ও পৃষ্ঠপোষকতার সমস্যার মধ্যে প্রায় প্রতি উপজেলা ও শহরে বেশ কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি রয়েছেন যারা নিরলস কাজ করেন স্রেফ খেলাকে ভালোবেসে। এদের জন্যই মৌলভীবাজারের ক্রীড়াঙ্গন সচল ও জাতীয় পর্যায়ে সুনাম বয়ে আনছে বছরের পর বছর।'

একনজরে সিবগাত

নাম	:	এসএসএম সিবগাত উল্লাহ
পিতা	:	সৈয়দ সারওয়ার আলম
মাতা	:	কাজী সালেহা বেগম
জন্ম তারিখ	:	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
জন্মস্থান	:	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি
ওজন	:	৫৫ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
স্ত্রী	:	শারমিন আক্তার নিহা
ছেলে/মেয়ে	:	একমাত্র মেয়ে সৈয়দা আনবিয়া উমাইমা
ভাই/বোন	:	৩ ভাই দুই বোনের মধ্যে ৪র্থ
পরিচিতি	:	ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন জাতীয় দল
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	জাতীয় জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ অনূর্ধ্ব-১৬ এবং অনূর্ধ্ব-১৮ ২০১৫ এককে চ্যাম্পিয়ন এবং দ্বৈতে রানার্সআপ, ২০১৭ এককে চ্যাম্পিয়ন এবং দ্বৈতে রানার্সআপ, ২০১৯ এককে রানার্সআপ এবং দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন। প্রথম যুব গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ ২০১৮ এককে চ্যাম্পিয়ন এবং দ্বৈতে রানার্সআপ। জাতীয় সিনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০১৮ অংশ নিয়ে ৩য় স্থান।
জাতীয় দলে	:	২০১৯ সাল হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	ইন্টারন্যাশনাল অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৩ নেপাল এবং এসএ গেমস ২০১৮ ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন। ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯ রানার্সআপ। ইউনেস্কো-সানরাইজ বাংলাদেশ জুনিয়র ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ ২০২১ চ্যাম্পিয়ন।
স্মরণীয় খেলা	:	প্রথম যুব গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ ২০১৮
প্রিয় খাবার	:	চাউমিন
প্রিয় রং	:	সাদা
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	বড় বোন (সৈয়দা সাদিয়া সুলতানা)
অবসর কাটে	:	পরিবারের সাথে সময় কাটিয়ে
পছন্দ		খেলাধুলা
ব্যাডমিন্টনে প্রিয় খেলোয়াড়	:	ছোট ভাই গালিব (বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন জাতীয় দলের খেলোয়াড়)
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	:	ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো
খেলোয়াড় না হলে	:	হাফেজ ও আলেম
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করা।
স্বাক্ষর	:	

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

তারুণ্যের উৎসবে প্রাণ ফিরছে ক্রীড়াঙ্গনে

মোরসালিন আহমেদ

উৎসবমুখর পরিবেশে দেশব্যাপী নানারকম খেলাধুলার মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগুচ্ছে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে তারুণ্যের উৎসব শুরু হয়েছিল। এরপর এক এক করে অন্যসব খেলাধুলাও তৃণমূল থেকে শুরু হয়ে জেলা ও বিভাগ শেষে এখন জাতীয় পর্যায় চূড়ান্ত পর্বের উৎসব চলছে। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসবে প্রাণ ফিরছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন। গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ উৎসব আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ পালন করছে।

আর্চারিঃ তারুণ্যের উৎসব ঘিরে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন নীলফামারী, ফরিদপুর, গাজীপুর, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নানা আয়োজন সম্পন্ন করে ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে চূড়ান্ত পর্বের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী আর্চারি প্রতিযোগিতা, পিঠা উৎসব, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও দেশীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল অন্যতম। আনন্দ র‍্যালি দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি এবং আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল। প্রতিযোগিতা শেষে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি তাম্রসহ মোট ১০টি পদক জিতে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে ২টি স্বর্ণ ও ১টি রৌপ্যসহ মোট ৩টি পদক জিতে দলগত রানার্সআপ হয়েছে নড়াইল জেলা। মোট ৮টি ইভেন্টে পুরুষ ও নারীসহ ৫৯ জন আর্চার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুহম্মদ হিরুজ্জামান প্রমুখ।

অ্যাথলেটিকসঃ দেশের আট বিভাগে আন্তঃবিভাগ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ আসরে খুলনা বিভাগ ৫টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৭টি তাম্রসহ মোট ১৫টি পদক জিতে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিভাগ ৫টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি তাম্রসহ মোট ১২টি পদক পেয়ে দলগত রানার্সআপ হয়েছে। অ্যাথলেটিকসের প্রেস্টিজিয়াস ইভেন্ট ১০০ মিটার স্প্রিন্টে চট্টগ্রাম বিভাগের মো. মারুফ হাসান (১১.৪৭ সে.) ও রাজশাহী বিভাগের ওজাইফা খাতুন (১৩.৪৯ সে.) যথাক্রমে দ্রুততম মানব ও মানবী হয়েছেন। চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাঈম আশফাক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম, এনডিসি। চূড়ান্ত পর্বে পুরুষ বিভাগে ১০টি ইভেন্ট ও নারী বিভাগে ৮টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবিভাগ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগ থেকে ২৮ জন অ্যাথলেট, ১ জন কোচ, ১ জন ম্যানেজারসহ মোট ৩০ সদস্যের বিভাগীয় দল অংশগ্রহণ করে। ৮ বিভাগ থেকে মোট ২৪০ জন বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিত করেন।

অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগঃ তারুণ্যের উৎসব ইউসিবি-বাফুফে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ সিলেট বিভাগের চার জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার দিয়ে ২৫ জানুয়ারি মাঠে গড়িয়েছিল। ১ ফেব্রুয়ারি আবুল মাল আব্দুল মুহিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সিলেট পর্বের ফাইনালে মৌলভীবাজার ২-১ গোলে সুনামগঞ্জকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে ম্যাচসেরা হয়েছেন সুনামগঞ্জের জায়েদ খান। টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন মৌলভীবাজারের নুহান আহমেদ। একই দলের সমীর আহমেদ পেয়েছেন সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার। সিলেট পর্ব শেষে এবার ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে চট্টগ্রাম জোন-১ এর খেলা কুমিল্লার ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। জোন-১ অংশ নিচ্ছে স্বাগতিক কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর ও ফেনী। চট্টগ্রাম পর্ব শেষে অবশিষ্ট বিভাগগুলোয় ধারাবাহিকভাবে এ লিগ অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে দেশব্যাপী জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। জেলা পর্যায়ের খেলা শেষে ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে বিভাগীয় পর্যায় এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত পর্বের মধ্য দিয়ে এ আসর শেষ হবে। এ টুর্নামেন্টে ৬৪ জেলার ৪৯৫টি উপজেলা অংশগ্রহণ করছে।

শ্যুটিং: বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি গুলশান শ্যুটিং কমপ্লেক্সে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য এক আনন্দর‍্যালি বের করে। এরপর শ্যুটিংয়ের বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০টি ক্লাবের ১২০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। রাজধানী ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জেলায় শ্যুটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

তায়কোয়ানডো: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়ামে তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন ৩১ জানুয়ারি তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা, ডেমোস্ট্রেশন ও বেল্ট টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জি ইউ কে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রতিযোগিতা ও আনন্দর‍্যালির আয়োজন করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা শুরুর আগে নগরীতে আনন্দর‍্যালি বের করে।

জুডো: তারুণ্যের উৎসব উদযাপনে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন ৭ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি জুডোর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত জুডোকাদের অনাবাসিক জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ারে সাতদিনব্যাপী এ ক্যাম্পে পুরুষ ও নারী জাডোকা অংশগ্রহণ করেন।

রাগবি: বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন এরই মধ্যে ৯টি জেলার ১১টি স্কুলের অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৪ বালক ও বালিকা নিয়ে তারুণ্যের উৎসবের তৃতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেসবল-সফটবল: বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল অ্যাসোসিয়েশন তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফ্রেন্ডশিপ বেসবল ম্যাচের আয়োজন করে। যেখানে বাংলাদেশ দল ও জাপানিজ বেঙ্গল জায়ান্টসের মধ্যকার ম্যাচটি ড্র হয়।

চুকবল: বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ চুকবল অ্যাসোসিয়েশন চুকবল প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণরোধে কর্মসূচি পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে চুকবল প্রতিযোগিতার আগে চট্টগ্রামে পরিবেশ ও শব্দদূষণ প্রতিরোধে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ চুকবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আ ন ম ওয়াহিদ দুলাল।

দাবা: বিভিন্ন বিভাগের বাছাইকৃত খেলোয়াড়, গত ইয়ুথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান প্রাপ্তসহ অন্যান্য খেলোয়াড়রা তারুণ্যের উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের হল রুমে এ উৎসবে বালক ও বালিকা অনূর্ধ্ব-৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬ ও ১৮ বিভাগে ৭ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা: তারুণ্যের উৎসব সামনে রেখে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা নানারকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যাচ্ছে। ১ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট। বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন ও স্বাগতিক বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা রানার্সআপ হয়েছে। টুর্নামেন্ট শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী আঞ্জুম আরা আকসির। এদিকে ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় মহিলা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

যমুনার চরে প্রীতি ফুটবল: তারুণ্যের উৎসব পৌঁছে গেছে প্রান্তিক অঞ্চলেও। ৩১ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী কাওয়াকোলা চরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় চরের খেলোয়াড়দের নিয়ে আকর্ষণীয় এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

শাস্তির মুখে ৭ ক্রীড়া ফেডারেশন ও ৮ অ্যাসোসিয়েশন: তারুণ্যের উৎসব আয়োজনে সরকারি নির্দেশনা থাকলেও কার্যক্রম না করায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের শাস্তির মুখে পড়তে যাওয়া ৭ ফেডারেশন ও ৮ অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন, বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন, বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন, বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন, বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড ও স্নুকার ফেডারেশন, বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন, বাংলাদেশ প্যারা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বাশআপ অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জুজুৎসু অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ খিউকুশীন অ্যাসোসিয়েশন।

শিরোপা ফরচুন বরিশালের

মো. মাহবুবুর রশিদ

বিপিএলে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে উৎফুল্ল ফরচুন বরিশালের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা

ভারসাম্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দল গড়ার পুরস্কার হাতেনাতে পেয়েছে ফরচুন বরিশাল। খেলাধুলায় কাগজে-কলমের হিসেবে সেরা দল অনেক সময়ই চূড়ান্ত সাফল্য পায় না। ভাগ্য ভালো যে, বরিশালকে ওই দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়নি। এজন্যই দেশি ও বিদেশি খেলোয়াড়দের নিয়ে বিপিএলে শক্তিধর দল সাজিয়ে গতবার প্রথম শিরোপা জেতা ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এবারও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে। ফাইনালে চিটাগং কিংসকে ৩ উইকেটে হারিয়ে উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এক যুগের পথচলার ইতিহাসে তৃতীয় দল হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার কীর্তি গড়েছে তারা। বরিশালের আগে পরপর দুই আসরে শিরোপা জিতেছিল ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স (২০১২ ও ২০১৩) ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস (২০২২ ও ২০২৩)।

এক অর্থে দুর্ভাগা চিটাগং কিংস, অন্যদিক থেকে দেখলে আবার ভাগ্যবানও। বিপিএলের প্রথম দুই আসরে অংশ নেওয়া বন্দরনগরীর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি একই মালিকানায় দীর্ঘ এগারো বছর পর টুর্নামেন্টে ফিরে এলেও শিরোপার সুবাস পেতে পেতে অল্পের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ২০১৩ আসরের মতো এবারও রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে চিটাগং কিংসকে, ফাইনালে হেরে যাওয়ায় 'রাজত্ব' আর করা হলো না। এটা যদি হয় মন খারাপের কারণ, তাহলে সান্ত্বনাও আছে। প্লেয়ার্স ড্রাফটে মাঝারি মানের স্কোয়াড গড়েছিল চিটাগং কিংস এবং সাকিব আল হাসান দেশে ফিরতে না পারায় সেটি তুলে দেওয়া হয়েছিল উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ মিঠুনের হাতে। এই দলটির শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠাই তো অনেক বড় কৃতিত্বের, তাও আবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের একেবারে শেষ বলে নাটকীয়ভাবে জিতে। ভাগ্য একটু সহায় হলে এবং ফাইনালে ৯ উইকেট হাতে নিয়েও শেষ চার ওভারে মাত্র ৩১ রান না তুলে কিছুটা মেরেকেটে খেলতে পারলে প্রথমে ব্যাটিং করা চট্টগ্রামের স্কোরটা ১৯৪ রানের বদলে নিশ্চয় দুইশ'র কোটা পেরিয়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে গল্পটা অন্যরকমও হতে পারতো।

'এত কাছে তবু কত দূরে...'। শেষ ওভারে হেরে শিরোপা-স্বপ্ন বিসর্জন দেওয়া চিটাগং কিংস না হয় একটু আক্ষেপ করতে পারে। তবে এবারের বিপিএলে সত্যিকার অর্থে মন খারাপ যদি করতেই হয়, সেটি আসলে করা উচিত রংপুর রাইডার্সের। তারকায় ঠাসা এমন একটা শক্তিশালী দল গড়ার পরও শেষ হাসি হাসতে না পারলে আসলে আফসোসের সীমা-পরিসীমা থাকে না। শুরু থেকে টানা আট ম্যাচ জিতে রীতিমতো আকাশে উড়তে থাকা দলটির আচমকা কী যে হলো একেবারে জিততেই ভুলে যায় এবং পরপর পাঁচ ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকেই বিদায় নেয়! এক এক অবিশ্বাস্য পতন। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন রংপুর রাইডার্সের এমন করুণ পরিণতি মনে করিয়ে দিয়েছে সেই পুরোনো কথাটাই, 'ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা'। ঘুরে দাঁড়ানোর দুর্দান্ত উদাহরণ দেখিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে গ্লোবাল সুপার লিগের শিরোপা উড়িয়ে আনা দলটি বিপিএলে অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে চরম হতাশ করেছে। উপর্যুপরি আট জয়ে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করা রংপুর এরপর গ্রুপ পর্বের শেষ চার ম্যাচে পরাজয়ের পর এলিমিনেটরে মাত্র ৮৫ রানে গুটিয়ে গিয়ে ৯ উইকেটে শোচনীয়ভাবে হেরে বসে খুলনা টাইগার্সের কাছে। এ নিয়ে টানা তিন বিপিএলে প্লে-অফ থেকে বিদায় নিয়ে ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলো ২০১৭ আসরের চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্স।

১২ ম্যাচে ৬ জয়ের সুবাদে ১২ পয়েন্ট নিয়ে নেট রানরেটে এগিয়ে থেকে প্লে-অফে নাম লিখিয়েছিল খুলনা টাইগার্স। এরপর এলিমিনেটরে রংপুর রাইডার্সকে ৯ উইকেটে বিধ্বস্ত করলেও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ইনিংসের একেবারে শেষ বলে ২ উইকেটের পরাজয়ে হৃদয়ভাঙার করুণ গল্পের দেখা পায় মেহেদী হাসান মিরাজের দল। খুলনা 'বাঘের গর্জন' দিতে না পারলেও ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার জিতেছেন দলটির অধিনায়ক। অন্যদিকে খুলনা টাইগার্সের সমান ১২ পয়েন্ট পেয়েও নিট রানরেটে পিছিয়ে থেকে পঞ্চম হওয়া শেষ পর্যন্ত আর প্লে-অফ খেলা হয়নি দুর্বার রাজশাহীর। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক প্রদান ইস্যুসহ নানা কারণে যেভাবে একের পর এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে পদ্মাপারের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি,

ফাইনাল শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

চমক দেখিয়ে ফাইনালে উঠলেও রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে চিটাগং কিংসকে

আরও ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে দলটি হয়তো বা আরও কিছু লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। প্রথম ছয় ম্যাচেই সিরিয়ালে পরাজিত হওয়া ঢাকা ক্যাপিটালসের কপালে জুটেছে ৩ জয় (হার ৯) এবং পয়েন্ট তালিকার ষষ্ঠ স্থানে থেকে শেষ করেছে। মাঠের পারফরম্যান্সে দৈন্য ফুটে উঠলেও বলিউড সুপারস্টার সাকিব খানের মালিকানাধীন রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি মাঠের বাইরের পেশাদারী কর্মকান্ডে তৈরি করেছে প্রশংসনীয় উদাহরণ। পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে থেকে এবারের বিপিএল শেষ করেছে সিলেট স্ট্রাইকার্স। ১২ ম্যাচে কেবল ২টি জয়ের (পরাজয় ১০) দেখা পাওয়া আরিফুল হকের নেতৃত্বাধীন দলটি ২ পয়েন্ট নিয়ে সাত দলের মধ্যে সপ্তম হয়েছে।

একাদশ বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে দুর্বার রাজশাহীকে ৪ উইকেটে হারিয়ে শুরু হয়েছিল ফরচুন বরিশালের এবারের মিশন। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই রংপুর রাইডার্সের কাছে ৮ উইকেটে হেরে ধাক্কা খায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয় সাক্ষাতেও রংপুরের বিপক্ষে ৩ উইকেটে পরাজিত হয় বরিশাল। তামিম ইকবাল বাহিনী লিগ পর্বে আর একটা হারই হজম করেছে, একেবারে শেষ ম্যাচে চিটাগং কিংসের সঙ্গে ২৪ রানে। ১২ ম্যাচে ৯ জয় আর ৩ পরাজয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে প্রথম কোয়ালিফায়ারে চিটাগং কিংসকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে তবেই ফাইনালের টিকিট কাটে ফরচুন বরিশাল।

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামা চিটাগং কিংস ১২১ রানের দুর্দান্ত উদ্বোধনী জুটির পরও নির্ধারিত ২০ ওভারে স্কোরবোর্ডে তুলতে পারে ৩ উইকেটে ১৯৪ রান। ১৬ ওভার শেষে বন্দরনগরীর দলটির সংগ্রহ ছিল ১৬৩/১। ওখান থেকে ডেথ ওভারে ঘুরে দাঁড়ায় ফরচুন বরিশালের বোলার-ফিল্ডাররা। ফলে ৯টা 'জলজ্যান্ত উইকেট' হাতে নিয়েও শেষ ২৪ বলে কেবল ৩১ রান যোগ করতে পারে চিটাগং। মূলত এটাই ছিল বরিশালের পক্ষে যাওয়া ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন (৪৯ বলে অপরাজিত ৭৮), খাজা নাফে (৪৪ বলে ৬৬) ও গ্রাহাম ক্লার্কের (২৩ বলে ৪৪) ব্যাটে ভর করে দুইশ' পেরোনোর দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষের ব্যর্থতায় তা ছুঁতে ব্যর্থ হয় কিংসের ইনিংস। জবাবে তামিম ইকবালের ফিফটি (২৯ বলে ৫৪) ও তাওহিদ হৃদয়ের ২৮ বলে ৩২ রানের সুবাদে ওপেনিং জুটিতে ৮ ওভারেই ৭৬ রান তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ফরচুন বরিশাল। মাঝে কিছু উইকেট গেলেও কাইল মেয়ার্সের ২৮ বলে ৪৬ রানের ইনিংস গন্তব্যের পথে দারুণভাবে ম্যাচে রাখে বরিশালকে। যার ফিনিশিংটা সারেন দুই ছক্কায় ৬ বলে অপরাজিত ২৮ রান করা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। ১৯.৩ ওভারে ৭ উইকেটে জয়ের বন্দরে নোঙর করে টানা দ্বিতীয় শিরোপা উৎসবে মেতে উঠে ফরচুন বরিশাল। ৫৪ রান করে বরিশালকে জয়ের পথ দেখানোর মূল নায়ক অধিনায়ক তামিম ইকবাল পান প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার। বিপিএলের ফাইনালে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নতুন রেকর্ড গড়লো 'তিন পান্ডবের' বরিশাল। এর আগে ২০২৩ আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের ৭ উইকেটে জমা করা ১৭৫ রান টপকে ৭ উইকেটের জয়ে শেষ হাসি হেসেছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস।

এবারের বিপিএলের প্রাইজমানি...

- **চ্যাম্পিয়ন :** ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা (ফরচুন বরিশাল)
- **রানার্সআপ :** ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা (চিটাগং কিংস)
- **তৃতীয় দল :** ৬০ লাখ টাকা (খুলনা টাইগার্স)
- **চতুর্থ দল :** ৪০ লাখ টাকা (রংপুর রাইডার্স)
- **টুর্নামেন্ট-সেরা :** ১০ লাখ টাকা (মেহেদী হাসান মিরাজ)
- **ফাইনাল-সেরা :** ৫ লাখ টাকা (তামিম ইকবাল)
- **সর্বাধিক রান সংগ্রাহক :** ৫ লাখ টাকা (নাঈম শেখ)
- **সর্বাধিক উইকেট শিকারি :** ৫ লাখ টাকা (তাসকিন আহমেদ)
- **উদীয়মান ক্রিকেটার :** ৩ লাখ টাকা (তানজিদ হাসান তামিম)
- **সেরা ফিল্ডার :** ৩ লাখ টাকা (মুশফিকুর রহিম)

বিপিএলের রোল অব অনার...

- **২০১২ :** দল সংখ্যা- ৬, চ্যাম্পিয়ন- ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, রানার্সআপ- বরিশাল বার্নার্স
- **২০১৩ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, রানার্সআপ- চিটাগং কিংস
- **২০১৫ :** দল সংখ্যা- ৬, চ্যাম্পিয়ন- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস, রানার্সআপ- বরিশাল বুলস
- **২০১৬ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- ঢাকা ডায়নামাইটস, রানার্সআপ- রাজশাহী কিংস
- **২০১৭ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- রংপুর রাইডার্স, রানার্সআপ- ঢাকা ডায়নামাইটস
- **২০১৯ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস, রানার্সআপ- ঢাকা ডায়নামাইটস
- **২০১৯-২০ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- রাজশাহী রয়্যালস, রানার্সআপ- খুলনা টাইগার্স
- **২০২২ :** দল সংখ্যা- ৬, চ্যাম্পিয়ন- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস, রানার্সআপ- ফরচুন বরিশাল
- **২০২৩ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস, রানার্সআপ- সিলেট স্ট্রাইকার্স
- **২০২৪ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- ফরচুন বরিশাল, রানার্সআপ- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস
- **২০২৪-২৫ :** দল সংখ্যা- ৭, চ্যাম্পিয়ন- ফরচুন বরিশাল, রানার্সআপ- চিটাগং কিংস

এই নিয়ে পরপর তিন আসরে প্লে-অফ থেকে বিদায় নিয়েছে রংপুর রাইডার্স

ব্যাটে-বলে সেরা যাঁরা...

সদ্য সমাপ্ত এবারের বিপিএলে বিভিন্ন বিভাগে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে উদ্ভাসিত তারকাদের কীর্তিগাথার গল্প তুলে এনেছেন...

মো. মুলতানুর রহমান

রানে সেরা নাঈম শেখ

এবার সবচেয়ে বেশি রান করেছেন নাঈম শেখ। খুলনা টাইগার্সের ২৫ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে এসেছে ৫১১ রান। একটি সেঞ্চুরি ও ৩টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে নাঈম ১৪ ইনিংসে এই রান করেছেন ৪২.৫৮ গড়ে, স্ট্রাইকরেট ১৪৩.৯৪। আর কোনো ব্যাটসম্যান পাঁচশ' রানের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বাধিক ৪৮৫ রান (ইনিংস ১২, গড় ৪৪.০৯) রান করেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। সেরা পাঁচের তালিকার অন্য তিনটি নাম হলো চিটাগং কিংসের ইংলিশ ব্যাটসম্যান গ্রাহাম ক্লার্ক (ইনিংস ১৪, রান ৪৩১), ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক তামিম ইকবাল (ইনিংস ১৪, রান ৪১৩) ও দুর্বার রাজশাহীর এনামুল হক বিজয় (ইনিংস ১২, রান ৩৯২)।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, বিপিএলের ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে কোনো এক নির্দিষ্ট আসরে পাঁচশ' রানের সীমানা পেরিয়েছেন নাঈম শেখ। এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ড রাইলি রুশোর। ২০১৮-১৯ মৌসুমে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ১৩ ইনিংসে ৫৫৮ রান করেছিলেন এই দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান। এ ছাড়া ২০২৩ বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত ১৫ ইনিংসে করেছিলেন ৫১৬ রান। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি রানের সেই রেকর্ড থেকে এবার ৫ রান পেছনে থেমেছেন নাঈম।

উইকেট শিকারে তাসকিন শীর্ষে

শুরুটা নড়বড়ে হলেও লিগ পর্বের শেষ তিন ম্যাচে টানা জয়ে প্লে-অফ খেলার দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েছিল দুর্বার রাজশাহী। যদিও শেষ অব্দি লিগ পর্ব থেকেই বিদায় ঘটে বিতর্কিত এই ফ্র্যাঞ্চাইজির। রাজশাহীর ডানহাতি পেসার তাসকিন আহমেদ নিয়েছেন ২৫ উইকেট, যা এবারের বিপিএলে সর্বাধিক। উইকেটগুলো পেয়েছেন তিনি ১২ ইনিংসে, গড় ১২.০৪ এবং ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৪৯ হারে রান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দুর্দান্ত ফর্ম বিপিএলে টেনে আনা তাসকিন এ ছাড়াও করেছেন আসরের সেরা বোলিং ফিগার ৪-০-১৯-৭ (মিরপুরে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে)। এবার 'ফাইফার' অর্জন করা অন্য ২ বোলার হলেন ফরচুন বরিশালের পাকিস্তানি পেস অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ (৩.১-০-৭-৫, বিপক্ষ সিলেট স্ট্রাইকার্স, মিরপুর) এবং একই ফ্র্যাঞ্চাইজির পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আলী (৪-০-২৪-৫)।

বিপিএলের নির্দিষ্ট এক আসরে সর্বাধিক উইকেটের নতুন রেকর্ড গড়া তাসকিনের পেছনে থেকে দ্বিতীয় সর্বাধিক ২০ উইকেট দখল করেছেন যুগ্মভাবে ৩ জন ফরচুন বরিশালের পাকিস্তানি পেস অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ (১১ ইনিংসে, গড় ১৩.৯০), রংপুর রাইডার্সের পাকিস্তানি বাঁহাতি ফাস্ট বোলার আকিফ জাভেদ (১১ ইনিংসে, গড় ১৪.৩০) ও চিটাগং কিংসের ডানহাতি পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ (১৪ ইনিংসে, গড় ২১.৫৫)। এ ছাড়া ১৭টি করে উইকেট পেয়েছেন ৩ জন রংপুর রাইডার্সের পাকিস্তানি অলরাউন্ডার খুশদিল শাহ (৯ ইনিংসে, গড় ৯.৯৪), খুলনা টাইগার্সের আবু হায়দার রনি (১০ ইনিংসে, গড় ২১.৬৪) ও চিটাগং কিংসের শরীফুল ইসলাম (১৪ ইনিংসে, গড় ২৬.৯৪)। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, এবারের বিপিএলের শীর্ষ উইকেট পাওয়া বোলারদের তালিকার প্রথম ৮ জনই পেসার।

ইমার্জিং প্লেয়ার তানজিদ তামিম

তানজিদ হাসান তামিমের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে ২০২৩ সালের আগস্টে। বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সিতে দেড় বছরের ক্যারিয়ারে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ- দুটি আইসিসি ইভেন্ট খেলেছেন তিনি। ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা ২৪ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ওপেনারের হাতেই উঠেছে এবারের বিপিএলের উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার। ১১তম বিপিএলে একটি সেঞ্চুরি ও ৪টি ফিফটির সাহায্যে ৪৪.০৯ গড় ও ১৪১.৩৯ স্ট্রাইকরেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৪৮৫ রান করেছেন বাংলাদেশের হয়ে ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলা তানজিদ তামিম। টুর্নামেন্টে মোট ৩৬টি ছক্কা মারেন তিনি, যা বিপিএলের এক আসরে স্থানীয় ব্যাটসম্যানদের সর্বাধিক ছয়ের রেকর্ড। নিজে ব্যাট হাতে আলো ছড়ালেও তাঁর দল ঢাকা ক্যাপিটালস মোটেও সুবিধা করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত হয়েছে ষষ্ঠ।

সাধারণত ক্রিকেটের বিভিন্ন আসরে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনভিষিক্ত কিংবা একেবারেই নবীন কোনো খেলোয়াড়কে দেওয়া হয় ইমার্জিং প্লেয়ারের পুরস্কার। সেক্ষেত্রে দুটো আইসিসি ইভেন্ট খেলে ফেলা ৩৯টি

এবারের বিপিএলে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক নাঈম শেখ

সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন তাসকিন আহমেদ

উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন তানজিদ হাসান তামিম

সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেছেন লিটন দাস

আন্তর্জাতিক (ওয়ানডে ২১, টি-টোয়েন্টি ১৮) ম্যাচের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত কাউকে ওই অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করা একটু অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছুটা হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, ইম্প্যাক্ট বিবেচনায় খুলনা টাইগার্সের 'মারকুটে ফিনিশার' মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন কিংবা চিটাগং কিংসের 'রহস্য স্পিনার' আলিস আল ইসলামের মতো ক্রিকেটাররা পেতে পারতেন উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার। বিপিএলে প্রথমবার এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার উদ্যোগটি প্রশংসিত হলেও এর মানদন্ড ঠিক পরিষ্কার হয়নি।

সর্বোচ্চ ইনিংস লিটন দাসের

এবার ৮টি সেঞ্চুরির দেখা মিলেছে যা বিপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বড় ইনিংসটি খেলেছেন লিটন কুমার দাস। ঢাকা ক্যাপিটালসের এই ডানহাতি ওপেনার সিলেটের মাঠে দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে করেন অপরাজিত ১২৫ রান। তাঁর ৫৫ বলের দাপুটে ইনিংসে ছিল ১০টি চার ও ৯টি ছক্কার মার। অন্য ৭ সেঞ্চুরিয়ান হলেন- চিটাগং কিংসের পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান উসমান খান (৬২ বলে ১২৩, বিপক্ষ দুর্বার রাজশাহী), রংপুর রাইডার্সের ইংলিশ ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স হেলস (৫৬ বলে অপরাজিত ১১৩, বিপক্ষ সিলেট স্ট্রাইকার্স, সিলেট), খুলনা টাইগার্সের নাঈম শেখ (৬২ বলে অপরাজিত ১১১, বিপক্ষ রংপুর রাইডার্স, মিরপুর), ঢাকা ক্যাপিটালসের তানজিদ হাসান তামিম (৬৪ বলে ১০৮, বিপক্ষ রাজশাহী, সিলেট) ও একই ফ্র্যাঞ্চাইজির শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরা (৬০ বলে অপরাজিত ১০৩, বিপক্ষ খুলনা টাইগার্স, মিরপুর), চিটাগং কিংসের ইংলিশ ওপেনার গ্রাহাম ক্লার্ক (৫০ বলে ১০১, বিপক্ষ খুলনা টাইগার্স, চট্টগ্রাম) এবং দুর্বার রাজশাহীর এনামুল হক বিজয় (৫৭ বলে অপরাজিত ১০০, বিপক্ষ খুলনা টাইগার্স, চট্টগ্রাম)।

সেরা ফিল্ডার কিপার মুশফিক

একাদশ বিপিএলে আউটফিল্ডে সবচেয়ে বেশি ১৩টি ক্যাচ (১২ ম্যাচে) নিয়েছেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের অধিনায়ক আরিফুল হক। ফরচুন বরিশালের তাওহিদ হৃদয় ক্যাচ নিয়েছেন ১৪ ম্যাচে ৯টি। উইকেটকিপার হিসেবে সর্বাধিক ১৪টি ডিসমিশাল (ক্যাচ ১২, স্ট্যাম্পিং ২) জমা পড়েছে ফরচুন বরিশালের মুশফিকুর রহিমের গ্লাভসে। চিটাগং কিংসের অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে নিয়েছেন ১৩টি ডিসমিশাল (ক্যাচ ১০, স্ট্যাম্পিং ৩) এবং ১১টি করে ডিসমিশাল নিয়েছেন দুর্বার রাজশাহীর আকবর আলী (ক্যাচ ৯, স্ট্যাম্পিং ২) ও রংপুর রাইডার্সের নুরুল হাসান সোহান (ক্যাচ ৮, স্ট্যাম্পিং ৩)। এর মধ্যে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিমের হাতে।

পরিসংখ্যানের বিচারে সবার ওপরে থাকায় মুশফিকের ওই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। তবে নন-কিপারদের মধ্যে ফিল্ডার হিসেবে ১৩টি ক্যাচ নেওয়া আরিফুল ইসলামের অন্তত ৩টি ক্যাচ টুর্নামেন্টের হাইলাইটসে জায়গা পাওয়ার জোর দাবি রাখে। অথচ সেরা ফিল্ডার পুরস্কারে আসেনি তাঁর নাম। উইকেটকিপারকে সেরা ফিল্ডার পুরস্কার দেওয়ার নজির অবশ্য এটিই প্রথম নয়। নানা সময়ে নানা টুর্নামেন্ট এটা দেখা গেছে। আবার ব্যতিক্রমও আছে। আসল প্রশ্ন হলো, সেরাদের বিবেচনার ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড ঠিক করা হয়েছিল কি-না তা নিয়ে ধারণা মেলেনি।

লিটন-তানজিদের বড় জুটি

১৫টি শতাধিক রানের পার্টনারশিপ দেখা গেছে এবারের বিপিএলে, যার মধ্যে দুইশ' রানের গণ্ডি পেরিয়েছে কেবল একটি জুটি। ঢাকা ক্যাপিটালসের লিটন কুমার দাস ও তানজিদ হাসান তামিম সিলেটে রাজশাহীর বোলারদের ইচ্ছেমতো পিটিয়ে ওপেনিং জুটিতে তোলেন ১১৭ বলে ২৪১ রান। এটি বিপিএলের ইতিহাসে ওপেনিংয়ে তো বটেই, এমনকি সব মিলিয়েই সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ। ইতিপূর্বে ২০১৭ আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে মিরপুরে দ্বিতীয় উইকেটে ২০১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল (৬৯ বলে অপরাজিত ১৪৬) ও নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (৪৩ বলে

সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পাওয়া মুশফিকুর রহিম সন্তানদের সঙ্গে

ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন

অপরাজিত ৫১)। এবার দ্বিতীয় সর্বাধিক ১৮৬ রানের জুটি (দ্বিতীয় উইকেটে) বেঁধেছেন রংপুর রাইডার্সের সাইফ হাসান ও অ্যালেক্স হেলস (সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে)।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের নায়করা

কমপক্ষে ৩০০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে স্ট্রাইকরেট ১৫০ ছাড়িয়েছে ৫ জনের; ৩ জন দেশি এবং ২ জন বিদেশি। এবারের বিপিএলে বিস্ফোরক ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রথমেই আসবে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের নাম। খুলনা টাইগার্সের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ১২ ইনিংসে করেছেন ৩১৬ রান, গড় ৩৫.১১ হাফ সেঞ্চুরি কেবল একটি (অপরাজিত ৫৯)। তবে আসল ঘটনা হলো চোখ কপালে তোলার মতো তাঁর স্ট্রাইকরেট- ১৭৪.৫৮! বোলারদের চোখের জল আর নাকের জল এক করে ১৫৯.২৭ স্ট্রাইকরেটে রান তুলেছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারি। চিটাগং কিংসের এই বাঁহাতি মারকুটে ব্যাটসম্যান ১৫ ইনিংসে করেছেন ২৭.০৭ গড়ে ৩৫২ রান, হাফ সেঞ্চুরি ২টি। ফরচুন বরিশালের ইংলিশ তারকা দায়িদ মালান ১৫৬.৪৩ স্ট্রাইকরেটে ৯ ইনিংসে ৬৩.২০ গড়ে ৩১৬ রান করে দলের শিরোপা জয়ে বেশ অবদান রেখেছেন। দুর্বার রাজশাহীর ইয়াসির আলী রাব্বির স্ট্রাইকরেট ১৫৩.৪২। ১২ ইনিংসে ৩০.৫৪ গড়ে ৩৩৬ রান করেছেন তিনি, দুই ফিফটির একটি সর্বোচ্চ অপরাজিত ৯৪। চিটাগং কিংসের ইংলিশ ব্যাটসম্যান গ্রাহাম ক্লার্ক ১৫৩.৩৮ স্ট্রাইকরেটে একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটির সাহায্যে ১৪ ইনিংসে ৪৩১ রান জমা করেছেন যার গড় ৩০.৭৮। এর বাইরে কমপক্ষে ২০০ রান সংগ্রাহকদের মধ্যে ১৮৫.৫৪ স্ট্রাইকরেটে চিটাগং কিংসের পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান হায়দার আলীর (১১ ইনিংসে ৩০.০০ গড়ে ২১০), ১৭৬.৬৬ স্ট্রাইকরেটে ঢাকা ক্যাপিটালসের শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরার (১০ ইনিংসে ২৩.৫৫ গড়ে ২১২) এবং ১৭৫.২৯ স্ট্রাইকরেটে রংপুর রাইডার্সের পাকিস্তানি অলরাউন্ডার খুশদিল শাহের (৮ ইনিংসে ৫৯.৬০ গড়ে ২৯৮)

শিরোনামে তামিম ইকবাল

মো. মনির উদ্দিন

বিপিএলের ফাইনাল শেষে বিসিবির বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বড় ভাই নাফিস ইকবালের পরিবারের সঙ্গে স্ত্রী ও সন্তানসহ তামিম ইকবাল

আবারো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ফরচুন বরিশাল। বিপিএলের শিরোপা আরও একবার উঠেছে তামিম ইকবালের হাতে। বাঁহাতি এই ওপেনার নিজে যেমন দারুণ ব্যাটিং করেছেন, তেমনি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্বও দিয়েছেন দুর্দান্তভাবে। মাঠে অধিনায়ক তামিমের সপ্রভিত গতিবিধি নজর কেড়েছে সবার, যদিও অল্প একটু বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছেন। মাঠের বাইরে বিদেশি খেলোয়াড় আনা থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু কাজে তাঁর মুন্সিয়ানা প্রশংসিত হয়েছে। ফরচুন বরিশালের মালিক মিজানুর রহমান তো সবসময়ই বলেন, দলটা তামিম ইকবালের। নানা প্রতিকূলতা পেছনে ফেলে গত বিপিএলে বরিশালকে প্রথম শিরোপা এনে দেওয়ার মিশনে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়ে (১৫ ম্যাচে ৪৯২) প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার জিতেছিলেন তামিম। এবার অতটা না পারলেও ১৪ ইনিংসে ৩৭.৫৪ গড় আর ১২৯.০৬ স্ট্রাইকরেটে ৪টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে করেছেন ৪১৩ রান, হয়েছেন পুরো আসরের চতুর্থ সর্বাধিক রান সংগ্রাহক। ফরচুন বরিশালের আর কোনো ব্যাটসম্যান তামিমের চেয়ে বেশি রান করতে পারেননি, দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩১৬ রান এসেছে ইংলিশ ব্যাটসম্যান ডেভিড মালানের ব্যাট থেকে। বিপিএলের আগে চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে এনসিএল টি-টোয়েন্টি মাতানোর পরও ফিটনেস নিয়ে সমালোচনাকে পাশ কাটিয়ে এবার যেভাবে পারফর্ম করেছেন ফরচুন বরিশালের জার্সি গায়ে, তাতে বাংলাদেশ দলে আরও কিছুদিন তামিম ইকবালের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে হয়েছে নতুন করে।

ফাইনালের তামিম দুর্দান্ত

ফাইনালে চিটাগং কিংসের করা ১৯৪ রান তাড়া করতে নেমে যেমন সূচনা দরকার ছিল ফরচুন বরিশালের, তেমনই এনে দেন তামিম ইকবাল ও তাওহিদ হৃদয়। ৮ ওভারে ৭৬ রানের ওপেনিং জুটিতেই মূলত সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এর মধ্যে ২৯ বলে ৯ বাউন্ডারি ও ১ ছক্কায় ৫৪ রান করে আউট হওয়া তামিমের 'ক্যাপ্টেন্স নক' বেঁধে দেয় বরিশালের ইনিংসের সুর। শেষ পর্যন্ত ৩ বল আগে ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জয় করে ফরচুন বরিশাল। বিপিএল ইতিহাসে ফাইনালে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড আগেই ছিল তামিমের, যা এবার আরেকটু এগিয়ে নিয়েছেন। ৩ ম্যাচে করেছেন ২৩৪ রান। ক্যারিবিয়ান লিজেন্ড ক্রিস গেইল ২ ফাইনাল খেলে করেছেন দ্বিতীয় সর্বাধিক ১৭৯ রান। টুর্নামেন্টের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে সেঞ্চুরি আছে দু'জনেরই।

অন্যদিকে ৫ ফাইনালে খেলে লিটন দাসের মোট রান ১০৩ এবং সাকিব আল হাসানের কেবল ৮৯ রান! ২০১৯ সালে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিপিএলের ফাইনালে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে ৬১ বলে অপরাজিত ১৪১ রানের ইনিংস খেলেন তামিম। অনেকের মতেই সেটি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের অন্যতম সেরা ইনিংস। ম্যাচটি ১৭ রানে জিতেছিল তামিমের দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। গত বছর মার্চে একই ভেন্যুতে দশম বিপিএলের ফাইনালে কুমিল্লার বিপক্ষে ২৬ বলে ৩৯ রানে আউট হন তামিম। ম্যাচটি ৬ উইকেটে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তামিমের দল ফরচুন বরিশাল। এবার একই মাঠে ক্যারিয়ারের তৃতীয় বিপিএল ফাইনালে ২৯ বলে ৫৪ রান করে দলকে শিরোপা ধরে রাখতে বড় ভুমিকা রেখেছেন তামিম।

মাশরাফি ও ইমরুলের পর...

টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জিতেছে ফরচুন বরিশাল। গতবারের অধিনায়ক তামিম ইকবাল ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবারও। এর ফলে বাঁহাতি এই ওপেনার নাম লিখিয়েছেন মাশরাফি মর্তুজা ও ইমরুল কায়েসের পাশে। এর আগে ওই দু'জনের ছিল এমন কীর্তি। এরমধ্যে মাশরাফি অবশ্য এগিয়ে থাকবেন। কারণ, বিপিএলের প্রথম তিন আসরের ট্রফিই মাথার ওপর তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন অধিনায়ক মাশরাফি। ২০১২ ও ২০১৩ আসরে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সকে নেতৃত্ব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন বানানো মাশরাফি ২০১৫ বিপিএল জিতেছেন সেবারই আত্নপ্রকাশ ঘটা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে। ওখানেই মাশরাফির শিরোপা সাফল্য থেমে যায়নি- ২০১৭ সালে রংপুর রাইডার্সের হয়ে আরও একবার বিপিএল ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরেছিলেন। তার মানে অধিনায়ক মাশরাফি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছেন সবমিলিয়ে চারবার। এরপর ইমরুল কায়েস। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান তিনবার শিরোপা জয় করেছেন অধিনায়ক হিসেবে এবং প্রত্যেকবারই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে। প্রথমটি জেতেন ২০১৯ সালে এবং এরপর ২০২২ ও ২০২৩ আসরেও কুমিল্লাকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন অধিনায়ক ইমরুল।

তামিম ইকবাল ২০১৯ সালে প্রথম জিতেছিলেন বিপিএল শিরোপা, তবে তা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে কেবলই খেলোয়াড় হিসেবে। তবে অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেন গত আসরে, ফরচুন বরিশালের হয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে হারিয়ে। এবার একই ফ্র্যাঞ্চাইজি শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছে তামিমের

নেতৃত্বে। উপরোক্ত তিনজনের বাইরেও বিপিএল শিরোপা জেতা অধিনায়ক আছেন আর কেবল দুজন- ২০১৬ সালে ঢাকা ডায়নামাইটসকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন সাকিব আল হাসান এবং ২০২০ সালে রাজশাহী রয়্যালসকে ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল।

তামিমকে বিসিবির বিদায়ী সংবর্ধনা

মাঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের সুযোগ হয়নি। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ফিরে আসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গত মাসে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতি টানেন তামিম ইকবাল। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সফল এই ব্যাটসম্যানকে বিপিএলের ফাইনাল মঞ্চে সংবর্ধনা জানিয়েছে বিসিবি। ম্যাচশেষে তাঁর হাতে উপহার হিসেবে বাঁধাই করা জার্সি ও ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। ফাইনালের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় ভেসে উঠে তামিমকে নিয়ে স্মৃতিচারণা। জাকের আলী অনিক, জাকির হাসান, তানজিম হাসান ও ইয়াসির আলীরা তাঁকে ঘিরে নিজেদের স্মৃতির কথা জানান।

এবারের বিপিএলেও দারুণভাবে কথা বলেছে তামিম ইকবালের ব্যাট। করেছেন দলের পক্ষে সর্বাধিক রান, হয়েছেন ফাইনালের ম্যাচসেরা খেলোয়াড়ও

ফরচুন বরিশালের ট্রফি হাতে মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে তামিম ইকবাল

অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে নিজের দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে মঞ্চে আসা তামিম ১৭ বছরের বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়ে আরও একবার বলেন নিজের শুরুর গল্প। জানান, ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জেতা বাংলাদেশের উদ্‌যাপন দেখে ছোট্ট বয়সেই ভবিষ্যতে ক্রিকেটার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

সবশেষ সমর্থকদের জন্য শেষ বার্তা হিসেবে তামিম ইকবাল বলেন, 'তামিমিয়ান, সাকিবিয়ান, মাশরাফিয়ান বলে কিছু নেই। সবাই বাংলাদেশের সমর্থক। এটা (নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের ভক্ত হওয়া) বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ধ্বংস করেছে। দয়া করে এটা থামান। আমরা যে কারও সমর্থক হতে পারি, কিন্তু সবাই বাংলাদেশি। এটাই আমার শেষ বার্তা'। তামিমের সঙ্গে মঞ্চে আসা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকীও কথা বলেন। তামিম এখন পরিবারকে অনেক সময় দিতে পারবেন, এমন প্রত্যাশা করেন তিনি।

বিপিএলে যে নিয়ম চান তামিম

বিপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সঙ্গে বিসিবির তিন বছরের চুক্তির চক্র এই মৌসুমেই শেষ হয়ে গেছে। আসছে মৌসুমে নতুন করে ফ্র্যাঞ্চাইজি আহবান করবে বিসিবি। সেখানে কিছু দল থাকবে, হয়তো কিছু দল বাদও পড়তে পারে। তবে ফ্যানবেইজ ঠিক রাখতে খেলোয়াড় ধরে রাখার একটা ধারাবাহিক নিয়ম চান তামিম ইকবাল।

বিপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি ফরচুন বরিশাল এবার টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছে। গত চার আসরের মধ্যে ফাইনাল খেলেছে তিনবার। বরিশাল গত দুই আসর কিছু নির্দিষ্ট খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছে, এতে করে একটা আলাদা 'কোর গ্রুপ' তৈরি হয়েছে তাদের। বিসিবির সঙ্গে নতুন চুক্তিতে নিশ্চিতভাবেই থাকার কথা বরিশালের। তবে নতুন চুক্তির পর খেলোয়াড় ধরে রাখার নিয়ম কেমন হবে তা চূড়ান্ত নয়। তাতে বদলে যেতে পারে দলের আদল। তামিম ইকবালের চাওয়া, ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদল হলেও দলের নামের ভিত্তিতে খেলোয়াড় ধরে রাখার নিয়ম করা হোক, 'এত কষ্ট করে একটা ফ্যানবেইজ তৈরি করেছি আমরা। প্রথম বিপিএল থেকে সবাই চায় যে, সব ফ্র্যাঞ্চাইজির একটা ফ্যানবেইজ হোক। আইপিএলের উদাহরণ দেই আমরা। সেখানে নিয়ম কখনও পরিবর্তন হয় না। তাই মূল ক্রিকেটাররা একই দলে থেকে যায়। বিপিএলে তিন বছরের একটা চক্র শেষ হয়েছে। পাঁচ বছরের চক্র আসবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে তাদের মূল ক্রিকেটারদের ধরে রাখার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত'।

এতদিন ধরে চলে আসছে যেভাবে, বিপিএলের আসন্ন চক্রেও কেবল একজন খেলোয়াড়কে ধরে রাখার নিয়ম চালু হলে তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও তাওহিদ হৃদয়ের মধ্যে অন্তত তিনজনকে হাতছাড়া করতে হবে বরিশালকে। তামিম চান কমপক্ষে চারজন ধরে রাখার নিয়ম হোক, 'আপনি যদি মাত্র একজনকে ধরে রাখেন তাহলে তো এত দিন ধরে যে (ফ্যানবেজ) গড়েছেন, সব শেষ হয়ে যাবে। তাই যদি ৫টা, ৬টা বা ৪টা... কমপক্ষে ৪ জন ধরে রাখার সুযোগ যদি দেয়, তাহলে ফ্যানবেইজ যে তৈরি হয়েছে, তা আরও বড় হবে। ক্রিকেটাররাও ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। তাই আমি আশা করি, যখনই পরের আসরের নিয়মকানুন করবেন উনারা (বিসিবি), এই জিনিসটা যেন মাথায় রাখেন'।

এমনকি ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানা বদল হলেও যেন খেলোয়াড় ধরে রাখার নিয়ম বহাল থাকে, প্রত্যাশা তামিমের, 'এখন যেটা সমস্যা হয়, মালিকপক্ষ বদলে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চিটাগাং এবার এক মালিক, পরের বছর আরেক মালিক। কিন্তু এটাতেও দল তো একই থাকছে, ক্রিকেটাররা একই থাকছে। তাই মালিক পরিবর্তন হোক বা না হোক, অন্য কেউ আসুক বা না আসুক, কেউ যদি চিটাগংয়ের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, তাহলে তাকে একই স্কোয়াডে ধরে রাখার অনুমতিটা রাখা উচিত। তাদের যদি ইচ্ছে হয় যে ধরে রাখবে না, সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। শুধু মালিক বদলে যাওয়ার কারণে অন্য দলগুলো ভুগবে, এটা ঠিক নয়। তাই আমার মনে হয়, অন্তত ৬ জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখার সুযোগ যদি দেয়, তাহলে এই ধরনের ফ্যানবেজ, আপনারা যা দেখছেন, এটা আরও বড় হবে'।

মিরাজের ‘সান্ত্বনা’ পুরস্কার!

মো. রেজাউল হক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার কাছ থেকে একাদশ বিপিএলে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার নিচ্ছেন মিরাজ

এবারের বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে মিরাজের অধিনায়কত্ব প্রশংসিত হয়েছে

বিপিএলের লিগ পর্ব শেষে দু'দলের পয়েন্ট সমান ১২ হলেও নেট রানরেটে এগিয়ে থাকায় দুর্বার রাজশাহীকে পেছনে ফেলে প্লে-অফে নাম লিখিয়েছিল খুলনা টাইগার্স। এলিমিনেটরে শক্তিশালী রংপুর রাইডার্সকে মাত্র ৮৫ রানে গুটিয়ে ৯ উইকেটের দাপুটে জয় তুলে নিয়ে তারা দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে পড়ে চিটাগং কিংসের সামনে। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর একেবারে শেষ বলে মুশফিক হাসানকে বাউন্ডারি মেরে বন্দরনগরীর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে রুদ্ধশ্বাস এক জয় এনে দেন আলিস আল ইসলাম। ফাইনালের সুবাস পেতে পেতে আচমকা হারে কান্নাভেজা বিদায় ঘটে খুলনা টাইগার্সের। ম্যাচশেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে কথা বলার সময় দলটির অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের ছলছল করা চোখের জল কারও দৃষ্টি এড়ায়নি।

টুর্নামেন্ট থেকে খুলনা ছিটকে গেলেও ফাইনাল শেষে আরও একবার পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ডাক পড়ে মিরাজের। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যের সুবাদে এবারের আসরের প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে টাইগার্সের অধিনায়ককে। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত পুরস্কার এটিই, সবচেয়ে আকর্ষণীয়ও। মিরাজের হাতে তুলে দেওয়া হয় দশ লাখ টাকার চেক। তবে খুলনা টাইগার্স যেহেতু শিরোপা জেতা তো দূরের কথা, ফাইনালের চৌহদ্দিতেও পা রাখতে পারেনি, তাই সিরিজ সেরার পুরস্কার আসলে দলটির অধিনায়কের জন্য একপ্রকার ‘সান্ত্বনা পুরস্কারই’, নাকি? উল্লেখ্য, বিপিএলের প্রথম আসরে ২০১২ সালে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হয়েছিলেন খুলনা রয়্যালসের হয়ে খেলা সাকিব আল হাসান। দীর্ঘ এক যুগ পর দক্ষিণাঞ্চলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির কোনো খেলোয়াড় জিতলেন টুর্নামেন্ট সেরার খেতাব।

তা এবার কী করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ? পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ১৪ ম্যাচের সবক'টি ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ২টি হাফ সেঞ্চুরির (সর্বাধিক অপরাজিত ৭৪) সাহায্যে মোট ৩৫৫ রান করেছেন তিনি, গড় ২৭.৩০ এবং স্ট্রাইকরেট ১৩২.৯৫। আর বল হাতে অফস্পিনের ক্যারিশমা দেখিয়ে ১৪ ইনিংসে শিকার করেছেন ২৯.০৭ গড়ে ১৩ উইকেট, ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৭.৭১ রান এবং সেরা বোলিং ফিগার ৬ রানে ৩ উইকেট। ব্যাটিংয়ে মিরাজের চেয়ে বেশি রান করেছেন ৭ জন- খুলনার নাঈম শেখ (১৪ ইনিংসে ৫১১), ঢাকার তানজিদ হাসান তামিম (১২ ইনিংসে ৪৮৫), চট্টগ্রামের গ্রাহাম ক্লার্ক (১৪ ইনিংসে ৪৩১), বরিশালের তামিম ইকবাল (১৪ ইনিংসে ৪১৩), রাজশাহীর এনামুল হক বিজয় (১২ ইনিংসে ৩৯২), সিলেটের জাকির হাসান (১২ ইনিংসে ৩৮৯) ও ঢাকার লিটন দাস (১১ ইনিংসে ৩৬৮)। অন্যদিকে বোলিংয়ে এই অফস্পিনারের চাইতে বেশি উইকেট নিয়েছেন আরও ১২ জন- রাজশাহীর তাসকিন আহমেদ (১২ ইনিংসে ২৫ উইকেট), বরিশালের ফাহিম আশরাফ (১১ ইনিংসে ২০ উইকেট), রাজশাহীর আকিফ জাভেদ (১১ ইনিংসে ২০ উইকেট), চট্টগ্রামের খালেদ আহমেদ (১৪ ইনিংসে ২০ উইকেট), রংপুরের খুশদিল শাহ (৯ ইনিংসে ১৭ উইকেট), খুলনার আবু হায়দার রনি (১০ ইনিংসে ১৭ উইকেট), চট্টগ্রামের শরীফুল ইসলাম (১৪ ইনিংসে ১৭ উইকেট), সিলেটের তানজিম হাসান সাকিব (৯ ইনিংসে ১৬ উইকেট), চট্টগ্রামের আলিস আল ইসলাম (১৩ ইনিংসে ১৫ উইকেট), খুলনার হাসান মাহমুদ (১৩ ইনিংসে ১৪ উইকেট) ও নাসুম আহমেদ (১২ ইনিংসে ১৩ উইকেট) এবং ঢাকার মোস্তাফিজুর রহমান (১২ ইনিংসে ১৩ উইকেট)। বিবেচনার দৃষ্টি আরেকটু প্রসারিত করলে মিরাজ না হয়ে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হতে পারতেন খুশদিল শাহও। রংপুর রাইডার্সে খেলা পাকিস্তানের এই অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে ৮ ইনিংসে ২৯৮ রানের পাশাপাশি বাঁহাতি স্পিনে ঘায়েল করে ৯ ইনিংসে নিয়েছেন ১৭ উইকেট। ইম্প্যাক্ট বিবেচনায় মিরাজের চেয়ে এগিয়ে কিন্তু খুশদিলই। এক্ষেত্রে অবশ্য চতুর অধিনায়কত্ব পাল্লা ভারী করেছে মিরাজের।

যাহোক, অ্যাডজুডিকেটররা নির্বাচিত করেছেন তাই মিরাজ পেয়েছেন, জোর করে তো আর পুরস্কার ছিনিয়ে নেননি! বিপিএলে মিরাজের সিরিজ সেরা হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ টেস্ট এবং ওয়ানডেতে অটোমেটিক চয়েস হলেও টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দলে এখনো নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি তিনি। যে কারণে এই সংস্করণে থাকতে হয়েছে আসা-যাওয়ার মধ্যেই। ২৯ ম্যাচের ২৪ ইনিংসে ১৭.৭০ গড় আর ১১৬.০৬ স্ট্রাইকরেটে ৩৫৪ রান (সর্বাধিক ৪৬) এবং ২৬ ইনিংসে ৩৮.৫০ গড় আর ৮.৫৫ ইকোনোমি রেটে ১৪ উইকেট (সেরা ৪/১২)- মিরাজের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যানের হালখাতা মোটেই আহামরি কিছু নয়, বরং একেবারেই সাদামাঠা। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে ২০১৭ সালে অভিষেকের পর প্রায় আট বছর বয়সী অনিয়মিত টি-

বিশেষ করে ওপেনিংয়ে উঠে আসার পর কয়েকটি ভালো ইনিংস খেলেছেন মিরাজ

টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে যা করেছেন, এবারের এক বিপিএলে তো প্রায় তা-ই করেছেন খুলনা টাইগার্সের হয়ে। তবে কি এখান থেকে নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবে মিরাজের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার?

টেস্ট এবং ওয়ানডেতে পরিপূর্ণ অলরাউন্ডার ঠিক আছে। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে এই ক্যাটাগরিতে মিরাজকে একাদশে রাখতে একটু সমস্যা হয়ই। কারণ, উইকেট স্পিন সহায়ক না হলে তাঁকে দিয়ে চার ওভারের কোটা পূরণ করা যায় না। আবার ব্যাটিংয়ে লোয়ার-মিডল অর্ডারে তাঁর স্ট্রাইকরেটটাও তেমন যুৎসই নয়। ফলে মিরাজের অলরাউন্ড-সত্তায় একটু ঘাটতি দেখা যায়ই।

অন্তত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার তো সেটাই বলছে। সব মিলিয়ে বিপিএলেও কিন্তু তাই (১০৪ ম্যাচের ৮৯ ইনিংসে ১৯.৬২ গড়ে ১৫১১ রান এবং ৯৭ ইনিংসে ২৮.৮৫ গড়ে ৭৮ উইকেট)। তবে, এবারের বিপিএলে ব্যাটিংয়ে দেখা গেছে অন্য এক মিরাজকে। সময়মতো জ্বলে উঠেছেন এবং দায়িত্ব নিয়ে ওপেনিংয়ে এসে পারফর্ম করছেন। একাদশ আসরে শুরুটা করেছিলেন তিন নম্বর দিয়ে। এরপর কখনো ৫ কখনো ৩ নম্বর- এভাবেই খেলে গেছেন। তবে এই পজিশনগুলোতে সেভাবে রান পাননি। সর্বাধিক ৩৯ সিলেটে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। বিপিএলে মিরাজ প্রথম ওপেন করেন ১৯ জানুয়ারি, চট্টগ্রামে, করেন ১৩ বলে ২৬। পরের ম্যাচেই অবশ্য আবারো তিন নম্বরে। মিরাজ ধারাবাহিকভাবে ওপেনিংয়ে নামতে শুরু করেন ২৩ জানুয়ারি দলের নবম ম্যাচ থেকে। এরপর ওপেনার হিসেবেই খেলেছেন আরও ৩ ম্যাচ। সিলেটের বিপক্ষে করেছিলেন ৫০ বলে ৭০। পরের দুই ম্যাচে ১৮ বলে ২৯ ও ১২ বলে ২১। এরপর ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে 'বাঁচা-মরার' ম্যাচে খেলেছেন ৫৫ বলে ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। অবশ্য প্লে-অফে মোটেই হাসেনি তাঁর ব্যাট, রংপুরের বিপক্ষে ০ ও চিটাগংয়ের বিপক্ষে আউট হন ২ রান করে। তারপরও ৬ ম্যাচের এই পারফরম্যান্স তাঁর গড়টা একঝটকায় ৩১-এ নিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে ওপেনিংয়ে ৭ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২২২ রান, বাকি ৭ ইনিংসে যা ১৩৩।

ওপেনিংয়ে এসে মিরাজের এভাবে রান পাওয়ার ক্ষেত্রে দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে পাওয়ার-প্লে কাজে লাগানো। আরেকটি মোটের ওপর স্ট্রাইক রেট। ওপেনার হিসেবে খেলা পাঁচ ম্যাচে মিরাজের স্ট্রাইক রেট ছিল এমন- ২০০, ১৪০, ১৬১.১১, ১৭৫, ১৩৪.৫৪, ০ ও ৩৩.৩৩। ওপেনার মিরাজের এমন পারফরম্যান্সের পর সমর্থকেরা আক্ষেপ করতেই পারেন এই ভেবে যে, খুলনার অধিনায়ক হয়েও তিনি শুরু থেকে কেন ওপেনিং করলেন না।

এবারের বিপিএলে ব্যাটিংয়ে পজিশন পাল্টে পুরোদস্তুর অলরাউন্ডার হয়ে উঠার পর মিরাজকে নিয়ে হয়তো বা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও নতুন কিছু ভাবা যেতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে তো দেখা যায়, নাকি? একাদশে নিয়মিত না হলেও টি-টোয়েন্টি দলের বলয়েই তো থাকেন মিরাজ।

বিপিএলের প্রত্যেক আসরে সিরিজসেরার পুরস্কার জয়ীরা...

- **২০১২ :** খুলনা রয়্যাল বেঙ্গলসের সাকিব আল হাসান (১১ ম্যাচের ১১ ইনিংসে ৪০.০০ গড়ে ২৮০ রান, সর্বোচ্চ ৮৬* এবং ১১ ইনিংসে ১৯.৯৩ গড়ে ১৫ উইকেট, সেরা ২/১৯)
- **২০১৩ :** ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের সাকিব আল হাসান (১২ ম্যাচের ১২ ইনিংসে ৩২.৯০ গড়ে ৩২৯ রান, সর্বোচ্চ ৫৯* এবং ১২ ইনিংসে ১৯.৩৩ গড়ে ১৫ উইকেট, সেরা ৩/১৯)
- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের আসহার জাইদি (১১ ম্যাচের ৮ ইনিংসে ৫৩.৭৫ গড়ে ২১৫ রান, সর্বোচ্চ ৫৩* এবং ১১ ইনিংসে ১০.৪১ গড়ে ১৭ উইকেট, সেরা ৪/১১)
- **২০১৬ :** খুলনা টাইটানসের মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (১৪ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে ৩৩.০০ গড়ে ৩৯৬ রান, সর্বোচ্চ ৬২ এবং ১২ ইনিংসে ২৪.৭০ গড়ে ১০ উইকেট, সেরা ৩/৬)
- **২০১৭ :** রংপুর রাইডার্সের ক্রিস গেইল (১১ ম্যাচের ১১ ইনিংসে ৫৩.৮৮ গড়ে ৪৮৫ রান, সেঞ্চুরি ২টি, হাফ সেঞ্চুরি ২টি, সর্বোচ্চ ১৪৬*। কোনো উইকেট পাননি, ক্যাচ নিয়েছিলেন ২টি)
- **২০১৯ :** ঢাকা ডায়নামাইটসের সাকিব আল হাসান (১৫ ইনিংসে ২১.৫০ গড়ে ৩০১ রান, হাফ সেঞ্চুরি ২টি, সর্বোচ্চ ৬১* এবং ১৫ ইনিংসে ১৭.৬৫ গড়ে ২৩ উইকেট, সেরা ৪/১৬)
- **২০১৯-২০ :** রাজশাহী রয়্যালসের আন্দ্রে রাসেল (১৩ ম্যাচের ১১ ইনিংসে ৫৬.২৫ গড়ে ২২৫ রান, হাফ সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ ৫৪* এবং ১২ ইনিংসে ২৫.৬৪ গড়ে ১৪ উইকেট, সেরা ৪/৩৭)
- **২০২২ :** ফরচুন বরিশালের সাকিব আল হাসান (১১ ম্যাচের ১১ ইনিংসে ২৮.৪০ গড়ে ২৮৪ রান, হাফ সেঞ্চুরি ৩টি, সর্বোচ্চ ৫১* এবং ১১ ইনিংসে ১৪.৫৬ গড়ে ১৬ উইকেট, সেরা ৩/২৩)
- **২০২৩ :** সিলেট স্ট্রাইকার্সের নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫ ম্যাচের ১৫ ইনিংসে ৩৯.৬৯ গড়ে ৫১৬ রান, হাফ সেঞ্চুরি ৪টি, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৮৯)
- **২০২৪ :** ফরচুন বরিশালের তামিম ইকবাল (১৫ ম্যাচের ১৫ ইনিংসে ৩৫.১৪ গড়ে ৮৯২ রান, হাফ সেঞ্চুরি ৩টি, সর্বোচ্চ ৭১)
- **২০২৫ :** খুলনা টাইগার্সের মেহেদী হাসান মিরাজ (১৪ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে ২৭.৩০ গড়ে ৩৫৫ রান, হাফ সেঞ্চুরি ২টি, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৭৪ এবং ১৪ ইনিংসে ২৯.০৭ গড়ে ১৩ উইকেট, সেরা ৩/৬)

বল হাতে অফস্পিনের ক্যারিশমায় নিয়মিত উইকেট পেয়েছেন মিরাজ

দ্বন্দ্ব-বিদ্রোহে এলোমেলো নারী ফুটবল

কোচ পিটার বাটলার

মো. সামীম সরদার

দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ ও একগুয়েমিতে এলোমেলো হয়ে গেছে দেশের নারী ফুটবল। ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার ও ফুটবলারদের দ্বন্দ্বের বড় খেসারত দিতে যাচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে দেশকে সাফল্য এনে দেওয়া নারী দল। এক কথায় নারী ফুটবলের গোছানো ঘর তছনছ হয়ে গেলো বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাংগঠনিক দক্ষতার অভাবে। নারী ফুটবলে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজত্ব করা বাংলাদেশ দল এখন ছন্নছাড়া। পিটার বাটলার ও ১৮ ফুটবলারের বিদ্রোহের মূল্য দিতে যাচ্ছে লাল-সবুজের দেশ।

পিটারের অধীনে খেলবেন না বলে অধিনায়ক সাবিনাসহ যে ১৮ ফুটবলার বিদ্রোহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ১৫ জনই সাফ জেতা তারকা। সাফ জেতা কোচ পিটার বাটলারও। পিটার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর সাথে দূরত্ব তৈরি হয় সাবিনাসহ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়ের। বনিবনা না হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে গত বছর অক্টোবরে নেপালের কাঠমান্ডুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিনিয়র কয়েকজনকে বাইরে রেখে একাদশ সাজিয়ে কোচ দলকে হারের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচে ফেরে এবং ওই ড্রয়ের ফলেই সাবিনারা গ্রুপপর্ব টপকানোর রাস্তা খুঁজে পায় এবং শেষ ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে সেমিফাইনালে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিরোপা ধরে রেখেই দেশে ফেরে।

দেশের মানুষ চ্যাম্পিয়ন দলকে নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেও দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের গুমোট থেকেই যায়। টুর্নামেন্ট চলাকালীন এবং পরে কোচের বিপক্ষে বক্তব্য দিতে থাকেন সিনিয়র খেলোয়াড়রা। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কোচও খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঢালেন গণমাধ্যমে। সমস্যা না মিটিয়ে সেই কোচকে দুই বছরের জন্য নারী ফুটবলের দায়িত্ব দেয় বাফুফে। সমস্যাটা তৈরি হয়ে সেখানেই। ফুটবলারদের মনের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা না করেই বাফুফে চুক্তি করে পিটার বাটলারের সাথে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। ফুটবলাররা বিদ্রোহ করে বসেন।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ছুটি কাটানো মেয়েদের ১৫ জানুয়ারি থেকে ক্যাম্পে ডাকে বাফুফে। এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে বাফুফে ৩১ ফুটবলারকে প্রাথমিক ক্যাম্পে যোগ দিতে বলে। আনাই মগিনি ফুটবল ছেড়ে দেন অভিমানে। বাকি ৩০ জন ক্যাম্পে যোগ দিলেও পিটার বাটলার আসার পর তাঁর অধীনে অনুশীলন না করার ঘোষণা দেন ১৮ জন। সাফ জয়ী দলের সাবিনা খাতুন, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার জুনিয়র, মাসুরা পারভীন, কৃষ্ণা রানী সরকার, মাতসুশিমা সুমাইয়া, ঋতুপর্ণা চাকমা, সানজিদা আক্তার, মারিয়া মান্ডা, মনিকা চাকমা, রূপনা চাকমা, নীলুফার ইয়াসমীন নীলা, শিউলি আজিম, তহুরা খাতুন, সাগরিকা, স্বর্ণা রানী মন্ডল, নাসরিন আক্তার ও সাথী বিশ্বাস বাফুফে সভাপতিকে চিঠি দিয়ে এবং পরে গণমাধ্যমকে জানিয়ে দেন হয় পিটার বাটলার থাকবেন না হয় তাঁরা থাকবেন। কোচ পিটার বাটলারও বেঁকে বসেন। এঁদের মধ্যে সিনিয়র ৭ জনের নাম বাফুফেকে দিয়ে বলেন তাদের দলে রাখলে তিনিও থাকবেন না।

অবস্থা জটিল আকার ধারণ করলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় বাফুফেকে। বাফুফেও দ্রুত ৭ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসানের নেতৃত্বে। ওই কমিটি কোচ, ১৮ ফুটবলার ও দলের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেয় বাফুফে সভাপতির কাছে। সংকটের সময় দেশের বাইরে ছিলেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। দেশে ফিরে তিনি কথা বলেন বিদ্রোহী মেয়েদের সাথে। কথা বলেন কোচের সাথেও। দুই পক্ষই ছিল অনড়। বাফুফে সভাপতি খেলোয়াড়দের অনুশীলনে ফিরতে অনুরোধ করেন। সাবিনারা সেই অনুরোধ না রাখলে হার্ডলাইনে যায় দেশের ফুটবলের অভিভাবক প্রতিষ্ঠানটি।

এখনো বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি বাফুফে। আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্তও জানায়নি বিদ্রোহীদের ভাগ্যে কী আছে। তবে সভাপতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, বিদ্রোহীদের অনুশীলন করতে আহ্বান করা হয়েছে। যারা চাইবেন অনুশীলনে ফিরবেন,

সাবিনা খাতুন

মাসুরা পারভীন

কৃষ্ণা রানী সরকার

মারিয়া মান্ডা

ঋতুপর্ণা চাকমা

সানজিদা আক্তার

নীলুফার ইয়াসমীন নীলা

শামসুন্নাহার

মাতসুশিমা সুমাইয়া

তহুরা খাতুন

শামসুন্নাহার জুনিয়র

মনিকা চাকমা

রূপনা চাকমা

শিউলি আজিম

সাগরিকা

স্বর্ণা রানী মন্ডল

নাসরিন আক্তার

সাথী বিশ্বাস

যারা চাইবেন না ফিরবেন না। বাফুফে কোনো খেলোয়াড়কে ক্যাম্প থেকেও বের করে দেবে না। অনুশীলনের বাইরে থাকা মেয়েদের বাদ দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের জন্য দল ঘোষণা করা হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে যাবে নারী ফুটবল দল। সেখানে স্বাগতিকদের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ। প্রথমটি ফিফা ফ্রেন্ডলি, দ্বিতীয়টি আন-অফিসিয়াল।

নারী ফুটবলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েক বছর ধরে। সিনিয়র সাফসহ এ অঞ্চলের চারটি ট্রফি এখন বাংলাদেশের হাতে। পুরুষ দল যেখানে দিন দিন ফিফা র‍্যাংকিংয়ের তলানিতে যাচ্ছে, সেখানে নারীরাই বাঁচিয়ে রাখছিলেন দেশের ফুটবলের সম্মান। এমনকি ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম দল হিসেবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল মনোনীত হয়েছে এ বছর একুশে পদকের জন্য। একুশে পদক পাওয়া কেবল ফুটবলারদেরই নয়, গর্ব পুরো ক্রীড়াঙ্গনের। অথচ সেই মেয়েদের একটি সংকট দক্ষতার সাথে সমাধানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে বাফুফে। যার ফলে শৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে দেশকে সম্মানিত করা মেয়েদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বাফুফে। শৃঙ্খলা দুইপক্ষ ভাঙলেও কোচ থাকছেন বহাল তবিয়তে, বিপদে পড়েছেন মেয়েরা। যে মেয়েরা বছরের পর বছর সাফল্য বয়ে এনে বাফুফে কর্মকর্তাদের বুক চিতিয়ে চলার পথ তৈরি করে দিয়েছেন। ফুটবলে সাফল্য আসছে- এই বাক্যটি লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই মেয়েরা এখন ক্যারিয়ার শেষ হওয়ার দু:শ্চিন্তায়।

এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত পরিস্থিতি যেভাবে আছে তাতে সাবিনাসহ বিদ্রোহ করা ১৮ ফুটবলারের ক্যারিয়ার অন্ধকারই। দেশের নারী ফুটবল বলতে বাফুফে ভবনের ক্যাম্পে থেকে অনুশীলন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। দেশের কোনো জেলায় মেয়েদের লিগ নেই। বাফুফে লিগ আয়োজন করলেও সেটা অনিয়মিত ও নামকাওয়াস্তে। এই লিগে অংশগ্রহণ করে মেয়েরা আর্থিকভাবে তেমন লাভবান হয় না। যেসব মেয়ে বাফুফে ক্যাম্পে থাকেন এবং যাদের বেতন দেওয়া হয়, তাদের একটা আয় আছে ফুটবল থেকে। এখন ক্যাম্প থেকে চলে গেলে তাদের সেই আর্থিক সুবিধাও বন্ধ হয়ে যাবে।

শেষ মুহূর্তে নাটকীয় কোনো সমাধান না হলে এটা ধরেই নেওয়া যায় ১৮ ফুটবলার অতীত হয়ে যাবেন নারী ফুটবল থেকে। যা মোটেও কাম্য ছিল না। কোচের বিপক্ষে গিয়ে মেয়েরা শৃঙ্খলা ভেঙেছে এটাও যেমন সত্য, তেমন সত্য টুর্নামেন্ট চলাকালীন ও তদন্ত চলাকালীন কোচ নানা বক্তব্য দিয়েও শৃঙ্খলা ভেঙেছেন। ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারের সাথে নারী ফুটবলারের কোচ হিসেবে চুক্তি ছিল না। তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল বাফুফের এলিট একাডেমির প্রধান কোচ হিসেবে। গোলাম রব্বানী ছোটন দায়িত্ব ছাড়ার পর বাফুফে মেয়েদের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল সাইফুল বারী টিটুকে। তারপর পিটারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মেয়েদের প্রধান কোচের। দায়িত্ব নেওয়ার পর পিটারের নেতৃত্বে চারটি প্রীতি ম্যাচ ও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয় বাংলাদেশ।

বিদ্রোহী ১৮ জন বাদ পড়লেও জাতীয় দল হবে। কোনো কিছু তো থেমে থাকবে না। তবে বড় প্রশ্ন হলো সেই জাতীয় দল কেমন হবে? এক সময় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ছিল তারুণ্য নির্ভর। সাবিনা খাতুন ছাড়া কোনো সিনিয়র খেলোয়াড় ছিলেন না। যে কারণে তখন জাতীয় দল কোনো সাফল্যও আনতে পারেনি। জুনিয়র মেয়েরা যখন অভিজ্ঞতা অর্জন করে তখন থেকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে বাংলাদেশ দল। যার ফলও পায় বাংলাদেশ। পরপর দুটি সাফ জিতে সাবিনারা প্রমাণ করেন বাংলাদেশই দক্ষিণ এশিয়ার সেরা।

২০২২ সালে হওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন সাবিনা খাতুন। সেরা গোলরক্ষক হয়েছিলেন রূপনা চাকমা। সর্বশেষ আসরে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ঋতুপর্ণা চাকমা। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার ধরে রেখেছেন রূপনা চাকমা। দক্ষিণ এশিয়ার সেরা এই ফুটবলাররা না থাকলে বাংলাদেশ যে একটা ভঙ্গুর দলে পরিণত হবে তা নিশ্চিত। এটা পরিস্কার যে, ১৮ ফুটবলার ও কোচ পিটারের দ্বন্দ্ব ও একগুয়েমিতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বাংলাদেশের নারী ফুটবলেরই।

টেনিস কোচের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আঁখি

ওমর ফারুক রুবেল

২০২২ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার শিরোপা জেতার পর অনেকটাই আড়ালে চলে যান আঁখি খাতুন। জাতীয় দল ছেড়ে চীনে পাড়ি জমান এই ডিফেন্ডার। তবে ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল নিয়মিতই। এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন তিনি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দ্বাবাড়িয়া বিয়ে সম্পন্ন করেন আঁখি। বর শরিফুল ইসলাম টিংকু চীনের এইজ জি এ টেনিস ক্লাবে কোচ হিসেবে কাজ করছেন। আর আঁখি খেলতেন চায়নার স্ককর ওয়ার্ড ক্লাবে।

২০১৮ সালে টেলিভিশনের পর্দায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আঁখির খেলা দেখে ভালো লেগে যায় চীনের লন টেনিস কোচ শরিফুল ইসলাম টিংকুর। তবে টিংকু ও আঁখি-দুজনের পরিচয়টা চার বছর আগে। ২০২১ সালে মাঠে বসে আঁখির খেলা দেখতে চীন থেকে দেশে আসেন তিনি। তবে মাঠে সামনাসামনি দেখা হওয়ার পর তাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হয় এবং ধীরে ধীরে তা প্রেমের সম্পর্কে রূপ নেয়। দুজনের যোগাযোগ হতে থাকে নিয়মিতই। এক পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের যোগাযোগ চলতে থাকে। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে উভয়ের মধ্যে। পরিবারের সম্মতিতে তিন বছর পর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন তাঁরা।

বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দলের রক্ষণভাগের অন্যতম সেরা ফুটবলার ছিলেন আঁখি। মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশের প্রায় সব সাফল্যে অবদান রেখেছেন বিকেএসপির সাবেক এই শিক্ষার্থী। ২০২৩ সালে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের মাঝে মায়ের অসুস্থতা কথা বলে বাফুফে ক্যাম্প ছাড়েন আঁখি। এরপর আর বাফুফেমুখো হননি। বাংলাদেশের হয়ে ১৮টি ম্যাচ খেলেছেন এই ডিফেন্ডার। টিংকুও আঁখির মতো বিকেএসপির সাবেক শিক্ষার্থী। তবে ওই সময় তাঁদের পরিচয় ছিল না। মেয়েদের 'কায়সার হামিদ' খেতাব পাওয়া আঁখির খেলা দেখে ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন টিংকু। কাজ করছেন চীনে একটি একাডেমির টেনিসের কোচ হিসেবে। একজন খেলোয়াড় আরেকজন দর্শক। এভাবেই পরিচয় তাদের। অবশেষে তিন বছরের প্রেমের পরিণয় ঘটেছে। টেনিস কোচ এই শরিফুল ইসলামকে ভালোবেসেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় আঁখি।

পছন্দের মানুষকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুশি হওয়ার পাশাপাশি সবার কাছে দোয়া চাইলেন এই নব দম্পতি। সেই সঙ্গে বিয়ের পরও খেলা চালিয়ে যেতে চান আঁখি খাতুন, 'বিয়ের পরও আমি খেলা চালিয়ে যাব। সে আমাকে সব রকমের সমর্থন দেবে। আমি ভেবেচিন্তে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

বিয়ে করলেন স্বর্ণকন্যা মাবিয়া

মোরসালিন আহমেদ

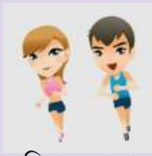

তারকা ক্রীড়াবিদদের যুগলবন্দী ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে নতুন নয়। আবারো তা সামনে নিয়ে এলেন স্বর্ণকন্যা মাবিয়া আক্তার সীমান্ত। সতীর্থ সাখাওয়াত হোসেন প্রান্তের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তা-ই প্রমাণ করলেন। ভারোত্তোলনে এসে তাঁদের পরিচয়। তারপর একটু একটু করে চেনা-জানা। এরপর বছর গড়িয়ে পছন্দ লাগা, ভালো লাগতে শুরু করা। সেই থেকে প্রেম-ভালবাসা, মন দেওয়া-নেওয়া। যা পূর্ণতা পেল দুই পরিবারের সম্মতিতে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বর-কনে বেশে তাঁরা এক অপরকে জীবনসঙ্গী করে নেন। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের একটি কমিউনিটি সেন্টারে প্রান্ত-মাবিয়ার বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মাবিয়া বলেন, প্রান্তের সঙ্গে অনেক দিনের চেনা-জানা। আমরা দু'জনেই বাংলাদেশ আনসারের প্লেয়ার। এক সঙ্গে অনুশীলন করা, এক সঙ্গে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, এক সঙ্গে বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়া- এভাবে আমাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রান্ত জানান, মাবিয়া খুবই পরিশ্রমী ও কমিটেড মেয়ে। খেলাধুলার ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। কথা-বার্তা, চলন-ফেরনে অনেক সহজ-সরল। এসব কারণে ওকে ভালো লাগত। সেই থেকে মনে ধরে। মনের কথাটি আমিই প্রথম বলেছিলাম। মাবিয়া অবশ্য এ বিয়েকে প্রেম-ভালবাসার বিয়ে বলতে নারাজ। মাবিয়া বলেন, প্রান্ত যখন ২০২৩ সালে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিল, তখন আমি আমার পরিবারের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে বলি। মুচকি হাসি হেসে বললেন, দুই পরিবারের পছন্দেই আমাদের বিয়ে, প্রেম করার সময় পেলাম কই!

যদিও মাবিয়ার মতো প্রান্তের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার তেমন উজ্জ্বল নয়। জাতীয় পর্যায় নিয়মিত স্বর্ণপদক জিতে আসলেও প্রান্ত আন্তর্জাতিক পর্যায় এসএ গেমসে রৌপ্যপদক জয়ের বেশি যেতে পারেননি। কিন্তু দেশের অন্যতম তারকা মাবিয়া নিজ ইভেন্টে জাতীয় পর্যায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলনেও গর্ব করার মতো সাফল্য পেয়েছেন। এসএ গেমসে টানা দুটি আসরে স্বর্ণপদক জয় তাঁকে অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়া ইয়ুথ কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কাতার ইন্টার ক্লাব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণজয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মাবিয়া এখন ভারোত্তোলনের বড় বিজ্ঞাপনও বটে।

মাবিয়া ও প্রান্তের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে 'লাকি নম্বর সেভেন' অদ্ভুত রকমের একটা মিল রয়েছে। রীতিমতো এ সংখ্যাটি তাঁদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। উভয়ের জন্ম তারিখও ৭। প্রান্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৭ সালের ৭ জুন। অন্যদিকে মাবিয়ার জন্ম ১৯৯৯ সালের ৭ অক্টোবর। শুধু কি তাই? স্বর্ণকন্যা মাবিয়া এসএ গেমসে যে দুটি স্বর্ণপদক জিতেছেন সেদিনও ছিল ৭ তারিখ। অর্থাৎ ভারতের গুয়াহাটিতে ২০১৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আর নেপালের পোখরায় ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বর কাঙ্ক্ষিত পদক জিতেছিলেন। এমনকি উভয়ই আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ২০২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। তাই মাবিয়া-প্রান্ত এই লাকি নম্বর দিয়েই জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন।

ক্রীড়াঙ্গনের নবদম্পতি মাবিয়া-প্রান্ত সম্পর্কে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সভাপতি ও জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগঠক উইং কমান্ডার (অব.) মহিউদ্দিন আহমেদ তাদের সুখি দাম্পত্য জীবন কামনা করে বলেন, উভয় ভারোত্তোলক হওয়ায় তাদের ক্যারিয়ার এগিয়ে নিতে সহজ হবে। একই সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারফরম্যান্সে কোথায় কোন ঘাটতি আর ভুল-ত্রুটি হচ্ছে, এক অপরকে জানতে-বুঝতে সহায়তা করবে। অপরদিকে প্রান্ত বলেন, ও যদি খেলা চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে আমার কিংবা আমার পরিবারের দিকে থেকে কোনো বাধা নেই। আমিও চাই ও জাতীয় দলে আরও লম্বা সময় ধরে খেলুক। মাবিয়া এক প্রশ্নে বলেন, আমার শশুড়বাড়ির লোকজনও চান, আমি খেলি, আমাকে তাঁরা ফুল সাপোর্ট দেবেন। নতুন জীবনে পর্দাপণ করা মাবিয়া-প্রান্ত সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

টেনিসের বড় বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছেন জারিফ

মোরসালিন আহমেদ

মো. সামীম সরদার

আন্তর্জাতিক টেনিসে ক্রমশঃ বড় বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছেন বাংলাদেশের জারিফ আবরার। সতের ছুঁই ছুঁই ঢাকার এ ছেলে জুনিয়র লেভেলে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন বিদেশের মাটিতেও সাফল্যের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। টেনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, জারিফ যেভাবে টেনিস কোর্টে ঝড় তুলছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব টেনিসেও সাফল্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। জারিফের জন্ম একটি সেনা পরিবারে। তাঁর বাবা মেজর (অব.) সাজমুল হক, যিনি একসময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। এমনকি টেনিসেও ছিলেন দারুণ পারদর্শী। তিনিই জারিফকে খেলাধুলার প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলেন। বাবার হাত ধরেই তাঁর টেনিসে হাতেখড়ি। মাত্র আট বছর বয়সে টেনিসের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা জারিফ এরই মধ্যে দেশ-বিদেশে ১৪টি শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব দেখান। ছেলেবেলা থেকে সেনাবাহিনীর কঠোর রীতিনীতি আর শৃঙ্খলে বেড়ে উঠা জারিফ টেনিসের পাশাপাশি ফুটবল, ক্রিকেট ও টেবিল টেনিসে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু টেনিসের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। এক প্রশ্নে এ উদীয়মান তারকা বলেন, প্রতিদিনই শেখার চেষ্টা করছি। আমার সৌভাগ্য ক্যারিয়ারের শুরু থেকে দেশসেরা কোচ পেয়েছি। বিদেশের মাটিতে হাইপারফরম্যান্স টেনিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। নিজেকে একজন দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমার ভবিষৎ লক্ষ্য বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশের টেনিসকে তুলে ধরা।

জারিফ ২০২৩ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বিশ্বখ্যাত টেনিস কোচ অ্যাশলে হবসনের অধীনে হবসন পারফরম্যান্স ইউনিভার্সাল টেনিস ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বাবা সাজমুল হক বলেন, চারটি সেশনসহ এক বছরের (প্রশিক্ষণ+আবাসন+খাবার+টুর্নামেন্ট ফি) এ প্রোগ্রাম অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এক সেশনের জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ব্যয় ১৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা। যা বছরে দাঁড়ায় ৭৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, টেনিসের প্রতি ছেলের ভালবাসা আর ওর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেনিসে বাংলাদেশকে গৌরবময় আসনে দেখতেই এমন ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণ করাচ্ছি জারিফকে। আমি চাই ও বিশ্বটেনিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করুক।

বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ কারেন বলেন, জারিফ এ মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো খেলছেন। আমেরিকায় ট্রেনিং নিচ্ছেন। সত্যি বলতে ডেভিস কাপের যে ফরম্যাট, তাতে একজন ভালো প্লেয়ার থাকলে টিমটাকে একাই টেনে নিতে পারেন। কেননা ও যদি একটা সিঙ্গেল আর ডাবলসে জিতে তাহলে হয়ে গেল, টিমও জিতে গেল। যেমন পাকিস্তানে অসিম কোরাইশি নামে একটা প্লেয়ার সার্কিট টুর্নামেন্টে খেলে, একসময় টপ হানড্রেডের মধ্যে ছিল। ও একাই পাকিস্তানকে গ্রুপ ওয়ানে নিয়ে গেছেন। এখন জারিফের কাছাকাছি আরেকটি প্লেয়ার থাকলে ওই লেবেলে আমরাও পৌঁছে যেতাম। বাস্তবতা হচ্ছে, জারিফের মতো প্লেয়ার পাচ্ছি না। তবে মানসম্পন্ন প্লেয়ার তুলে আনতে চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস, জারিফ যেভাবে টেনিস কোর্টে পারফরম্যান্স করে চলেছেন, ভবিষ্যতে ছেলেটি বিশ্ব টেনিসে দেশকে ভালো কিছু উপহার দেবেন।

একনজরে...

নাম	: জারিফ আবরার
ডাক নাম	: জারিফ
পিতা	: মেজর (অব.) সাজমুল হক
মাতা	: সাবিহা শবনম
জন্ম তারিখ	: ২৭.০৯.২০০৭
জন্মস্থান	: ঢাকা সিএমএইচ
জেলা	: ঢাকা
ভাই-বোন	: ২ জন
নিজ অবস্থান	: সবার ছোট
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি
ওজন	: ৫৫ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: গ্রেড ১১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: অ্যাসেলাস অ্যাকাডেমি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: টেনিস খেলোয়াড়
টেনিসে না এলে	: পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হতাম
প্রিয় শট	: ফোর হ্যান্ড
খেলা শুরু	: ২০১৫
জাতীয় পর্যায়	: ২০১৮
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২২
হাতেখড়ি	: বাবার কাছে
বর্তমান ক্লাব	: আর্মি অফিসার্স ক্লাব
প্রিয় কোচ (দেশ)	: শরিফুল ইসলাম টিংকু
প্রিয় কোচ (বিদেশ)	: অ্যাশলে হবসন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
বর্তমান কোচ	: অ্যাশলে হবসন
প্রিয় খেলোয়াড়	: নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)
খেলায় অনুসরণ করেন	: নিক কিউরাস (অস্ট্রেলিয়া)
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল, বাস্কেটবল
প্রিয় খাবার	: মাছ ভাজা ও ফ্রাইড চিকেন
প্রিয় রং	: সাদা
প্রিয় শখ	: বিড়াল পোষা
পছন্দ	: বিড়ালের সঙ্গে সময় কাটানো
অপছন্দ	: পড়তে বললে
অবসরে	: মুভি দেখা
আদর্শ	: বাবা
বিদেশ ভ্রমণ	: ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাহরাইন, চীন ও আমেরিকা

জেলা পর্যায় সাফল্য : দুইবার চ্যাম্পিয়ন ও একবার রানারআপ

জাতীয় পর্যায় সাফল্য : ছয়বার চ্যাম্পিয়ন

আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য : ছয়বার চ্যাম্পিয়ন ও একবার রানারআপ

ভবিষৎ লক্ষ্য : বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশের টেনিসকে তুলে ধরা।

NO.1 QUALITY AC
minister®
Air Conditioner
75% UPTO
ENERGY SAVING
12 YEARS COMPRESSOR GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART INVERTER Technology
Anti Bacterial Filter
100% BTU Capacity
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh